সন্দেশাবলি

OR

SUNDESABALLY;

OR,

The History of India,

As regards the Geographical Description of all Principalities, Cities, Mountains, Rivers, Lakes, Cataracts, &c. throughout that territory, with an Account of the Manners and Customs of the People and the Productions of each Region. From the earliest periods to which any account of each can be traced to those periods at which they severally fell under the British Dominion.

AS DEDUCED FROM THE BEST AUTHORITIES

BY

SURROOP CHOND DOSS.
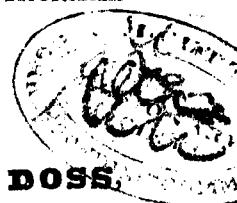
Calcutta:

Printed by L. Mendes, at the Commercial Press, 58, Cossitollah

1840.
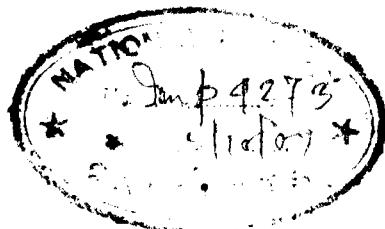
TO THE

RIGHT HONORABLE

GEORGE EARL of AUCKLAND,

G. C. B., &c. &c.

THIS WORK IS DEDICATED

WITH EVERY SENTIMENT OF RESPECT AND GRATITUDE

FOR

THE MANY AND GREAT BENEFITS

WHICH THAT COUNTRY,

WHICH FORMS THE SUBJECT OF THE FOLLOWING PAGES,

AND

OF WHICH THE AUTHOR IS A SUBJECT,

HAS DERIVED

FROM HIS LORDSHIP'S RULE

BY

HIS MOST OBEDIENT AND HUMBLE SERVANT,

THE AUTHOR.

ভূমিকা॥

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ দ্বারা ইংরাজি ভাষাতে ভারতবর্ষের ইতিহাসাদি নানাবিধ বৃত্তান্ত সংশ্লিষ্ট অনেকানেক পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে কিন্তু এতদ্দেশীয় বিচক্ষণ লোকেরা তত্তৎগ্রন্থের সম্বাদোদ্গারণ করত বঙ্গভাষাতে যে কতিপয় গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন সেই ২ গ্রন্থে প্রয়োজনাভিধেয় সমাচারের অল্পতা থাকাতে অনুভব হয় যে পাঠকবর্গের মনঃ প্রাশস্ত্যের ও ন্যূনতা থাকিতে পারে অতএব সম্প্রতি কোন প্রসিদ্ধ ইংরাজি পুস্তক হইতে অনুবাদিত হইয়া সন্দেশাবলি নামে এই গ্রন্থ সংগৃহীত হইল, ইহাতে গত সুচির কালাবধি ভারতবর্ষের কোন দেশ কোন ২ রাজা দ্বারা শাসিত হইয়া ইং ১৮১৫ শাল পর্য্যন্ত কীদৃগ্ভাবে ছিল এবং কোন পর্ব্বত কোন স্থানে আরম্ভ ও কোন দেশে কতুচ্চ হইয়া কতদূর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে এবং নদ নদ্যাদির উৎপত্তি ও গতিস্থান এবং তাহারা কেমন গাম্ভীর্য্য দ্বারা কতি ক্রোশ গমন করিয়া কোন জলাশয়ে মিলিত হইয়াছে তাহা সমুদয় বিস্তার ক্রমে প্রকাশিত হইল, যদ্যপি সুপ্রজ্ঞ মহানুভব লোকদিগের সমীপে বিবিধ বিজ্ঞানশালি মনুষ্য কর্তৃক চাটুবচন রচনে সংগৃহীত গ্রন্থ ব্যতিত স্বল্পমেধাবিশিষ্ট মনুষ্যের গ্রন্থ প্রকাশ যোগ্য নহে তথাচ দেশাদির বিবরণ সমেত এই গ্রন্থ পাঠ করিলে পাঠক গণের বিষয় কার্য্যের কিঞ্চিদুপকার হইতে পারিবে এই অভিপ্রায়ে এতদ্গ্রন্থ সংগ্রহ করণেভরসাপন্ন হইলাম বোধ হয় এই গ্রন্থান্তর্গত বিবরণ সকল যখন সজ্জন পাঠকগণের সুধাধার বদন হইতে বিনির্গত হইবেক তখন সুধাসৃষ্ট হওয়াতে ভ্রম ও কাঠিন্যাদি দোষ হইতে বৈশ্লিষ্ট হইয়া উৎকৃষ্ট রূপে

ভাষমান হইবেক, পরন্তু যে কোন দেশ কিম্বা পর্ব্বতাদির বিষয় পাঠ করিতে ইচ্ছা করিলে পুস্তক মধ্যে তাহা অন্বেষণ করিতে পাঠকদিগের কিঞ্চিন্মাত্র কাল ব্যাজ না হয় এই অভিপ্রায়ে অকারাদি বর্ণমালাদ্বারা রীতি ক্রমশঃ উক্ত দেশাদি লিখিত হইল, কিন্তু ঙ ঞ প্রভৃতি কতিপয় বর্ণাদিশব্দ বঙ্গভাষাতে প্রায় ব্যবহার হয় না এবং এতদ্গ্রন্থের মূলক যে ইংরাজী গ্রন্থ তাহাতে কোন২ বর্ণাদিদেশ প্রভৃতির বৃত্তান্ত প্রয়োজনাভিধেয় নহে এই নিমিত্ত কতিপয় অক্ষর পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইতি

সাঙ্কেতিক॥

ইং	ইংরাজী
বাং	বাঙ্গালা
মেং	মেষ্টর

যে২ স্থানে বাং ক্রোশ বলিয়া ধ্বনি নাই সেই সকল স্থানে মাইল অর্থাৎ ইংরাজী ক্রোশ ব্যবহৃত হইয়াছে—

পত্র	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১—	১৮	বংলাবলি	বংশাবলি
১০	১৪	অশ্বারুড়	অশ্বারূঢ়
ঐ—	১৫	সশঙ্কিত	শঙ্কিত
ঐ	২০	ঈশ্বরদা.	ঈশ্বরদা
২৬	১২	বহিস্কৃত	বহিষ্কৃত
৩৮	৫	স্থানে	স্থান
৪১	৬	যদ্দারা	যদ্দ্বারা
৪২	১৯	তাহার	তাহাকে
৪৫	১৩	জতীরা	জাতীয়েরা
৪৬	৫	নিকটবর্ত্তী	নিকটবর্ত্তি
ঐ	১১	মূলতোনর	লতানের
ঐ	১৫	সন্মুখবর্ত্তী	সম্মুখবর্ত্তী
৪৭	১	করিলে	করিলেন
৪৮	৪	ব্যার	ব্যয়
ঐ	১২	যুদ্ধে	যুদ্ধ
৫১	৮	যাবানিক	যাবনিক
ঐ	১৪	নানাও	ও নানা
৫২	৫	আনিত	আনীত
৫৫	৩	পুরী	পুরী
ঐ	১৪	আগমন	আনীত
ঐ	১৭	অধিকার	অধিকৃত
৫৬	১৬	পুরেণ	পূরিত
৫৬	২১	পক্ষী	পক্ষি
৫৮	১৪	সহকারী	সহকারিত্ব
ঐ	২১	ধ্বংশ	ধ্বংস
৬৫	৬	করে	থাকে
ঐ	১০	হস্তী	হস্তি
৭০	৭	দদী	নদী
৭	১৬	উদ্ধ	ঊর্দ্ধ
৭২	২১	কৃষ্ণাদনী	কৃষ্ণানদী
৭৩	১৯	কৃষী	কৃষি
ঐ	২০	গোঁজাতিরা	গোঁদজাতীয়েরা
৭৬	১৬	ভ্রু	ভ্রূ
৭৮	১১	ইহার	ইহারা
৭৯	১৭	বাং ৪৯২	বাং ৪৩
৮১	১২	বাং ৯১৩	বাং ৯১৭
৮৬	২৪	ইসলালাবাদ	ইসলামাবাদ
ঐ	ঐ	ব্যবসায়ী	ব্যবসায়ি
৮৮	৪	আধুনীক	আধুনিক
৮৯	২৩	বামী	বামি
৯৫	২১	গাভি	গাভী
৯৬	৮	সম্পৃক্ত	সম্পৃক্ত
৯৯	৭	আশা	অভয়
১০১	১৭	লাহের	লাহোর
১১২	১৩	সেইলবণ	সেইজলেলবণ

পত্র	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পত্র	ত্রছ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১২২	৩	উৎপন্ন	উৎপত্তি	ঐ	ঐ	দুষ্মীলোক	দুষ্মিলোক
১২৩	১০	গননা	গণনা	১৮৫	১	দিরক্ষেত্র	কন্দাদিরক্ষেত্র
১২৬	২	ব্যায়ের	ব্যয়ের	ঐ	২২	ব্যবসায়ীলোক	ব্যবসায়িলোক
১৩১	২৩	নিমভাগে	নিম্নভাগে	১৯১	১২	ইং ১৭৯৯	ইং ১৭৮৯
১৩২	২৩	করে	হয়	২০৬	১৬	আশক্ত	আসক্ত
১৩৮	১	তদন্তবর্ত্তী	তদন্তর্বর্ত্তি	ঐ	১২	কেশ	ক্লেশ
১৪৩	৬	বিদ্বেষী	বিদ্বেষি	২১৩	৬	চতুরশ্রীয়	চতুরস্রীয়
১৪৭	১৩	মধ্যর্বীত্তত্ব	মধ্যবর্ত্তিত্ব	২১৯	১৭	বর্দ্ধ	বদ্ধ
ঐ	১৬	কর্ত্তিৃত্ব	কর্ত্তৃত্ব	২২	৪৬	নিচজাতিরা	নীচজাতীয়েরা
১৫২	১	অনৈক্যতা	অনৈক্য	২৩১	১০	চতুরশ্রীয়	চতুরস্রীয়
১৫৬	১০	দিগবর্ত্তী	দিগ্বর্ত্তি	২৩২	৩	পক্ষীর	পক্ষির
১৫৮	২	ক্ষত্রীর	ক্ষত্রিয়	২৩৫	১৮	নদীর	নদের
১৬০	১৩	নেলোব	নেলোর	২৪৮	৫	রাজওয়াদিয়াররে	রাজওয়াদিয়ারের
ঐ	১৯	পর্য্যটনকারী	পর্য্যটনকারি	২৫১	১০	ক্লেশিত	ক্লিষ্ট
১৬৭	২	শ্রোত	স্রোতঃ	২৫৬	২৫	উত্তম	উক্ত
ঐ	১১	ঋিষির	ঋষির	২৫৯	৩	অন্তর্স্তর্গত	অন্তর্গত
১৬৮	৯	শংখ্যক	সংখ্যক	২৬০	১৩	স্বীকার	শিকার
১৭১	৭	শিশার	সীমার	৩১৪	৮	উদ্ধতা	উচ্চতা
১৭২	১	বৎসরিক	বাৎসরিক	ঐ	১০	আদ্র্য	আর্দ্র
১৭৩	২	যুবারাজ	যুবরাজ	৩১৫	৩	তুম্বদ্র	তুম্বদ্রা
১৭৬	১৮	হস্তীগণ	হস্তিগণ	ঐ	১৭	ইদনীং	ইদানী
১৭৭	৭	লোমস	লোমশ	৩৫৬	৯	ভক্ত্যাদি	ভিত্ত্যাদি
১৭৮	২২	অযোদ্ধ্যার	অযোধ্যার				
১৮০	১৪	মহারাষ্ট্রীয়	মহারাষ্ট্র				
১৮৩	২	নগরবাসী	নগরবাসি				

সন্দেশাবলি।

অর্থাৎ

ভারতবর্ষীয় বৃত্তান্ত ॥

অঙ্গোল ॥ কর্ণাটরাজ্যে অঙ্গোল নামক এক নগর আছে, সে মান্দরাজ হইতে ১৭৩ ক্রোশ উত্তর দিগে, পূর্ব্বকালে এক দুর্গ দ্বারা এই স্থান বদ্ধ ছিল ক্রমে সে দুর্গ নষ্ট হইয়াছে, ইং ১৮০১ বাং ১২০৮ শালে নবাবের সহিত সন্ধিতে এ নগর ইংলণ্ডীয়েরদের অধিকার হইয়াছে। ১ ॥

অটক ॥ লাহোর রাজ্যে সিন্ধুনদের পূর্ব্ব দিগে অটক নামে এক নগর আছে, তথা ঐ নদ আষাঢ় মাসে এক ক্রোশের চতুর্থাংশের একাংশ ন্যূন প্রশস্ত হয়, উক্ত নগরের প্রাচীন নাম বারাণসী কিন্তু অটক নামে সচরাচর ব্যক্ত আছে, ইং ১৫৮১ বাং ৯৮৮ শালে অকবরশাহ্ বাদশাহকর্ত্তৃক এ নগরে এক দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ২ ॥

অনুপশহর ॥ দিল্লী প্রদেশে বরেলি সম্মুক্ত গঙ্গার পশ্চিম তীরে অনুপশহর নামক এক নগর আছে, ইহার পূর্ব্ব দিগস্থ উর্ব্বরা ভূমি সকল এতাদৃশ বদ্ধ যে তথা গো মহিষাদি কোন পশু গমন করিয়া শস্যাদির হানি করিতে পারে না. এই নগরে যে বন আছে তাহার স্থানে২ বরাহ মৃগ প্রভৃতি নানা পশু আছে, ও এ নগরের উত্তর পূর্ব্ব দিগের এক বৃহৎ পর্ব্বত প্রায় ২০০ ক্রোশ হইতে দৃষ্ট হয়, তথাকার বায়ু

অতিশয় শীতল তৎপ্রযুক্ত বিষম জ্বর জন্মে, এই অনুপশহর দিল্লী হইতে ৭০ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্ব, ঐ নগরের দক্ষিণ দিগে ইষ্টক নির্ম্মিত এক বৃহৎ দুর্গ আছে তথা হইতে ঐ নগর তাবৎ দৃষ্ট হয়, এবং পৌষ মাসান্তে ঐ স্থানের গঙ্গা অতি ক্ষুদ্রা হয় কিন্তু জল নির্ম্মল থাকে। ৩ ॥

অমরকোট ॥ সিন্ধু প্রদেশে অমরকোট নামে এক নগর আছে, সে নগর সিন্ধু নদহইতে ৩০ ক্রোশপূর্ব্ব দিগে, পূর্ব্ব কালে ঐ নগর জাদরাপুত্তের স্বাধীন রাজ্য ছিল কিন্তু যোধপুর ও সিন্ধুদেশের মধ্যবর্ত্তিত্ব প্রযুক্ত ঐ নগরের নিমিত্তে ঐ উভয় রাজ্যের লোকদিগের সর্ব্বদা বিরোধ হইত তৎপরে যোধপুরের রাজার অধিকার হইয়াছিল, ইহার ভূমি এতাদৃশ অনুর্ব্বরা যে কোন শস্য উৎপন্ন না হওয়াতে নগরস্থ সৈন্যদিগের ভরণ পোষণ হয় না কেবল ঐ স্থানের বাণিজ্য দ্রব্যের শুল্ক ও তীর্থ যাত্রিদের করদ্বারা তাহারদিগের নির্ব্বাহ হয়, ইহার নিকট বর্ত্তি স্থানে কোন পর্ব্বতের বনমধ্যে সিন্ধু দেশীয় আমীর গোলাম আলির এক প্রধান দুর্গ আছে অনুমান হয় তাহা তিনি আপনি স্থাপিত করিয়াছিলেন। ইহার চারি দিবসের পথমধ্যে কোন জলাশয় নাই কিন্তু এই দুর্গ মধ্যে উত্তম ২ কূপ আছে, পরন্তু হুমাউন বাদশাহ সেরশাহকর্ত্তৃক হিন্দুস্থান হইতে বহিষ্কৃত হওয়াতে দারুণ দুরবস্থায় অমরকোটের রাজার নিকট এই বনে পলায়ন করিলে রাজা তাঁহার যথেষ্ট উপকার করিয়াছিলেন, এবং ঐ স্থানে ইং ১৫৪১ বাং ৯৪৮ শালে অকবর বাদ শাহের জন্ম হয়। ৪ ॥

অমরাবতী ॥ বেরারদেশে নিজামের রাজ্যে বৃহৎ প্রাচীর দ্বারা বদ্ধ অমরাবতী নামে এক বাণিজ্য স্থল আছে সে

এলিচপুরহইতে ৩০ ক্রোশ দক্ষিণ দিগে, তথাহইতে অনেক তুলা ও অন্য ২ বানিজ্য দ্রব্য শকট দ্বারা বিক্রয়ার্থে বঙ্গদেশে প্রেরিত হয়। এই অমরাবতীস্থান বঙ্গ দেশহইতে ৫০৩ ক্রোশ অন্তর। ৫॥

অমৃতসর॥ লাহোর রাজ্যে শিখ জাতির রাজধানী অমৃতসর নামক এক নগর আছে, ঐ জাতীয়েরা পুস্তকে লিখে যে এই নগর গুরুরামদাস নির্ম্মাণ করেন এ কথা সত্য নহে যেহেতুক এ অতিপ্রাচীন নগর, পূর্ব্বকালে ঐ স্থান চাকনামে ব্যক্ত ছিল কিন্তু গুরুরাম দাস ইহার প্রজা বৃদ্ধি করণপূর্ব্বক এক প্রসিদ্ধ পুষ্করিণী খনন দ্বারা তাহার নাম অমৃতসর ব্যক্ত করিয়াছিলেন কালক্রমে এই নগরেরও ঐ নাম হইল। ইং ১৫৮১ বাং ৯৮৮ শালে ঐ গুরুরাম দাসের মৃত্যু হয়, পরে কিছু কালের নিমিত্তে এ নগরের নাম রামদাস পুর হইয়াছিল, ইহার চতুর্দ্দিগে ৮ ক্রোশ পর্য্যন্ত সমান ভূমি তাহার পথ সকল অপ্রশস্ত কিন্তু ইষ্টক নির্ম্মিত উত্তম ২ উচ্চগৃহ আছে, অমৃতসরের দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দিগা হইতে কাশ্মীরের শালবস্ত্র ও কুঙ্কুম এই নগরে আনীত হয়, এই স্থানে শিখ জাতির যে এক দুর্গ আছে পূর্ব্বকালে তাহার নাম রণজিৎ গড় ব্যক্ত ছিল, ইহার ৩৪ ক্রোশ অন্তরে ইরাবতী নদী হইতে এক নালা দিয়া এ স্থানে জলাগম হয় আর যে স্থানাবধি অমৃতসর ব্যক্ত আছে তথাহইতে ১৩৫ পদ পরিমিত ভূমিমধ্যে এক মন্দিরে গুরুগোবিন্দ সিংহের প্রতিমূর্ত্তি আছে। আহমদশাহ আবদালি অমৃতসরে আগমন পূর্ব্বক ঐ মন্দির দুইবার ভগ্ন করিয়া এবং এই তীর্থের জল নষ্ট করণাভিপ্রায়ে গোহত্যা করিয়া তন্মধ্যে নিঃক্ষেপ করিয়াছিলেন। ৬॥

অযোধ্যা॥ হিন্দুস্থানে অযোধ্যা নামক এক দেশ আছে, ইহার উত্তর দিগে নেপালের অধিকারস্থ নানা ক্ষুদ্র নগর এক পর্ব্বত দ্বারা নেপালহইতে পৃথক্ হইয়াছে, দক্ষিণ দিগে আলা

ইহার পূর্ব্ব দিগে বাহারদেশ এবং পশ্চিম দিগে দিল্লী ও আগরা নগর, অযোধ্যার দীর্ঘ পরিমাণ ২৫০ ক্রোশ ও প্রস্থতা সর্ব্ব শুদ্ধা ১০০ ক্রোশ, ইহার তাবৎ ভূমি উর্ব্বরা তৎপ্রযুক্ত উত্তম রূপে ক্ষেত্র প্রস্তুত হইলে গোধূম যব ধান্য ইক্ষু নীল আফিম ও ভারত বর্ষীয় অন্যান্য শস্য অত্যুত্তম জন্মে ও যবক্ষার দ্বারা উত্তম লবণ প্রস্তুত হয়, এবং এ স্থানের ও কাশীর ও আগরার ও দোয়াবের লোকেরা বঙ্গদেশীয় দক্ষিণ দিগস্থ মনুষ্যাপেক্ষায় বলবন্ত ও সতর্ক হয় কিন্তু এই স্থানে বহুকালাবধি জবনাধিকারপ্রযুক্ত অনেক হিন্দু লোক জাতি ভ্রষ্ট হইয়াছে, আর প্রায় অনেক লোক ইংলণ্ডীয়দিগের সৈন্য কর্ম্মে নিযুক্ত আছে, অযোধ্যাদেশ হিন্দুশাস্ত্রে অতি প্রসিদ্ধ যেহেতুক এই স্থানে রাজা দশরথের রাজ্যছিল, পরন্তু দিল্লীনগর জবনাধীন হইয়া আওরঙ্গজেব বাদশাহের মৃত্যু হইলে এ দেশের হ্রাস হইল, পরে শফদরজঙ্গ অযোধ্যারাজ্যের উত্তরাধিকারী হইলেন, ইং ১৭৫৬ বাং ১১৬৩ শালে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র শুজাউদ্দৌলা সিংহাসনোপবেশন পূর্ব্বক ইং ১৭৭৫ বাং ১১৮২ শাল পর্য্যন্ত রাজ্য করত কালপ্রাপ্ত হইলেন। পরে তাঁহার পুত্র আসফউদ্দৌলা ইং ১৭৯৭ বাং ১২০৪ শাল পর্য্যন্ত রাজ্য করিলেন, পরে ইহার উপপত্নী সন্তান উজীরআলি অল্পকালের নিমিত্তে উত্তরাধিকারী হইয়াছিল কিন্তু তাহার জন্মকথা ব্যক্ত হওয়াতে ইংলণ্ডীয়েরা ইহাকে রাজ্য চ্যুত করিয়া ঐ মৃত নবাবের ভ্রাতা সাদতআলিখাঁকে ইং ১৭৯৮ বাং ১২০৫ শালে এই রাজ্যার্পণ করত ঘোষণাদ্বারা তাহার হিন্দুস্থানাধ্যক্ষ ও অযোধ্যাপতি নাম ব্যক্ত করিলেন, কিন্তু ইহার নানা অত্যাচারে দেশ নষ্ট হইলে এবং ইংলণ্ডীয়েরদিগকে রাজকর না দেওয়াতে তাঁহারা আক্রমণ করিলেন তাহাতে উক্ত সাদতআলি খাঁ ইংলণ্ডীয়দিগকে ১৩৫২৩২৭৪ টাকা দিয়া সন্ধি করত চিরদিন রাজ্য করিলেন। ৭ ॥

অলকনন্দা ॥ হিমালয় পর্ব্বত হইতে অলকনন্দা নামে এক নদী নির্গতা হইয়া শ্রীনগর প্রদেশের দেবপ্রয়াগে ভাগীরথীর সহিত যুক্তা আছে তাহাতে অলকনন্দার নামও গঙ্গা হইয়াছে, এই নদী বৈদ্যনাথের উত্তর দিগে অল্প দূরে ১২ কিম্বা ১৩ হস্তাধিক প্রশস্তা নহে এবং তথাকার স্রোতঃ ও বেগ অল্প, ইহার আরো অধিক দূরে হিম দ্বারা বদ্ধ আছে এবং ইহার উত্তরে অলকানামে যে কুবেরের পুরী তথা কখন কেহ গমন করিতে সমর্থ হয় নাই। পরে রাণিবাগে এ নদীর ১১০ অবধি ১৬০ হস্ত পর্য্যন্ত প্রস্থ পরিমাণ ও ইহার স্রোতঃ এক ঘণ্টাতে সাত আট ক্রোশ গমন করে, আর ইহাতে তিন চারি হস্তদীর্ঘ রোহিত মৎস্য অনেক আছে, তথাকার ব্রাহ্মণেরা সেই মৎস্য ভক্ষণ করেন। ৮॥

আইনাপুর ॥ বিজাপুর রাজ্যে ও মরিচনামক স্থান হইতে ১২ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগে মহারাষ্ট্রীয়েরদের অধিকার ভুক্ত আইনাপুর নামক এক বৃহৎ নগর আছে, তথা জবন জাতির বসতি তাহারা পূর্ব্বকালের কাহারো দত্ত ভূমির উপস্বত্ব ভোগ করিয়া কালযাপন করে। ৯॥

আগরা ॥ যমুনা নদীর দক্ষিণ পশ্চিম দিগে আগরা নামে এক রাজধানী আছে, ইহার উত্তর দিগে দিল্লী, দক্ষিণ দিগে মালোয়া, পূর্ব্ব দিগে অযোধ্যা ও আলাহাবাদ, পশ্চিম দিগে আজমেরদেশ, আগরার দীর্ঘ পরিমাণ ২৫০ ক্রোশ ও প্রস্থ সর্ব্ব স্থদ্ধা ১৮০ ক্রোশ, এই নগর ইং ১৭০৭ বাং ১১১৪ শালে আওরঙ্গজেবের মৃত্যু পর্য্যন্ত দিল্লীর অধীন ছিল পরে জাট ও মহারাষ্ট্রীয় এবং দিল্লীর প্রধান২ লোক দ্বারা শাসিত হইত তন্মধ্যে নদজিফখাঁ ইং ১৭৭৭ বাং ১১৮৪ শালাবধি আপন মৃত্যু পর্য্যন্ত চম্বল নদীর উত্তর দিগস্থ আগরা দেশ স্বাধীন রাজ্য করিয়াছিল, কিন্তু ইং ১৮০৩ বাং ১২১০ শালে ঘোরতর

সংগ্রাম পুর্ব্বক জেনেরেল লেক কর্ত্তৃক ইংলণ্ডীয় দিগের অধিকার হইয়াছে। আগরা নগরের প্রধান নদী যমুনা ও চম্বল ও গঙ্গা তদ্ভিন্ন নানা ক্ষুদ্র নদী ও আছে, কিন্তু চম্বল নদীর উত্তর দিগে কিয়ৎ দূর অন্তরে গ্রীষ্মকালে কৃষি কর্ম্মনিমিত্তে কূপজল ব্যবহার হয়, আর এ নগরের কোন স্থানে আকরীয় দ্রব্য জন্মে না, এবং তাবৎ পশ্বাদিও হিন্দুস্থানের ন্যায় হয়, কেবল ঘোটক বঙ্গ দেশ ও পূর্ব্ব দেশ ও দক্ষিণ দেশাপেক্ষায় উত্তম হয়। আগরার দুর্গ হইতে ৩ ক্রোশান্তে ও যমুনা নদীর দক্ষিণ দিগে শাহজাঁহান বাদশাহকর্ত্তৃক শ্বেত প্রস্তরময় নুরজাঁহান বেগমের এক সমাজ আছে সে চতুর্দ্দিগে ৩৮০ হস্ত পরিমিত এবং উত্তর আগরা হইতে ৬ ক্রোশান্তরের সেকুন্দ্রা নামক স্থানে অকবর বাদশাহের ও এক সমাজ আছে। ১০॥

আচীন॥ সুমাত্রা উপদ্বীপের উত্তর পশ্চিম দিগে সমুদ্র হইতে তিন ক্রোশান্তরে আচীন নামে এক দেশ আছে, এই দেশের যে রাজধানী নগর তাহার নাম ও আচীন, উক্ত নগর কোন এক পর্ব্বতোপরি স্থাপিত এবং তাহার চতুর্দ্দিগ তদপেক্ষা উচ্চ ২ পর্ব্বত দ্বারা বেষ্টিত, এই নগরে আট সহস্র কাষ্ঠময় গৃহ আছে কিন্তু তথাকার রাজগৃহ উত্তম নহে, ঐ নৃপালয়ের নিকটে অনেক পিত্তল নির্ম্মিত কামান আছে তন্মধ্যে দুইটা কামান ইংলণ্ডাধিপতি ঐ আচীন দেশীয় রাজাকে উপঢৌকন প্রদান করিয়াছেন, উক্ত রাজধানীর অন্তঃপাতি সমুদয় গ্রামে কৃষি কর্ম্ম উত্তম হয়, এবং এই আচীন দেশে ভাদ্রমাসে কোরিঙ্গা ও পোর্টুনব দেশীয় অনেক বাণিজ্য ব্যবসায়ি লোকের সমাগম হয়, আর ইউরোপীয় লোকেরা তথাহইতে যথেষ্ট ঘোটক বেত্র তাম্বূল ও কর্পূর প্রভৃতি নানাবিধ সামগ্রী ক্রয় করিয়া লইয়া আইসেন তন্নিমিত্তে তাহারা তথাকার রাজাকে ক্রীত দ্রব্যের মূল্য হইতে শতকরা ছয়

টাকা করিয়া শুল্ক প্রদান করেন এবং বঙ্গদেশ হইতে বিস্তর আফিম ও ইউরোপ হইতে লৌহ প্রভৃতি নানা প্রকার দ্রব্যাদি ঐ আচীন্‌ দেশে প্রেরিত হইয়া থাকে, উক্ত দেশে মালাই জাতীয় দস্যুদিগের অতিশয় দৌরাত্ম্য আছে। ১১ ॥

আজমের ॥ হিন্দুস্থান মধ্যে আজমের নামক এক নগর আছে, ইহার উত্তর দিগে মুলতান ও দিল্লী, দক্ষিণ দিগে মালোয়া ও গুজরাট, পূর্ব্ব দিগে দিল্লী ও আগরা, পশ্চিম দিগে সিন্ধুদেশ, এই নগরের তাবৎ গ্রাম সুদ্ধা উত্তর দিগ হইতে দক্ষিণ দিগ পর্য্যন্ত দীর্ঘতা ১৭৫ ক্রোশ ও প্রস্থতা ১১০ ক্রোশ তন্মধ্যে অনেক বসতি কিন্তু পথসকল অপ্রশস্ত ও অপরিষ্কৃত, শাহজাঁহান কর্ত্তৃক এই স্থানে যে রাজগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে তদ্রূপ সুন্দর গৃহ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না তদ্ভিন্ন খাজা মৈনদ্দীনের এক প্রসিদ্ধ সমাজ আছে সে ও শ্বেত সঙ্গমরমর প্রস্তরদ্বারা নির্ম্মিত কিন্তু গঠনের সৌন্দর্য্য নাই, এ স্থান হইতে আগরা ১১৫ ক্রোশ তত্রাপি ইহার মাহাত্ম্যাধিক্য হেতুক আগরা হইতে অকবরশাহ বাদশাহের পরিবারেরা এই স্থানে আগমন পূর্ব্বক কামনা করিতেন, এবং এ নগরের ৪ ক্রোশান্তরে হিন্দুদিগের পুষ্কর নামক এক তীর্থস্থান আছে। এই নগরে প্রথমতঃ অম্বাজি নামে মহারাষ্ট্রীয়ের অধিকার ছিল পরে তাহার মৃত্যু হইলে তাহার ভ্রাতা বালারাও অধিকারী হইলেন, এবং অকবরশাহ বাদশাহের পুত্র জাহাঙ্গীর বাদশাহ এ নগরে কখন ২ রাজ কর্ম্ম করিতেন, পরে ইং ১৬১৬ বাং ১০২৩ শালে ইংলণ্ডহইতে সর তামস রো প্রেরিত হইয়া এই নগরে এক বাণিজ্যাগার স্থাপিত করিয়াছিলেন। আজমের নগর দিল্লী হইতে ২৩০ ক্রোশ উজ্জয়িনী হইতে ২৫৬ ক্রোশ, বোম্বেহইতে ৬৫০ ক্রোশ এবং কলিকাতা হইতে ১০৩০ ক্রোশ অন্তর। ১২ ॥

আজি ॥ পাচিটী পর্ব্বত হইতে আজি নামে এক নদ নির্গত হইয়া বাহার পুদেশে গমন পূর্ব্বক কাটওয়ার নিকট গঙ্গাতে পতিত হইতেছে, বীর ভূমিতে ইহার প্রাশস্ত্য অধিক তথাচ তাহাতে বর্ষাকাল ভিন্ন নৌকা গমনাগমন করিতে পারে না। ১৩ ॥

আজিমগড় ॥ আলাহাবাদপ্রদেশে ও জৈনপুরহইতে ৩৭ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্ব দিগে গাঁজিপুর সম্পৃক্ত আজিমগড় নামক এক নগর আছে। ১৪ ॥

আড়কট ॥ কর্ণাট রাজ্যে মান্দরাজ দেশাধীন আড়কট নামে এক রাজ্য আছে, তাহার অন্তঃপাতি সাতিবিদি পুলিকট কুরগুড় ইত্যাদি গ্রাম আছে ইং ১৮০১ বাং ১২০৮ শালে এতাবৎ গ্রাম কর্ণাটের নবাবকর্তৃক ইংলণ্ডীয়দিগকে অর্পিত হইয়াছে। ১৫ ॥

আফগানস্থান ॥ সিন্ধু নদের পশ্চিম দিগে কান্ধার নগর হইতে সিন্ধু নদ পর্য্যন্ত আফগানস্থান নামক এক বৃহৎ দেশ আছে, ইহার উত্তর পশ্চিম দিগে কোন পর্ব্বত দ্বারা পারস্যের বামিয়ান রাজ্য পৃথক্ হইয়াছে, উত্তর দিগে কাফের স্থান, দক্ষিণ দিগে বালুকা ভূমি, পূর্ব্ব দিগে সিন্ধু নদ দ্বারা সীমা বদ্ধ এবং পশ্চিম দিগে পারস্যের সেজিস্থান ইহার দীর্ঘতা উত্তর দিগ অবধি দক্ষিণ দিগ পর্য্যন্ত ৩৫০ ক্রোশ এবং পূর্ব্ব দিগ অবধি পশ্চিম দিগ পর্য্যন্ত প্রস্থতা ৩০০ ক্রোশ পরিমাণ হইবেক, এ দেশের লোকেরা বলবন্ত ও পরিশ্রমী এবং তাহারা সৈন্য কর্ম্ম ও দস্যুবৃত্তি ভিন্ন কোন সদ্ব্যবসায় করে না, আফগান দেশ যে প্রকার বৃহৎ স্থান তদুপযুক্ত লোকের বসতি নাই, এবং তথা জবন জাতি অপেক্ষায় হিন্দুজাতি অত্যল্প তাহারা

ঐদেশাধীন বামা নগরে বাস করত বণিকের ব্যবসায় করে ই° ৯৯৭ বাং ৪০৪ শালে সুবক্তগীনামক টাটার দেশীয় এক ব্যক্তি সৈন্যাধ্যক্ষ এই দেশাধিকারপূর্ব্বক গজনেননামক স্থানে রাজ ধানী করিল পরে ইহার পুত্র মহমুদ পারসের ও হিন্দুস্থানের অধিকাংশ স্থান আক্রমণ করিয়াছিল পরে ২০৭ বৎসর অর্থাৎ ই° ১১৫৯ বাং৫৬৬শাল পর্য্যন্ত ইহার বংশোদ্ভবের রাজ্য থাকিয়া পরে লোপ হইল°ও মহমুদ গোরি নামক আফগান জাতি বাদশাহের রাজ্য হইল, তৎপরে এলদোজনামক ইহার এক ভৃত্যের অধিকার হওয়াতে পারসহইতে কারাজিম বাদ শাহ সিন্ধু নদীর পশ্চিমদিগে অধিকার করিল পরে জালালুদ্দীন নামক ইহার উত্তরাধিকারী জঙ্গীস খাঁর সহিত যুদ্ধপূর্ব্বক পরা ভূত হওয়াতে তৎকর্তৃক বহিষ্কৃত হইল, ও এইকালে আফগান জাতির বৃত্তান্তলোপ হইয়াছে, ব্যক্ত আছে যে ই° ১৩৯৮ বাং ৮০৫ শালে তৈমুর বাদশাহের হিন্দুস্থানে আগমনের পূর্ব্বকালা বধি আফগানিস্থান ক্রমাগত দিল্লী নগরাধীন ছিল, এবং এই তৈমুর শাহের মৃত্যু হওয়াতে মোগল জাতির রাজ্য খণ্ড২ হইয়া নষ্ট হইল, তৎপরে বাবোরশাহ কাবোল ও গজনেন দেশ জয় করত তাহার বংশাবলি এইদেশাধিকারী হইয়াছিল। ই° ১৭ ২০ বাং ১১২৭ শালে আফগানেরা পারস দেশ জয় করিলে নাদরশাহকর্তৃক ই° ১৭৩৭ বাং ১১৪৪ শালে তথাহইতে বহিষ্কৃত হইল, ই° ১৭৩৯ বাং ১১৪৬ শালে তৎকর্তৃক দিল্লী নগর জয় হইলে আফগানস্থান সন্ধিদ্বারা পারস রাজ্যভুক্ত হইল, ও ই° ১৭৪৭ বাং ১১৫৪ শালে গুপ্তাঘাতে ইহার মৃত্যু

হওয়াতে অহমদশাহ আবদালি এইদেশাধিকারপূর্ব্বক বহুকাল পর্য্যন্ত রাজ্য করিয়া ইং ১৭৭৩ বাং ১১৮০ শালে পরলোক প্রাপ্ত হইল, কিন্তু ইহার রাজ্যকালে মহারাষ্ট্রীয়েরদিগের প্রাদুর্ভাব হওয়াতে তাহারা যবনজাতি বাদশাহদিগকে হিন্দুস্থানহইতে বহিষ্কৃত করিল, তৎপরে অহমদশাহ আবদালির পুত্র তৈমুর শাহের রাজ্য হইয়া অল্পকালের মধ্যে লাহোরদেশ শিখ জাতির প্রতি অর্পিত করিতে হইল, এবং এই বাদশাহ ১৯ বৎসর রাজ্য করিয়া ইং ১৭৯২ বাং ১১৯৯ শালে মৃত্যুপ্রাপ্ত হইলেন, তদনন্তর ইহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হুমাউনবাদশাহ হিরাত ও কান্ধার রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন, আর কনিষ্ঠ পুত্র জেমনশাহ কাবোল ও আফগানস্থান ও কাশ্মীর ও মুলতানদেশপ্রাপ্ত হইলেন পরে এই জেমনশাহ আপন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হুমাউন বাদশাহের দুই চক্ষুরুৎপাটন করিয়া তাহাকে রাজ্যচ্যুত করিলে ইং ১৭৯৬ বাং ১২০৩ শালে সে বাদশাহ ২৩০০০ অশ্বারূঢ় সৈন্য সমভিব্যাহারে লাহোর পর্য্যন্ত আগমন করত হিন্দুস্থান মধ্যে লোকেরদিগকে সশঙ্কিত করিয়াছিলেন, ইং ১৮০২ বাং ১২০৯ শালে মহমুদশাহ নামক আর এক ভ্রাতাকর্ত্তৃক ঐ জেমনশাহও রাজ্যচ্যুত ও চক্ষুরুৎপাটিত হইয়াছিলেন, ইং ১৮০৯ বাং ১২১৬ শালে শুজাউলমুলক ইহার এক ভ্রাতা তাহাকে রাজ্যহইতে বহিষ্কৃত করিল।, তৎপরে আফগানদিগের রাজ্য বিররণ আর কিছু ব্যক্ত নাই, কেবল ইং উক্ত শালে আফগান জাতীয় মহম্মদ খাঁ কাশ্মীরে স্বাধীন রাজ্য করিয়াছিল। ১৬॥

আম্বর॥ আজমের প্রদেশে জয়পুরের প্রাচীন এক রাজধানী নগর আম্বর নামে ব্যক্ত আছে, সে ১১০০ বৎসর হইল স্থাপিত

হইয়াছে, ও আওরঙ্গজেব বাদশাহের রাজ্য কালে মেরজা জয় সিংহকর্ত্তৃক এস্থান পুনর্ব্বার নির্ম্মিত হওয়াতে তন্নামানুসারে ইহার নাম জয়পুর হইয়াছে, এবং এ রাজা ইং ১৬৯৩ বাং ১১০০ শালে এই রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া অনেক বিদ্যানুশীলনে গুণী হইয়া এতাদৃশ অনুরাগের বৃদ্ধি করিলেন, যে মহমুদশাহ্ বাদশাহ্ এ রাজাকে পঞ্জিকা শুদ্ধ করণ ভারার্পণ করাতে ইং ১৭২৮বাং ১১৩৫ শালে তৎকর্ত্তৃক এই কর্ম্ম সুন্দর সম্পন্ন হইয়াছিল। ১৭।

আম্বালা ।। দিল্লী প্রদেশে ও দিল্লী নগরহইতে ১২৬ ক্রোশ উত্তর দিগে আম্বালানামক শিকজাতির এক নগর আছে তন্মধ্যে ইষ্টক নির্ম্মিত অনেক গৃহ ও প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত এক দুর্গ আছে, কিন্তু এইস্থানের পথ এতাদৃশ ক্ষুদ্র যে একহস্তী কদাচ গমন করিতে পারে না, ইং ১৮০৮ বাং ১২১৫ শালে মৃত গুরুবক্স সিংহের ও লাল সিংহের রূপকুঁওার ও দয়াকুঁওার দুই বিধবা স্ত্রীর এ নগরে অধিকার ছিল, এবং ইহারা সপ্ত কিম্বা অষ্ট সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে যুদ্ধ করণে সমর্থা হইত। ১৮ ।।

আরঙ্গাবাদ ।। দক্ষিণ রাজ্যে আরঙ্গাবাদ নামে এক বৃহৎ নগর আছে, ইহার উত্তর দিগে গুজরাট প্রদেশ ও খান্দেস ও বেরার, দক্ষিণ দিগে বিজাপুর ও বিদর, পূর্ব্বদিগে বেরার ও হয়দরাবাদ এবং পশ্চিম দিগে সমুদ্র। ইহার প্রাচীন নাম গুড় খা নগর সে দৌলতাবাদহইতে কএক ক্রোশ অন্তর। ইং ১৬৩৪ বাং ১০৪১ শালে মালিক আম্বরের বংশোদ্ভবহইতে মোগল জাতিরা দৌলতাবাদ অধিকারপূর্ব্বক আরঙ্গাবাদে ইহার রাজধানী করিল। তৎপরে এ নগর বৃদ্ধি হওয়াতে তথা আওরঙ্গজেব বাদশাহ্ বাস করত আরঙ্গাবাদ নামে নগর ব্যক্ত

হইয়াছে ও ইদানীন্তন নিজামের রাজ্যভুক্ত হওয়াতে হিন্দুস্থানের অন্যান্য নগরের ন্যায় দুরবস্থাপ্রাপ্ত ও বসতির অল্পতা হইয়াছে, কিন্তু এ স্থানে পূর্ব্বকালে উন্নতি ছিল এমত বোধ হয়, যেহেতুক আওরঙ্গজেবের গৃহচিহ্ন ও উদ্যানের শোভা এবং এক ফকিরের উত্তম দেবালয় অদ্যাপি দৃষ্ট হয় আর এ নগরে যে এক হট্টস্থান আছে, তথা নানা প্রকার দ্রব্য বিক্রয় হইয়া থাকে, আরঙ্গাবাদ নগর পুণ্যগ্রামহইতে ১৮৬, ক্রোশ ও বোম্বেহইতে পুণ্যগ্রাম দিয়া ১৮৪ হয়দরাবাদহইতে ২৯৫, মান্দরাজহইতে ৬৫৭, দিল্লীহইতে ৭৫০, এবং কলিকাতা হইতে ১০২২ ক্রোশ অন্তর। ১৯।

আরাকেন ॥ বরমা জাতির অর্থাৎ ব্রহ্মাজাতির রাজ্য মধ্যে আরাকেন নামক এক রাজধানী নগর আছে, এ স্থানে ইং ১৭৮৩ বাং ১১৯০ শালে বরমারা যুদ্ধপূর্ব্বক ইহার এক দুর্গ অধিকার করিয়া অনেক ঐশ্বর্য্যাপহরণ করিয়াছিল, কিন্তু তন্মধ্যে কোন বহু মূল্য দ্রব্য ছিল না, কেবল পিত্তলনির্ম্মিত গৌতম ঋষির এক মূর্ত্তি সে প্রায় ৬॥ হস্ত পরিমিত ঊর্দ্ধ ও এই ধাতু নির্ম্মিত ভয়ানক পঞ্চ রাক্ষসের মূর্ত্তি আর লৌহের এক বৃহৎ অগ্নিযন্ত্র সে প্রায় ১২ হস্ত পরিমিত। এতাবৎ লইয়া অমরাপুরে প্রেরণ করিয়াছিল তথা অনেক তীর্থযাত্রিরা এই মূর্ত্তি দর্শনার্থে আগমন করে। ২০ ॥

আলমোরা ॥ উত্তর হিন্দুস্থানে আলমোরা প্রদেশে ও কুমাউন স্থানে কোন পর্ব্বত শ্রেণীর উপর আলমোরা নামক এক রাজধানী নগর আছে, তাহার পর্ব্বতের ক্রমশো নিম্নভাগে স্থানে ২ বসতি আছে তাহারা ভিন্ন দেশীয় মনুষ্য ও নেপালের

গুড়খালি রাজাকে ক্রমাগত কর দিয়াছে, এবং নেপাল রাজার সৈন্যদ্বারা এই নগর রক্ষা হইত। ২১॥

আলাহাবাদ॥ হিন্দুস্থানের মধ্যে আলাহাবাদ নামক এক বৃহৎ দেশ আছে, ইহার উত্তর দিগে আগরা, ও, অযোধ্যা প্রদেশ, দক্ষিণ দিগে গণ্ডওয়ানার হিন্দুজাতির রাজ্য পূর্ব্ব দিগে বাহার, ও গণ্ডওয়ানা এবং পশ্চিম দিগে মালোয়া, ও আগরা দেশ আছে, ইহার দীর্ঘতা ২৭০ ক্রোশ ও প্রস্থতা ১২০ ক্রোশ। এ দেশের উত্তর দিগে, গঙ্গা, ও যমুনা, গোমতী, কর্ম্মনাশা, ও নানা ক্ষুদ্র নদী আছে, এবং গঙ্গার ও যমুনার সন্নিহিত নিম্ন স্থানের উর্ব্বরা ভূমি আর দক্ষিণ দিগে বন্দেলখণ্ডের সীমাবর্ত্তি পর্ব্বতস্থ উচ্চ গ্রামে ক্ষেত্রকর্ম্ম উত্তম হয় না, কিন্তু এ স্থানে পান্নানামক এক প্রসিদ্ধ হীরকের খনি আছে, ও এ পর্ব্বত নানা দুর্গদ্বারা বেষ্টিত এবং এ স্থানের জল ও বায়ু নিম্ন স্থান অপেক্ষায় ভিন্ন বোধ হয়, অর্থাৎ তথা যে প্রকার উত্তপ্ত বায়ু এ স্থানে তদ্রূপ নহে। আলাহাবাদ দেশে যবন জাতি অপেক্ষায় অনেক হিন্দুজাতি আছে, এবং প্রয়াগ তীর্থ হেতুক ঐ দেশ প্রসিদ্ধ হইয়াছে, আর বঙ্গদেশহইতে এ দেশে লবণ আনয়ন পূর্ব্বক হীরক, জবাক্ষর আফিম, চিনি, নীল, সূত্র, ও বস্ত্র প্রেরণ করে। কথিত আছে যে ইং ১০২০ বাং ৪২৭ শালে গজনেন নগরের সোলতাল মহম্মদ নামক হিন্দুজাতির শত্রু দেশ আক্রমণ পূর্ব্বক বলাৎকারে অনেক হিন্দুরদিগকে স্বধর্ম্মাক্রান্ত করিয়া ইং ১০২৩ বাং ৪৩০ শালে প্রতিগমন করিল তৎপরে দিল্লীর পাঠান বাদশাহেরা এ দেশে রাজ্য করত জৈনপুরে রাজধানী করিয়াছিল। পরে মোগল জাতির অধিকার হইলে অকবর

শাহ বাদশাহকর্ত্তৃক এ দেশ পৃথক্ সুবা হইয়া প্রয়াগ নামে ব্যক্ত হইল, ও ইহারদিগের হ্রাস হওয়াতে অযোধ্যার নবাবের রাজ্য হইল, তৎপরে ইং ১৭৬৪ বাং ১১৭১ শালে লার্ড ক্লাইব অযোধ্যার নবাব আশফউদ্দৌলাহইতে দিল্লীর রাজ্যচ্যুত শাহ আলম বাদশাহকে, আলাহাবাদদেশার্পণ করাতে এই বাদশাহ ইং ১৭৭২ বাং ১১৭৯ শালে দিল্লী নগরে প্রতি গমনপূর্ব্বক মহারাষ্ট্রীয়েরদের নিকট বদ্ধ হইলেন। তাহাতে কোড়া ও আলাহাবাদ দেশ অযোধ্যার নবাবের পুনঃপ্রাপ্ত হইল ইং ১৭৭৫ বাং ১১৮২ শালে বঙ্গভূমিহইতে গিয়া ইংলণ্ডীয়েরা সন্ধিদ্বারা কাশী নগর প্রাপ্ত হইয়া ইং ১৮০১ বাং ১২০৮ শালে অযোধ্যার নবাব সাদতআলিহইতে আলাহাবাদ দেশ ও ইহার নিকটবর্ত্তি গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। ২২॥

আলিগড়॥ দিল্লী প্রদেশে ও দিল্লী নগরহইতে ৭৬ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগে আলিগড় নামক এক নগর প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত আছে ইং ১১৯৩ বাং ৬০০ শালে কোল নামক হিন্দুজাতিকর্ত্তৃক এ স্থানে এক দুর্গ নির্ম্মিত ছিল। ইং ১৮০৩ বাং ১২১০ শালে জেনেরেল লেকের অধীন সৈন্যেরা এই নগরে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া সে দুর্গ অধিকার করিল, তাহাতে ইংলণ্ডীয়েরদের অনেক সৈন্য নষ্ট হইল, এবং এই দুর্গ মধ্যে দৌলতরাও সিন্ধিয়ার যত যুদ্ধসর্জ্জা ছিল, সে তাবৎ ইংলণ্ডীয়েরদিগের লব্ধ হইল। ২৩॥

আশাম॥ বঙ্গ দেশের উত্তর পূর্ব্ব দিগে আশাম নামক এক বৃহৎ দেশ আছে, ইহার দীর্ঘতা ৭০০ ও প্রস্থতা ৭০ ক্রোশ ও এ দেশ ব্রহ্মপুত্র নদদ্বারা তিন অংশে বিভক্ত অর্থাৎ বঙ্ক

পুত্রের উত্তর দিগে উত্তর পাড়া, এবং দক্ষিণ দিগে দক্ষিণ পাড়া, তদ্ভিন্ন এই নদদ্বারা এক বৃহৎ উপদ্বীপ হইয়া উচ্চ ও নিম্ন আশাম নামে দুই খণ্ডে বিভক্ত আছে, এবং বঙ্গদেশহইতে এ দেশে প্রবেশ করিলে বুহ্মপুত্রের উত্তর দিগে কান্ধার চৌকিতে, ও দক্ষিণ দিগে নাগর ঘাটীতে, এ দেশের আরম্ভ দেখা যায়। আশাম দেশের মহত্ত্বপ্রযুক্ত সেখানে যত নদী আছে, ততোধিক আর কোন দেশে নাই, যেহেতুক তথা ৬১ সংখ্যক নদ নদী নির্ণয় হইয়াছে কিন্তু বুহ্মপুত্র নদের আরম্ভস্থান ব্যক্ত নাই, ইং ১৫ ৮২ বাং ৯৮৯ শাব্দে আবলফজলকর্তৃক লিখিত আছে, যে আশাম রাজ্য কামরূপে যুক্ত ছিল, ও তথাকার রাজা অনেক ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন, পরে তিনি লোকান্তর গমন করিলে তাঁহার অনুচর, ও অনুচরীরা ইচ্ছাপূর্ব্বক এই রাজার শবের সহিত আপ ন্যরাও সমাধিগ্রহণ করিয়াছিল। আশাম দেশে শাকাদি উৎ পন্ন হয়, এবং পশ্বাদি ও লোকের বল বঙ্গদেশীয়েরদিগের ন্যায় হইয়া থাকে, অধিকন্তু এ দেশে স্বর্ণ জন্মে, আশামের প্রধান নগ রের নাম জারগাং এ স্থানের রাজা বহুকাল পর্য্যন্ত রাজ্য করত স্বর্গীয় রাজা নামে খ্যাত হইয়াছিল, কিন্তু ইং ১৭৯০ বাং ১১ ৯৭ শালে মমারিরা ইহার বিদ্রোহী হইয়া রাজগৃহ, ও দুর্গ সম ভূমি করিয়াছিল, তৎপরে যবন জাতিরা যে কোন সময়ে এ দেশ আক্রমণপূর্ব্বক ঐ তাবৎ দুরবস্থা দৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার কিছু নিদর্শন নাই, ইং ১৬৩৮ বাং ১০৪৫ শালে শাহজাঁহান বাদশাহের রাজ্য কালে আশাম দেশীয়েরা বুহ্মপুত্র নদ দিয়া আগমনপূর্ব্বক বঙ্গ দেশ আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু ঐ বাদ শাহের সৈন্যকর্তৃক পরাভূত হওয়াতে, আশামের সম্মুখস্থ ক্রিয়

বংশ ঐ বাদশাহের অধিকার হইল। পরে আওরঙ্গজেব বাদ শাহের রাজ্য কালে মওজম খাঁনামক ইহার সেনাপতি কোচ বেহার দেশ পর্য্যন্ত আগমনপূর্ব্বক আশাম দেশ জয় করিয়া আরগাং নামক ইহার রাজধানীতে উপস্থিত হইল, কিন্তু বর্ষা রম্ভ হইলে এতদ্দেশীয়েরা গুপ্তস্থানহইতে আগমনপূর্ব্বক বাদ শাহের সৈন্যেরদিগকে উৎপাত করিলে তাহারা পীড়িত হইয়া কিয়দংশ নষ্ট হইল, আর অত্যল্প অবশিষ্ট সৈন্যেরা অপ্রশস্ত পথ দিয়া পলায়ন করত ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত আগমনে সমর্থ হইল, হিন্দুস্থানের যবনেরা ব্যক্ত করিত, যে আশাম দেশে অনীশ্বর বাদী ও ভূত প্রেত প্রভৃতি বাস করে। প্রায় ইং ১৭৯৩ বাং ১২০০ শালে বঙ্গ দেশহইতে ইংলণ্ডীয় সৈন্যেরা কোন রাজ্য চ্যুত রাজার সহায়তার নিমিত্তে প্রেরিত হইলে তাহারা আর গাং রাজধানীতে স্বচ্ছন্দে উপস্থিত হইয়া কর্ম্ম সম্পন্ন করিল, কিন্তু তথাকার জল বায়ু অত্যন্ত পীড়াদায়ক, তৎপ্রযুক্ত অসহিষ্ণু হওয়াতে অত্যল্প সৈন্য প্রত্যাগমন করিয়াছিল। ২৪ ॥

আহমদনগর ॥ নব্য আওরঙ্গাবাদ প্রদেশে আহমদ নগর নামক এক নগর পূর্ব্বকালাবধি প্রসিদ্ধ হইয়া বহুকাল পর্য্যন্ত দক্ষিণ দেশীয় বাদশাহেরদিগের রাজধানী ছিল, পরে দক্ষিণ দেশস্থ ভামিনিদিগের রাজ্য লোপ হইলে অহমদশাহ ইং ১৪৮৯ বাং ৮৯৬ শালে এ নগর অধিকার করিয়া ইং ১৪৯৩ বাং ৯০০ শালে রাজধানী নির্ম্মাণ করত ইং ১৫০৮ বাং ৯১৫ শালে লোকান্তরপ্রাপ্ত হইল। পরে ইং ১৫৫৩ বাং ৯৬০ শালে বোরহান নিজাম শাহের ও ইং ১৫৬৫ বাং ৯৭২ শালে হোসেন নিজাম শাহের মৃত্যু হইল, অপর

ইং ১৫৮৭ বাং ৯৯৪ শালে মোরতিজা নিজামশাহ রাজ্য করত ক্ষিপ্ত হওয়াতে আপন পুত্র মীরন হোসেনকর্তৃক ইং ১৫৮৭ বাং ৯৯৪ শালে হত হইল, তৎপরে এই মীরন হোসেন দুই মাস তিন দিবস পর্য্যন্ত রাজ্য করিয়া গুপ্তাঘাতে পরলোক গমন করিল, এবং ইসমাইলনিজাম শাহ অল্পকালরাজ্য করণানন্তর পিতাকর্তৃক ধৃত হইয়া কারাগারে বদ্ধ ছিল, ইং ১৫৯৪ বাং ১০০১ শালে বোরহান নিজাম শাহের লোকান্তর হইলে এব্রেহেমশাহ চারি মাস রাজ্য করিয়া যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিল, এবং বাহাদুরশাহ নামে এক শিশু মোগলকর্তৃক ধৃত হইয়া গোয়ালিয়র দুর্গ মধ্যে যাবজ্জীবন কারাগারে বদ্ধ থাকিয়া প্রায় ইং ১৬০০ বাং ১০০৭ শালে তাহার মৃত্যু হইলে আহমদ নগরের নিজামশাহের বংশ একেবারে ধ্বংস হইল কিন্তু তৎপরে কোনহ ব্যক্তিরা আপনারদিগকে ঐ বংশোদ্ভব বলিয়া ইং ১৬৩৪ বাং ১০৪১ শালের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত দৌলতাবাদে বাস করিয়াছিল, পরে এ নগর ও নিজাম শাহের তাবৎ রাজ্য মোগলদিগের অধীন হইয়া ইং ১৭০৭ বাং ১১১৪ শালের পূর্ব্বাবধি আওরঙ্গজেবের মৃত্যু পর্য্যন্ত দিল্লীরাজ্যাধীন ছিল, পরে মহারাষ্ট্রীয়কর্তৃক আশু আক্রান্ত হইয়া ইং ১৭৯৭ বাং ১২০৪ শাল পর্য্যন্ত পেশ্বার রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল, পরে দৌলতরাও সিন্ধিয়া বলদ্বারা পেশ্বার নিকটহইতে আহমদনগরের দুর্গ ও চতুর্দ্দিগস্থ ভূমি অধিকার করিয়া কেবল পুণ্যনগর হস্তগত করিয়াছিল এমত নহে, কেননা পেশ্বার ও নিজামের রাজ্যের কর্তৃত্ব প্রাপ্তও হইয়াছিল। ইং ১৮০৩ বাং ১২১০ শালে

দৌলতরাও সিন্ধিয়া জেনেরেল ওএলিসলিকর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া সন্ধিদ্বারা এই নগর ইংলণ্ডীয়েরদিগকে অর্পণ করিল, কিন্তু ইং ১৮০৪ বাং ১২১১ শালেপেশ্বা তাহারদেরহইতে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া ছিল। আহমদনগর পুণ্যনগরহইতে ৮৩ ক্রোশ, বোম্বে হইতে পুণ্যনগর দিয়া ১৮১, হয়দরাবাদহইতে ৩৩৫, উজ্জয়িনী হইতে ৩৬৫, নাগপুরহইতে ৪০৩, দিল্লীনগরহইতে ৮৩০, এবং কলিকাতাহইতে ১১১৯ক্রোশ অন্তর। ২৫॥

আহমদাবাদ॥ গুজরাট প্রদেশে শাবরমতী নামে এক ক্ষুদ্র নদীর তীরে সমভূমির উপরে আহমদাবাদনামক রাজধানী এক নগর আছে, সে প্রায় ইং ১৫০০ বাং ৯০৭ শালের মধ্যে কোনহ স্বাধীন রাজার প্রসিদ্ধ রাজধানী হইয়া ইং ১৪৫০, বাং ৮৫৭ শালে মহম্মদ বেগরা বাদশাহের রাজত্ব পর্য্যন্ত সমভাবে ছিল, তৎপরে অনেক হ্রাস হইয়াছে, কিন্তু অদ্যাবধি এ প্রদেশের অন্যান্য স্থানাপেক্ষায় উত্তম প্রাচীরদ্বারা বদ্ধ আছে, ইং ১৭৮০ বাং ১১৮৭ শালেজেনেরেল গডার্ড এ নগর আক্রমণ করিলে তথাকার লোকেরা ইহার রক্ষার্থে অনেক যুদ্ধ করিয়াছিল বটে কিন্তু ইংলণ্ডীয়েরা অধিকার করিয়া ইং ১৭৮৩ বাং ১১৯০ শালে সন্ধিদ্বারা মহারাষ্ট্রীয়দিগকে পুনরর্পণ করিয়াছিল, অপর গুজরাটে যে রাসধারিনামক সম্প্রদায়ে অনেক নর্ত্তক ওগায়ক ও বাদ্যকর আছে তাহারা এবং ভণ্ড ওমল্লেরা তন্নিকটস্থ গ্রামহইতে এই নগরে আসিয়া সকলের নিকটহইতে বেতন প্রাপ্ত হইত, এবং তথাকার ঐ শাবরমতী নদী অন্য নদীর সহিত মিলিতা হইয়া কেম্বে দেশের মোহনাতে পতিতা হইয়াছে, আহমদাবাদ বোম্বেহইতে ৩২১ ক্রোশ, পুণ্যনগরহইতে ৩৮৯, দিল্লী

হইতে ৬১০ এবং কলিকাতাহইতে উজ্জয়িনী দেশ দিয়া ১২৩৪ ক্রোশ অন্তর। ২৬॥

ইকরি॥ মহিসুর রাজ্যে শ্রীরঙ্গপত্তনহইতে ১৬০ ক্রোশ উত্তর পশ্চিম দিগেইকরি নামক পূর্ব্বকালীন অতিপ্রসিদ্ধ এক নগরের চিহ্নমাত্র আছে এই ইকরি স্থান সদাশিব রাজার বংশোদ্ভবের বসতি কালপর্য্যন্ত অতিবৃহৎ নগর তৎকালীন তাহাতে ১০০০০০ গৃহস্থ লোক বাস করিত পশ্চাৎ কতক বৎসর হইল এই নগর ভগ্ন হইয়াছে কিন্তু এ স্থান কাহারও কোন অত্যাচারে নষ্ট হয় নাই ফলিতার্থ যখন এ স্থানের রাজকীয় কর্ম্ম বেদনুর নগরে স্থাপিত হয় তৎকালে তন্নগরস্থ লোকেরাও তথা বাস করিল। আর যদ্যপি ইকরি নগরের রাজকীয় কর্ম্মাগার সকল বেদনুর নগরে আনীত হইল তথাপি মুদ্রালয়ে যে মুদ্রা প্রস্তুত হইত সে ঐ ইকরি নগরের রাজার নামে অঙ্কিত হইত। এ নগর হইতে অনাসরবলি পর্য্যন্ত এমত মরুভূমি যে তাহাতে গোচরণের ক্ষেত্রও নাই কিন্তু এই ইকরি নগরের নিকটে বরদা নদীর দক্ষিণ তীরে সাগরনামক নগরে যথেষ্ট বাণিজ্য হইয়া থাকে। ২৭॥

ইণ্ডোর॥ মালোয়া দেশে ও উজ্জয়িনীহইতে প্রায় ৩০ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগে ইণ্ডোরনামক হোলকরের রাজধানী এক নগর আছে এই হোলকরপরিবারের আদিপুরুষ মহ্লার রাও হোলকর সে প্রথমত পেশ্বার অধীন হইয়া খ্যাত্যাপন্ন হয় এবং তৎকালে সে শাহুজীমহারাজের মাতুল নারায়ণ বন্দের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল। পরে বালাজী ও বাজিরাওএর আজ্ঞানুসারে পানিপত স্থানে যুদ্ধে গমন করিয়া পলায়ন করিয়া

ছিল এই হোলকরের জীবদ্দশাতে তাহার পুত্র কাণ্ডিরাও ও তাহার দৌহিত্রী অহল্যা বাই এই উভয়ের মৃত্যু হইলে ঐ মহ্লাররাওএর স্ত্রী আপন স্বামীর ভ্রাতৃপুত্র তোকজী হোলকরকে রাজ্যের উত্তরাধিকারী করিল। ইং ১৭৯৭ বাং ১২০৪ শালে তোকজী হোলকরের মৃত্যু হইলে তাঁহার বিবাহিত স্ত্রীর গর্ভজাত দুই পুত্র কাশীরাও ও মলহররাও এবং তাহার উপ পত্নীজাত বেতালরাও ও যশোবন্তরাও হোলকর ইহারদিগের পরস্পরের বিবাদ হইলে দৌলত্‌রাও সিন্ধিয়া ইণ্ডোরের অধি কাংশ দেশ অধিকার করত মলহররাওকে নষ্ট করিলে যশো বন্তরাও হোলকর অন্যায় করিয়া অবশিষ্টাংশ গ্রহণ করিল কিন্তু ইং ১৮০৪ বাং ১২১১ শালে ইংলণ্ডীয়েরদিগের বোম্বের সৈন্যেরা আগমন করত তাহাকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া বেয়া নদী অবধি লাহোরপর্য্যন্ত পশ্চাৎ ধাবমান হইলেও ধৃত না হইয়া পলায়ন করিল। পরে বিবিধ প্রকারে দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া দূতদ্বারা লার্ড লেকের সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করিলে কলনেল মালকমকর্তৃক সন্ধি হইয়াছিল। ইণ্ডোর নগর বোম্বেহইতে ৪৩৬, ক্রোশ নাগপুরহইতে ৩৭১, এবং কলিকাতাহইতে ১০৩০ ক্রোশ অন্তর। ২৮॥

ইন্দোর॥ হয়দরাবাদে নিজামের রাজ্যে ইন্দোর নামে এক নগর আছে ইং ১৩০৭ শালে বাং ৭১৪ শালে যবন দিগের দক্ষিণ গমন এই নগর পর্য্যন্ত শেষ হইল অর্থাৎ ইহার দক্ষিণে আর গমন করে নাই। ২৯॥

ইন্দ্রপুর॥ সুমাত্রাউপদ্বীপের দক্ষিণ পশ্চিম দিগে ও বেনকুলেনহইতে ১০০ ক্রোশ উত্তর পশ্চিম দিগে ইন্দ্রপুর

নামক এক নগর আছে আর সে স্থানে যে এক নদী আছে সে কোরিঞ্চি পর্ব্বতহইতে নিম্নে পতিতা হইতেছে এ নদী সুমাত্রা উপদ্বীপের সমুদ্রের পশ্চিম তীরস্থ তাবৎ নদী অপেক্ষায় বড় এবং তাহাতে সুলুপ গমনাগমন করিতে পারে ইহা ভিন্ন এ স্থানে সমুদ্রের আর একটা সোঁতা আছে। পূর্ব্বে এই ইন্দ্রপুরে যথেষ্ট মরিচ জন্মিত এবং স্থানান্তরহইতে অনেক স্বর্ণ এখানে আনীত হইত ইং ১৬৮৪ বাং ১০৯১ শালে এ নগরে ইংলণ্ডীয়দিগের এক বাণিজ্যাগার স্থাপিত হইয়া কোন উপকার হয় নাই। ইং ১৬৯৮ বাং ১১০৫ শালে পাসাসি রাজা ওলন্দেজেরদিগের ক্ষমতাবলম্বনে এ স্থানের নৃপাসনাভিষিক্ত হইয়াছিল কিন্তু কিয়ৎকালানন্তরে তাহারদিগের সহিত বিরোধ হওয়াতে তত্রস্থ ইংলণ্ডীয়েরদিগকে খণ্ড ২ করণ পূর্ব্বক নষ্ট করিয়াছিল ও তাহাতে ঘোরতর যুদ্ধ হইলে লোকেরা বসতিত্যাগ করিল এবং রাজাকেও পলায়ন করিতে হইল। ইং ১৭০৫ বাং ১১১২ শালে এই রাজা পুনর্ব্বার রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া ইং ১৭৩২ বাং ১১৩৯ শালপর্য্যন্ত রাজ্য করিয়াছিল কিন্তু তথাপি নগরের উন্নতি হইল না ॥ ৩০ ॥

ইরাবতী ॥ ব্রহ্মরাজ্যে ইরাবতী নামে এক বৃহৎ নদী আছে ইহার জন্মস্থান ব্যক্ত নাই কিন্তু অনুমানদ্বারা বোধ হয় যে তিব্বত দেশের পূর্ব্বাংশহইতে আরম্ভ হইয়া প্রায় উত্তর ও দক্ষিণ দিগে গমন করিয়াছে এ নদী আঁবা দেশে বঙ্গ দেশীয় গঙ্গার ন্যায় প্রশস্তা আছে। ৩১ ॥

ইরোদু ॥ কৈম্বিটুর দেশে ও শ্রীরঙ্গপত্তনহইতে ১০৪ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগে ইরোদুনামক এক নগর আছে তন্মধ্যে

এক বৃহৎ মৃন্ময়দুর্গ পূর্ব্বকালে সৈন্যদ্বারা পরিপূর্ণ ছিল এবং হয়দরের রাজ্য কালে এ নগরের বহির্দ্দেশে ৩০০০ সহস্র গৃহ ছিল কিন্তু টিপুশাহের রাজ্যকালে তাহার তৃতীয়াংশের একাংশ ন্যূন হয় পরে জেনেরেল মেডোসকর্ত্তৃক এ নগর আক্রান্ত হইলে তাবৎ নষ্ট হইয়াছিল। ৩২ ॥

ইস্মা॥ উত্তর হিন্দুস্থান মধ্যে হিমালয় পর্ব্বত শ্রেণীর দক্ষিণ দিগে নেপালের গুড়খালি রাজার অধিকারে ইস্মা নামক এক ক্ষুদ্র স্থান আছে তাহার অভ্যন্তর স্থান অত্যল্প ব্যক্ত আছে। ৩৩॥

ইস্লামাবাদ॥ কাশ্মীর রাজ্যে কাশ্মীর নগরহইতে ২৬ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগে ও ঝাইলম নদীর উত্তর দিগে ইস্লামাবাদনামক এক বৃহৎ নগর আছে তথাকার পর্ব্বত সমূহের অপ্রশস্ত স্থানে এ নদী প্রবেশ করিয়াছে এবং তদুপরি কাষ্ঠের এক সেতু আছে সে দীর্ঘ প্রায় ১৬০ হস্ত পরিমাণ হইবেক।৩৪।

ইস্লামাবাদ॥ বঙ্গ দেশে চট্টগ্রামের রাজধানী ইস্লামাবাদনামক এক নগর আছে সে নগর চট্টগ্রামের নদীর পশ্চিম দিগে প্রায় ৮ ক্রোশ অন্তরে সমুদ্রে মিলিতা হইয়াছে ইহার নিকটবর্ত্তি গ্রামে তুলাদ্বারা এক প্রকার কেনবেস বস্ত্র প্রস্তুত হয় ও এতদ্দেশীয় কাষ্ঠদ্বারা বৃহৎ জাহাজ নির্ম্মাণ হইয়া থাকে। ৩৫ ॥

ইশ্বরদা॥ আজমের প্রদেশে রাজপুত রাজ্যমধ্যে প্রচীর ও খাত বেষ্টিত ইশ্বরদা নামক এক নগর আছে এ প্রদেশের মধ্যে সে এক সর্ব্বোৎকৃষ্ট নগর তথা জয়নগরের রাজার অধিকার। ৩৬।

উজ্জয়িনী অর্থাৎ উজান ॥ মালোয়া প্রদেশে সিন্ধিয়া মহারাষ্ট্রীয়ের অধিকারস্থ অতি প্রাচীন উজাননামক এক নগর আছে ইহার সংস্কৃত নাম উজ্জয়িনী ও অবন্তী এ স্থানে ১০। ১২ হস্তমৃত্তিকা খনন করিলে প্রস্তরময় স্তম্ভ ও ইষ্টকের প্রাচীর ও কঠিন কাষ্ঠ ও নানা প্রকার তৈজস পাত্র এবং প্রাচীন মুদ্রা উত্থিতা হয় ইহার দক্ষিণ দিগে প্রায় এক ক্রোশান্তরে নব্য উজান নামক নগর তথা রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজ্য কালে যথেষ্ট বিদ্যার চর্চা ছিল আর এই দুই ভিন্ন আধুনিক যে উজান নগর সে চতুষ্কোণ ও প্রায় ৬ ক্রোশ পরিমাণ, তাহার চতুঃপার্শ্বে প্রস্তরময় প্রাচীর ও স্থানে ২ মন্দিরবৎ বৃহদ্গৃহদ্বারা বেষ্টিত আছে তন্মধ্যে অধিকাংশ যবন জাতির বসতি ও বহু ইষ্টকালয় ও কাষ্ঠ নির্ম্মিত গৃহ এবং অল্পাংশ মরুভূমি আছে আর হট্টের চতুর্দ্দিকে দুইতালা গৃহদ্বারা বেষ্টিত চারি প্রসিদ্ধ যাবনিক দেবালয় তদ্ভিন্ন নানা হিন্দু দেবালয় ও সিন্ধিয়া রাজার রাজগৃহ আছে এ নগরের দক্ষিণ দিগের প্রাচীর জয়নগরের রাজার নির্ম্মিত তৎপ্রযুক্ত তথা জয়সিংহপুর নাম ব্যক্ত হইয়াছে। অপর সুরাষ্ট্রহইতে এ স্থানে ইউরোপীয় ও চীন দেশীয় দ্রব্য আসিয়া অল্প মূল্যে বিক্রয় হয় এবং এ স্থানে সিপ্রা নামে নদী তীরে এক বিল মধ্যে স্তম্ভদ্বারা রক্ষিত রাজা বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা রাজা ভর্ত্তৃহরির পুরী তাহার প্রাচীরে স্ত্রী ও পুরুষের মূর্ত্তি আছে এবং এই গহ্বর তাহার বর্ত্তমান কালে কাশী ও হরিদ্বার পর্য্যন্ত দীর্ঘ ছিল এই রাজা রাজকর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক এই স্থানে অজ্ঞাত বাস করিয়াছিলেন। ইং ১৮০৪ বাং ১১১২ শালে ইংলণ্ডীয়েরা উজান নগরে আগমনপূর্ব্বক তথাকার পথি মধ্যে লোকের অনাহারপ্রযুক্ত

মৃত্যু দৃষ্ট হওয়াতে জিজ্ঞাসা করিলে ইহার বিশেষ অবগত হন নাই। এ নগরে ১০০৮ বাং ৪১৫ শালে হিন্দু জাতির রাজ্য হইয়া পুনর্ব্বার প্রায় ইং ১২৩০ বাং ৬৩৭ শালে প্রথম যবনাধিকার হইল কিন্তু রাজা জয়সিংহ মহম্মদশাহ্ বাদশাহের অধীন হইয়া এ নগর ও ইহার তাবৎ রাজ্য অধিকার করিলে তাহার অল্পকালানন্তরে মহারাষ্ট্রীয়েরদের অধিকার হইয়া সিন্ধিয়ারা চারি পুরুষ পর্য্যন্ত রাজ্য করিয়াছিল অর্থাৎ প্রথমতঃ জয়াপা সিন্ধিয়া নামক এক মহারাষ্ট্রীয় বাজিরাও পেশ্বার নানা প্রকার সৈন্যাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইয়া পরে লোকান্তর হইলে তৎপুত্র জঙ্কজী সেই পদপ্রাপ্ত হইয়া পানিপতের যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিল ইহার খুড়া বালাজী উত্তরাধিকারপূর্ব্বক কালে পরলোক প্রাপ্ত হওয়াতে ইহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দৌলতরাও ও আনন্দরাওএর পিতা কেদারজী সে আপন ভ্রাতা মাধবজীকর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়াছিল এবং পানিপতের যুদ্ধকালে মাধবজী এক পদহীন হইয়া ও অনেক যুদ্ধ করত মহারাষ্ট্রীয়দিগকে ভরসা দিয়াছিল পরে আপন সৈন্যগণকে ইউরোপীয়দিগের যুদ্ধ রীতি শিক্ষা করাইয়া প্রধান হিন্দুস্থানের অনেক স্থান জয় করত বঙ্গ দেশে রনিকট পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া ইং ১৭৯৪ বাং ১২০১ শালে লোকান্তরগত হইল ও এই মাধবজীর উত্তরাধিকারী কেহ না থাকাতে তাহার ভ্রাতৃপুত্র দৌলতরাও সিন্ধিয়া রাজ্যাধিকারপূর্ব্বক কএক বৎসর পর্য্যন্ত ভিন্নাধিকারস্থ সীমা ক্রমশঃ আক্রমণ করিয়া ইং ১৮০৩ বাং ১২১০ শালে ইংলণ্ডীয়েরদের সহিত স্ববল পরীক্ষার উপক্রম করাতে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে জেনেরেল ওএলিসলি ও জেনেরেল লেকহইতে ভীত হইয়া এই বৎসরে

সন্ধিদ্বারা গঙ্গা ও যমুনা তীরস্থ স্থানের ও জয়নগরের ও যোধ পুরের ও গোহদেররাণার তাবৎ স্থান ইংলণ্ডীয়দিগকে অর্পণ করিল, এবং ইংলণ্ডীয়েরাও সিন্ধিয়া রাজ্যের কোন ২ ব্যক্তির ভরণ পোষণার্থে প্রতি বৎসর ১৭০০০০ টাকা দিতে স্বীকৃত হই য়াছিল। ইং ১৮০৪ বাং ১২১১ শালে করনেল মাল কম কর্তৃক দ্বিতীয়বার সন্ধিতে সিন্ধিয়া রাজ্য রক্ষার্থে ইংলণ্ডীয় ৬০০০ সহস্র পদাতিক সৈন্য ঐ রাজ্যসম্মুখের এক স্থানে থাকিয়া দৌলত রাও সিন্ধিয়ার রাজ্যোপস্বত্ব ভোগ করিবে আর ঐ সিন্ধিয়ারা ভিন্ন রাজ্যে কোন দৌরাত্ম্য না করে এমত স্থির হইয়াছিল ও এই অবধি ক্রমাগত ইহারদিগের রাজত্ব হইয়াছে। ৩৭॥

উড়িস্যা॥ দক্ষিণ দেশে উড়িস্যা নামে এক বৃহৎ দেশ আছে, ইহার উত্তর দিগে বঙ্গ দেশ, দক্ষিণ দিগে গোদাবরী নদী, পূর্ব্ব দিগে বঙ্গদেশীয় সমুদ্রের মোহনা, এবং পশ্চিম দিগে গণ্ডও য়ানা দেশ, এই উড়িস্যা উত্তরপূর্ব্বাবধিদীর্ঘ ৫৩০ ক্রোশ ও প্রস্থ ৯০ ক্রোশ, ইহার অভ্যন্তর স্থানে নানা বন ও ক্ষুদ্র ২ পর্ব্বত আছে, তথা লোকালয় নাই আর জল অতিগভীর তৎপ্রযুক্ত গমনা গমনের কোন পথ নাই এবং সে জল ও বায়ু অতিশয় পীড়া দায়ক হয়। ইং ১৭৫৪, বাং ১১৬১, শালে ফ্রান্সদিগের হিন্দু স্থানান্তর্গত উত্তর সরকার নামক স্থানাধিকার কালে মহারাষ্ট্রীয় এক দল সৈন্য এই পর্ব্বত সমীপে আগমন করিলে পর্ব্বতীয় পীড়া কর বায়ু দ্বারা অর্দ্ধেকের অধিক সৈন্য নষ্ট হওয়াতে অবশিষ্ট সৈন্যেরা এ পথ পরিত্যাগ করিয়া অনেক ভ্রমণ পূর্ব্বক গোদাবরী নদীর দক্ষিণ দিগ দিয়া গমন করিয়াছিল। এ দেশের প্রধান নদী

গোদাবরী, বৈতরণী, মহানদী, ও সুবর্ণরেখা তদ্ভিন্ন পর্ব্বতে নানা ক্ষুদ্র নদীও আছে, ইহার পশ্চাৎ দিগে ইংলণ্ডীয়দিগের রাজ্য ছিল, এই উড়িস্যাতে কেবল উড়িয়া জাতির বসতি, আর তাহার দিগের মধ্যে এক প্রকার জাতি আছে, তাহারা সাহসী ও ভয়ানক মূর্ত্তিবিশিষ্ট, এবং ধনুর্ব্বাণ ও অনাবৃত-অসিধারণ পূর্ব্বক কালযাপন করে, কিন্তু ইংলণ্ডীয়ের অধিকারস্থ উড়িয়ারা অন্য দেশীয় হিন্দুর সহিত কেবল কোনং ব্যবহারে অনৈক্য আছে নতুবা শাস্ত্রানুশীলন ও ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রভৃতি তাহারদিগের ন্যায়। উড়িস্যা দেশীয় লোক সমূহের অক্ষর ও ভাষা স্বতন্ত্র এবং ইহার যে স্থানের নাম পুরাণে উৎকল ব্যক্ত আছে. তথা কাল নামে মহাবল পরাক্রান্ত জাতিরা বাস করিত, পরে মাগধী কর্ণ রাজা ইহারদিগকে বহিস্কৃত কয়িয়াছিলেন, ও ইদানীন্তন হিন্দু রাজবংশোদ্ভব গুজপতি জাতির অধিকার হইয়াছিল। ইং ১৫৯২ বাং ৯৯৯ শালে অকবর শাহের বঙ্গ দেশীয় সুবেদার রাজা মানসিংহ তাহারদিগকে পরাভূত করিয়া তমলুক অবধি বৃহৎ গঙ্গা ও গোদাবরী পর্য্যন্ত বঙ্গ দেশের রাজ্যাধীন করিয়া ছিল, বোধ হয় যে এ দেশে কখন সম্পূর্ণ রূপে জবনাধিকার হয় নাই, ও জবন জাতির অত্যল্প বসতি আছে, এবং এই দেশে হিন্দুদিগের ধর্ম্ম প্রচরদ্রূপ আছে, উড়িস্যার জগন্নাথ দেবের মন্দির অতিপ্রাচীন তৎপ্রযুক্ত সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ, এ স্থানে প্রতিবৎসর অসংখ্যক তীর্থ যাত্রিরা আগমন করে। অপর অকবর বাদশাহের রাজ্য কালে আফগানেরা বঙ্গদেশহইতে উড়িস্যা দেশে আগমন পূর্ব্বক ইহার বাণিজ্য স্থানের ও উর্ব্বর ভূমির কিয়দংশ এবং জগন্নাথের মন্দির কএক বৎসর পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া ছিল। ৩৮॥

উদয়নালা ॥ বঙ্গদেশে রাজমহল সম্মুক্ত ও মুরশিদাবাদহইতে ৬২ ক্রোশ উত্তর পশ্চিম দিগে উদয়নালা নামক এক নগর আছে। ইং ১৭৬৪ বাং ১১৭১ শালে মেজর আদমের অল্প সৈন্যেরা মীর কাসিমের সৈন্য সহিত যুদ্ধে জয়ী হওয়াতে এই নগর প্রসিদ্ধ হইয়াছে, ও এ নগরে শাহজাঁহান বাদশাহের দ্বিতীয় পুত্র শাহশুজাকর্ত্তৃক জাবনিক রীত্যনুসারে নির্ম্মিত অত্যুৎকৃষ্ট এক সেতু আছে। ৩৯।

উদয়পুর ॥ আজমের প্রদেশে বন্নাস নদীর দক্ষিণ দিগে পর্ব্বতোপরি উদয়পুর নামক এক নগর আছে, তথা গমনের তিন পথ আছে, তাহার এক পথে শকট গমনাগমন করে, অন্য দুই পথে কেবল এক ঘোটক গমন করিতে পারে, ইহার নিকটে অথচ পর্ব্বতের নিম্নভাগে অল্প মৃত্তিকা খননে কূপ হয়, আর তাহাতে যে পর্ব্বতীয় জল নিঃসৃত হয়, তদ্দ্বারা আকরীয় দ্রব্য কণা নিঃসরণ হয়। উদয়পুরের রাণা অর্থাৎ রাজা তাবৎ রাজপুত জাতির শ্রেষ্ঠ এমত ব্যক্ত আছে, কিন্তু ঐশ্বর্য্য বিষয়ে জয়নগর ও যোধপুরের রাজাদিগের অপেক্ষায় ন্যূন হইবেক। জবনেরা উদয়পুরের এই নৃপকুলোদ্ভবেরদিগকে অতিশয় মান্য করে, যেহেতুক জাবনিক পুস্তকে লেখে, যে মহম্মদের জন্ম হইলে এই রাজা পারস্য দেশীয় নওসেরওয়ান বাদশাহের বংশীয় স্ত্রীর গর্ব্ভোদ্ভব। ইং ১৮০৭ বাং ১২১৪ শালে জয়নগর ও যোধপুরের রাজারা উভয়ে পরস্পর উদয়পুরের রাজকন্যার বিবাহে প্রতিজ্ঞা করত যুদ্ধ উপস্থিত করিয়াছিল, ইত্যবসরে মহারাষ্ট্রীয়েরা দস্যুবৃত্তিদ্বারা এ স্থানের অনেক ধনাপহরণ করিল। ৪০॥

উনাই ॥ গুজরাট প্রদেশে গুইকুয়ার সম্পৃক্ত উনাই নামক এক ক্ষুদ্র গ্রাম আছে, সে সৌরাষ্ট্রহইতে ৫০ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগে, এই গ্রামে শ্রীরামচন্দ্রের কৃত এক কূপ আছে তাহার জল উষ্ণও তাহার মাহাত্ম্যাধিক্যহেতুক তীর্থযাত্রিরা এ স্থানে আগমন করিয়া থাকে। ৪১ ॥

উনিয়ারা ॥ আজিমের রাজ্যে উনিয়ারা নামক রাজ পুত জাতির এক নগর আছে, সে অতি বৃহৎ এবং তচ্চতুঃপার্শ্ব মৃন্ময় প্রাচীর ও স্থানে ২ প্রস্তর প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত এবং রাজ গৃহও প্রস্তর প্রাচীর ও এক নালা দ্বারা বেষ্টিত আছে, এই স্থানের রাজা জয়নগরের রাজার জ্ঞাতি ও তৎপরিবারহইতে ভরণ পোষণ হয়। ৪২ ॥

একদেলা ॥ বঙ্গ দেশে ঢাকা জালালপুর সম্পৃক্ত এক দেলা নামক নগর ও তাহার দুর্গ বঙ্গবিবরণে সচরাচর ব্যক্ত আছে, কিন্তু এইক্ষণে এ নগরের কোন চিহ্নও নাই, ইহার চতুর্দিগস্থ গ্রাম নিম্ন ভূমিপ্রযুক্ত সমুদয় জলমগ্ন হয়, পূর্ব্বকালে অর্থাৎ ইং ১৩৫৩ বাং ৭৬০ শালে বঙ্গদেশের দ্বিতীয় স্বাধীন বাদশাহ এলাইএসখাঁর রাজ্য ফীরোজশাহকর্তৃক আ ক্রান্ত হইলে, তিনি এই নগরে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ ফীরোজশাহ এই দুর্গও আক্রমণ করিলে এ স্থানের লোকেরা ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়াছিল। পরে বর্ষাকালারম্ভে তাবত্ স্থান জলমগ্ন হওয়াতে এই আক্রমণকারিব্যক্তিকে দিল্লীনগরের প্রতি গমন করিতে হইল, এবং সোলতান সৈয্যদ হোসন নামক বঙ্গ দেশীয় বাদশাহ ইং ১৪৯৯ বাং ৯০৬ শাল অবধি ইং ১৫ ২০ বাং ৯২৭ শাল পর্য্যন্ত এ নগরে বাস করিয়াছিল। ৪৩॥

এটোয়া ॥ আগরা প্রদেশে আগরা নগরের দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগে ৭০ ক্রোশান্তরে ও যমুনা নদীর নিকটস্থ পর্ব্বতোপরি এটোয়া নামক এক নগর আছে, সে এক গভীর নিম্ন ভূমি দ্বারা অন্যোন্য পর্ব্বত শ্রেণিহইতে পৃথক্ হইয়াছে, এ স্থানের নদীর পরিসর অধিক তাহাতে বালুকা ময় উপদ্বীপ আছে, বর্ষাকালে সে স্থান জলে মগ্ন হয় এবং গ্রীষ্মকালে এই এটোয়া স্থানের নদী তীর জল হইতে প্রায় ৪০ হস্ত উচ্চ বোধ হয়। ৪৪ ॥

এলিচপুর ॥ বেরার দেশে এলিচপুর নামক গণ্ডওয়ানা রাজ্যের নিকট এক প্রধান রাজধানী নগর কিছুকাল হইল নাগপূরের রাজধানী হইয়াছে, ইং ১২৯৪ বাং ৭০১ শালে আলাউদ্দীনের অধীন জবনকর্ত্তৃক এ নগর প্রথম অধিকৃত হইয়া পরে নিজামের রাজ্য ভুক্ত হইয়াছিল। ৪৫ ॥

এলোর ॥ উত্তর সরকারে এলোর নামক এক স্থান আছে, কৃষ্ণা ও গোদাবরীরমধ্যবর্ত্তি তাবৎ স্থানে এলোর ও কান্দাপিলি এই উভয় স্থান দ্বারা ব্যাপ্ত আছে, ইহার সমুদ্রদিগে মাশুলিপাটম সংক্রান্ত স্থান এবং পশ্চিম দিগে কমিম দেশ ও কোলারনামক ঝিল আছে, ঐ উভয় নদীরবন্যা দ্বারা এই ঝিলের সৃষ্টি হয়. তদ্ভিন্ন ইহার উত্তর দিগে পর্ব্বতীয় স্থান আছে, এই এলোরের পরিমাণ অনুমান ২,৭০০ ক্রোশ, ইহার প্রধান নগর এলোর, কোলার কোটা ও গণ্ডগলি নগর। ৪৬ ॥

এলোরা ॥ আওরঙ্গাবাদ ও দৌলতাবাদের সন্নিহিত এলোরা নামক এক নগর তথা বেরুল নামে ব্যক্ত আছে, ইহার এক ক্রোশ পূর্ব্বদিগে নানা মন্দিরে দেবমূর্ত্তি আছে, সে হিন্দুস্থানের তাবৎ মূর্ত্তি অপেক্ষায় সুগঠন, অপর এ স্থানের বিশেষ

বৃত্তান্ত আসিয়াটীক পুস্তকে বাহুল্য রূপ আছে, তথাকার ব্রাহ্ম ণেরা কহে, যে ৭৯১৪ বৎসর হইল, এলিচপুরের রাজা ইলু কর্তৃক এতাবৎ নির্ম্মিত হইয়াছে, এবং দেওঘর কিম্বা তাগরা অর্থাৎ আধুনিক দৌলতাবাদ, পূর্ব্ব কালে হিন্দুরাজার অধীন ছিল, এই এলোর নগর ইহার নিকটবর্ত্তিত্ব প্রযুক্ত ইং ১২৯৩ বাং ৭০০ শালে জবনাধিকারের প্রাক্ কালে কোন হিন্দু রাজার অধীন ছিল। ৪৭।

কগ্গর ॥ দিল্লীর উত্তর দিগে কগ্গরনদী আরম্ভ হইয়া বেটী নগরদিয়া আজমের দেশে গমনপূর্ব্বক বাটনিয়ার স্থানের পশ্চিম দিগে বালুকাভূমিতে পরিশেষ হইয়াছে, এবং ব্যক্ত আছে, যে এই নদী পূর্ব্বকালে ফীরোজপুরের নিকট শতদ্রুনদীর সহিত যুক্তা ছিল, অপর ইহার জলবৃদ্ধিকালে বন্যা হইয়া তীরস্থ ভূমির উপকার করে। ৪৮॥

কঙ্কর ॥ গণ্ডওয়ানা রাজ্যে এক উচ্চ পর্ব্বত ও মহা নদীর দক্ষিণ তীরস্থ স্থান এই উভয় স্থানের মধ্যে কঙ্করনামক এক নগর নানা পর্ব্বত ও বন দ্বারা বেষ্টিত, সে গোঁদ জাতির বসতিস্থান, এবং পূর্ব্বোক্ত পর্ব্বতে দুই অগ্নিযন্ত্র অর্থাৎ কামান আছে, এই নগর রত্নপুরহইতে ১০৫ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমবর্ত্তী, ও এই নগরে গমনে এক উচ্চ পর্ব্বত দিয়া পথ আছে। ৪৯॥

কচ ॥ হিন্দুস্থানের দক্ষিণ পশ্চিম সীমাবর্ত্তী কচনামক এক দেশ, ইহার উত্তর দিগে বালুকাময় ভূমি, ও সিন্ধিয়ার প্রদেশ, দক্ষিণ দিগে কচদেশীয় এক মোহনা, পূর্ব্বদিগে গুজরাট, পশ্চিম দিগে সিন্ধু নদীর শাখাদ্বারা টাটা দেশ পৃথক্ হইয়াছে, গুজরাটের পশ্চিম দিগে কচ নামক আর এক বৃহৎ রাজ্য আছে,

তাহার দীর্ঘতা ২৫০ ও প্রস্থতা ১০০ ক্রোশ হইবেক, অপর পূর্ব্বোক্ত কচ দেশের পশ্চিম ভাগে উত্তম ঘোটক জন্মে, সে বোধ হয় আরব্য ঘোটকের জারজ হইবেক, তদ্ভিন্ন সে স্থানে উষ্ট্র ও ছাগ অতিপ্রসিদ্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু মরুভূমি প্রযুক্ত কোন শস্য জন্মে না, ইহারি পার্শ্ব স্থান ব্যক্ত নাই, আর সমুদ্রহইতে দূরবর্ত্তী মন্দি ও মান্দারিনামক দুই বাণিজ্যঘাট ইংলণ্ডীয়েরা অবগত আছেন, তথাহইতে বোম্বে দেশে তুলা ও ঘৃত ও অন্যং শস্য এবং সিন্ধু দেশেও তুলা ও নস্য ও অগঠিত লৌহ এবং আলুনামক আরব্য সুগন্ধিদ্রব্য বিশেষ প্রেরিত হইত, কচদেশের রাজধানীর নাম তাহিজ, তাহাতে ঝাড়া ও কঙ্কত এই দুই কঠিন দুর্গ আছে, মোহনার দক্ষিণ দিগে শঙ্গনিয়ান নামক এক জাতি দস্যু আছে, তাহারা পারস্য মোহনার পশ্চিম পর্য্যন্ত ধাবমান হইয়া বাণিজ্যজাহাজ প্রতি আক্রমণ করিত, এবং তথা কাবা নামক এক হিন্দু দস্যু দলের বসতি এবং জাবনিক ধর্ম্মাক্রান্ত ক্ষত্রিয় এক জাতি আছে, কিন্তু হিন্দুজাতি এস্থানে অত্যল্প বাস করে, গুজরাটে ও এই স্থানে এবং অন্য২ স্থানে বর্ণ সঙ্কর হইয়াছে, তন্মধ্যে অনেক ক্ষত্রিয় আছে, কিন্তু তাহারা দুগ্ধের ব্যবসায় করে, অপর ফতে মহম্মদনামক কচ নগরের ভূম্যধিকারী স্বক্ষমতারক্ষার্থে সিন্ধিয়ার প্রধান জনগণহইতে সাহায্য প্রার্থনা করিলে তাহারা এই উপকারের প্রত্যুপকারস্বরূপ লকপত বন্দর নামক নগর গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিল। ৫০ ॥

কটক ॥ উড়িস্যা দেশে কটক নামে এক বৃহৎ রাজ্য আছে। ইহার দীর্ঘতা ১৫০ ও প্রস্থতা ৬০ ক্রোশ হইবেক, ইহার উত্তর সীমা মেদিনীপুর ও ময়ূরভঞ্জ, দক্ষিণ দিগে সরকার

পূর্ব্ব দিকে বঙ্গ দেশ এবং পশ্চিম দিগে উড়িস্যার যে কএক ক্ষুদ্র গ্রাম, তন্মধ্যে গেয়স্তি ও বামরির মধ্য স্থলে অনেক তন্তুবায় আছে, তাহারা প্রায় তাবতে উষ্ণীষযোগ্য ও অন্য ব্যবহার্য্য বস্ত্র প্রস্তুত করে, এবং আরিকপূর অবধি কটক পর্য্যন্ত উর্ব্বরা ভূমি কিন্তু স্থানে২ বন ও পতিত ভূমি আছে, অপর এই রাজ্য দিয়া মহানদী ও বনিনদী ও তাহার শাখা গমন করিয়াছে, এবং নানা ঝিল আছে তৎপ্রযুক্ত জল কষ্ট নাই, অল্পকাল হইল মহারাষ্ট্রীয়েরদিগের অরাজকতাপ্রযুক্ত লোকের কষ্ট হইয়া ছিল,। ইং ১৮০৩ বাং ১২১০ শালে নাগপুরের মহারাষ্ট্রীয় রাজা কটক রাজ্য ইংলণ্ডীয়গণকে অর্পণ করেন, তৎকালে মার কুইস ওএলিসলি এতদ্দেশীয় রাজকর্ম্মী ছিলেন, পরে ঐ রাজ্য দুই খণ্ডে বিভক্ত হইল অর্থাৎ উত্তর দিগে বালেশ্বর ও দক্ষিণ দিগে শ্রীশ্রী জগন্নাথ ক্ষেত্র। এই সময়ে এই রাজ্যে ১২০০০০০ লোক ছিল, তন্মধ্যে অধিকাংশ হিন্দুজাতি, ও এই দেশে কদাচ প্রকৃতরূপে জবনাধিকার হয় নাই। ৫১ ॥

কড়া ॥ আলাহাবাদ অর্থাৎ প্রয়াগ প্রদেশে গঙ্গার দক্ষিণ পশ্চিম দিগে ও গঙ্গাতীরে প্রায় এক ক্রোশ দীর্ঘ কড়া নামক এক নগর আছে, এই নগর আলাহাবাদহইতে ১৫ ক্রোশ উত্তর পশ্চিমবর্ত্তী, ইহাতে এক প্রাচীন দুর্গ আছে, সে ক্রমে দুরবস্থাপ্রাপ্ত হইয়াছে, আর এক নূতন অপ্রস্তুত দুর্গে প্রস্তর নির্ম্মিত এক দ্বার আছে। ঐ নগরে অনেক দেবালয়ও আছে তন্মধ্যে এক মন্দিরে বৃহৎ শিবমূর্ত্তি ও তাহার সম্মুখে এক বৃষ মূর্ত্তি আছে,। অপর অকবরশাহ বাদশাহ এই নগরের রাজ্য কর্ম্ম আলাহাবাদে স্থাপিত করিয়াছিলেন, তন্নিমিত্তে যে ইহার হ্রাস হইয়াছে এমত নহে, কিন্তু ব্যক্ত আছে যে অযোধ্যার

সুবেদার অর্থাৎ লক্ষ্ণৌয়ের নবাব আসফউদ্দৌলা এ নগরের নানা গৃহ ভঞ্জন পুর্ব্বক তাহার প্রস্তর লক্ষ্ণৌনগরে লইয়া আপন গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন, সে প্রায় এই নগরহইতে ৯৩ ক্রোশ অন্তর হইবেক। ৫২।

কতদেন॥ সিন্ধু রাজ্যে হয়দরাবাদের পথ দিয়া গম্য লকপতবন্দরের রাজধানী কতদেননামক এক ক্ষুদ্র নগর আছে, তথা লোক বসতি অল্প এবং সেই নগরের ও লকপত বন্দরের মধ্যস্থলে এক ভূমি আছে তথা শুষ্ক কালে উত্তম পথ হয়, কিন্তু বর্ষাকালে জলে মগ্ন হইয়া গমনাগমন রুদ্ধ হয়।৫৩।

কতবদা॥ বঙ্গ দেশের চট্টগ্রামের নিকট কতবদী নামক এক উপদ্বীপ আছে, ইহার দীর্ঘতা ১৩ ক্রোশ ও প্রস্থতা প্রায় ৪ ক্রোশ পরিমাণ হইবেক, এই উপদ্বীপ এক ক্ষুদ্র ঝিল দ্বারা বঙ্গ দেশহইতে পৃথক্ আছে, ইহার সমুদ্র তীরে উত্তম শামুক জন্মে সে ঢাকা নগরে ও কলিকাতাতে বিক্রয়ার্থে প্রেরিত হয়। ৫৪ ॥

কতিরা॥ দিল্লী রাজ্যে বরেলিহইতে ৪০ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগে কতিরা নামক এক বৃহৎ নগর ইদানীং দুর বস্থাপ্রাপ্ত হইয়াছে, ঐ স্থানে বসতির ন্যূনতা বোধ হয়।, ইং ১৭৭৪ বাং ১১৮১ শালে নবাব শুজাউদ্দৌলা এই স্থানে ইংলণ্ডীয়েরদিগের সৈন্যের সহায়তা দ্বারা রোহেলারদিগকে ঘোরতর যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া রোহেলখণ্ডের উত্তর লালডাং পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন, এবং এই যুদ্ধে হাফেজ রহমত নামক রোহিলার সৈন্যাধ্যক্ষের মৃত্যু হয়। ৫৫ ॥

কর্নি ॥ দিল্লী প্রদেশে সরহিন্দের সম্পৃক্ত কর্নিনামে এক নগর আছে, তাহার চতুর্দ্দিগে প্রায় ১৮ হস্ত পরিমাণ ঊর্দ্ধ অপক্ক প্রাচীর, সে প্রায় ১০ হস্ত গভীর এক নালাদ্বারা বেষ্টিত আছে, ইং ১৮০৯ বাং ১২১৬ শালে ইংলণ্ডীয়েরা অবলীলাক্রমে তাহার তাবৎ জল শুষ্ক করিয়াছিল। ৫৬।

কর্মলা ॥ এই নদী আফগানস্থানে, আরম্ভ হইয়া গজনেনের পশ্চিম দিগে পর্ব্বতদিয়া, পরে প্রায় ১৯০ ক্রোশ ঘুরিয়া সিন্ধু নদীতে মিলিয়াছে।৫৭॥

কমলা ॥ দক্ষিণ কর্ণাটে মাঙ্গলূরহইতে ২৫ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগে কমলা নামে এক দুর্গ ও নগর এক উচ্চ লবনাম্বু মোহনার উপর স্থাপিত আছে, এবং এই নগর মধ্যে মপলে মিউকিউস ও মোগেয়ার ও খৃষ্ঠানিস জাতির বসতি এবং ইহার মধ্য স্থানে ব্রাহ্মণ জাতি আছে। ৫৮।

কমিল্লা ॥ বঙ্গ দেশে ত্রিপুরার রাজরানী কমিল্লা নামে এক নগর আছে এ নগর ঢাকাহইতে ১০ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্ব।

কমুলা ॥ আগরা প্রদেশে আলিগড়ের সম্পৃক্ত কোন ভূস্বামীর অধীন কমুলানামে অপক্ক এক দুর্গ আছে, এই দুর্গ অনেক কঠিন দুর্গাপেক্ষায় উত্তম, যেহেতুক এ স্থানে কোন শত্রু আক্রমণ করিলেতাহারদিগের বহু প্রাণি হানি হইবার সম্ভাবনা, অপর উক্ত ভূস্বামীর কুব্যবহার প্রযুক্ত ইংলণ্ডীয়েরদিগের বহু সৈন্য এ স্থানে বেষ্টিত হইয়া ইং ১৮০৭ বাং ১২১৪ শালে ইহার এক পার্শ্ব ভগ্ন করিয়া পরে ঘোরতর যুদ্ধ হওয়াতে ঐ দুর্গস্থ অনেক লোক হত হইল, আর অনেকে পলায়ন করিল। ৫৯॥

কয়লি॥ কয়লি নামে নদী মগধ দেশে অর্থাৎ বাহার প্রদেশে ছোট নাগপুরের সম্মুখে আরম্ভ হইয়া গাংপুর ও কুঞ্জিউর দিয়া পরে ২৭০ ক্রোশ ঘুরিয়া বঙ্গ দেশের মোহনাতে পতিতা হইতেছে। ৬০॥

করকপুর॥ বাহার রাজ্যে মুঙ্গেরের সংযুক্ত করকপুর নামক এক নগর, এই নগর প্পাটনা হইতে ৮৩ ক্রোশ পূর্ব্ব দক্ষিণ বর্ত্তী, ইহাঁর উত্তর পশ্চিম দিগে পর্ব্বতীয় দেশ তথা অনেক উষ্ণ জলযুক্ত কূপ আছে। ৬১॥

করগ্রাম॥ গণ্ডওয়ানা দেশে রত্নপুর হইতে ৬৪ ক্রোশ উত্তর দিগে গোঁদ জাতির রাজধানী করগ্রাম নামে এক নগর, ইহার কএক ক্রোশ দক্ষিণ দিগে রৌপ্যময় কিম্বা তাম্রময় মুদ্রা চলন ছিলনা, লোকেরা কেবল বরাটীকা ব্যবহার করিত। ৬২॥

করদা॥ গুজরাট দেশের উত্তর পশ্চিম সম্মুখ স্থানের নিকট থিরাদ হইতে তিন ক্রোশ দক্ষিণ দিগে করদা নামে এক নগর আছে, ও ঐ থিরাদের দক্ষিণ দিগ দিয়া গমন করিলে বনময় দৃষ্ট হয় তৎপরে এ নগরে পরিবৃত আছে, কিন্তু বালুকা ও মরু ভূমি এবং স্থানে ২ বন, আর ইহার তারৎ স্থানে জলকষ্ট আছে। ৬৩॥

কর্ণাট॥ এই বৃহৎ দেশ ইংলণ্ডীয়গণকর্ত্তৃক কর্ণাটীক নামে কথিত আছে, এবং পূর্ব্বকালে এ দেশ আড়কটী নবাবের রাজ্য ছিল, ইহার উত্তর সীমা দক্ষিণ গুণ্টুর সরকার নামক স্থান, তথা গাণ্ডিজামা নামক এক ক্ষুদ্র নদী সে মুক্তাবলি স্থানের সমুদ্রে পতিতা হইতেছে, ও ৫৬০ ক্রোশ দীর্ঘ হইয়া কুমারি অন্তরী পের দক্ষিণে মিলিতা হইয়াছে, আর কোডলুর নদীর দক্ষিণে

যে দেশ আছে, তাহার নাম দক্ষিণ কর্ণাট। পানার নদী অবধি গাণ্ডিজমা ও গুণ্টুর সরকার পর্য্যন্ত উত্তর কর্ণাটের সীমা, এবং কোড়লূর অবধি পানার নদী পর্য্যন্ত কর্ণাটের মধ্য স্থল, ইহাতে অধিকাংশ হিন্দু জাতি ও জবন জাতি ও আছে, কিন্তু নগর মধ্যে তাহারদিগের স্থানে ২ বসতি, কেবল নবাবের অধিকারে জবন জাতি অধিক আছে, কর্ণাটের নিম্ন ভাগে অনেক ব্রাহ্মণ জাতি আছেন, তাঁহারা নানাব্যবসা করেন, ও তাহারদিগের সচরাচর নস্য ব্যবহার আছে, কিন্তু হুকা অনেকে অবগত নহেন, কেবল জবনেরা হুকা ব্যবহার করে, ব্রাহ্মণেরা সে ব্যবহার করিলে জাতি ভ্রষ্ট হয়েন। কোড়লূর নদী ও পানার নদীর তীরস্থ কর্ণাটে যে বস্ত্র জন্মে, সে মান্দরাজে প্রেরিত হয়, কিন্তু তথা হইতে এ প্রদেশে অত্যল্প বাণিজ্য দ্রব্য আসিয়া থাকে, অপর ভারতবর্ষস্থ তাবৎ দেশাপেক্ষায় কর্ণাট অতিশয় উষ্ণ দেশ, কেবল সমুদ্রের বায়ু ও বর্ষা হেতুক উষ্ণতার অল্পতা হইবাতে শস্য জন্মে, কিন্তু ইহার অধিকাংশ বালুকাময় মরুভূমিপ্রযুক্ত বহুযত্নে জললাভ হয়, দক্ষিণ দেশ ও বঙ্গ দেশাপেক্ষায় কর্ণাটে মহামারী ও দুর্ভিক্ষ্য সর্ব্বদা হয়, ইংলণ্ডীয়েরদিগের অধিকারের পূর্ব্ব কালে এই দেশে নানা ক্ষুদ্র রাজার অধিকার হইবাতে বহু অংশে বিভাগ হইয়াছিল, ইং ১৩১০ বাং ৭১৭ শালে দিল্লীর আলালাদ্দীন বাদশাহের রাজত্ব কালে জবনেরা কর্ণাটে আগমন পূর্ব্বক বল্লালদেব নামক রাজাকে জয় করিয়াছিল, তৎপরে দক্ষিণ দেশীয় বাদশাহকে করদিয়া মোগল বাদশাহকে ও কর দিয়াছিল, কিন্তু আওরঙ্গজেব বাদশাহের রাজ্য সমাপ্ত হইয়া পরে ইং ১৮০০ বাং ১২০৭ শালের

পূর্ব্বে এ দেশ প্রকৃত রূপে অধীন হইয়াছিল এমত বোধ হয় না,। ইং ১৭৪৩ বাং ১১৫০ শালে নিজামউলমুল্ক নামক দক্ষিণ দেশস্থ সুবেদারকর্ত্তৃক আনোয়ারদ্দীন কর্ণাটে ও আড়কাটে নবাব নিযুক্ত হইয়া ইং ১৭৫৪ বাং ১১৬১ শালে বিরোধ প্রযুক্ত ফ্রান্স ও ইংলণ্ডীয়েরা ইহার পুত্র মহম্মদ আলিকে কর্ণাট দেশাধ্যক্ষ করিল, ইং ১৮০১ বাং ১২০৮ শালে ইং লণ্ডীয়েরা কর্ণাটস্থ আঁড়কটী নবাবের উদ্বাসন ও পরিবারের ভরণ পোষণ দিয়া এ দেশের আর তাবৎ সীমা বচ্ছিন্ন নগর গ্রহণ করিয়াছিল। ৬৪ ॥

কর্ণাল ॥ দিল্লী প্রদেশে কর্ণাল নামে এক নগর আছে সে দিল্লী নগর হইতে ৭০ ক্রোশ উত্তর পশ্চিম বর্ত্তী। ৬৫।

কর্ম্মনাশা ॥ কর্ম্মনাশা নামে এক ক্ষুদ্র নদী আছে, এই নদী বাহার দেশে ও কাশীতে পৃথক্ হইয়াছে, অপর বঙ্গ দেশেরসৈন্যেরা হিন্দুস্থানে যুদ্ধ যাত্রা সময়ে এই নদী পারে অধিক বেতন প্রাপ্ত হইত, যেহেতুক ততদূর গমনে ব্যায় বাহুল্য হয়। ৬৬ ॥

করমাস ॥ দিল্লী প্রদেশে গঙ্গার পশ্চিম দিগে দিল্লী নগর হইতে ৭০ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগে করমাস নামে এক নগর আছে। ৬৭ ॥

করম্বা ॥ বাহার দেশে ছোটনাগপুরের সম্পৃক্ত করম্বা নামে এক নগর আছে, এই নগর কলিকাতা হইতে ২২২ ক্রোশ পশ্চিম উত্তর। ৬৮ ॥

করিবতি ॥ বঙ্গ দেশে ব্রহ্ম পুত্র নদের পূর্ব্ব দিগে করিবতি নামে এক ক্ষুদ্র গ্রাম আছে, ইহার সম্মুখে নিবিড় বন ও পর্ব্বত তন্মধ্যে অল্প বসতি আছে। ৬৯।

কলাগাছি ॥ বঙ্গ দেশে কলাগাছি নামক এক স্থান আছে, তাহার এক দিগে পথ আর তাবৎ দিগে জল বেষ্টিত, সে কলিকাতা হইতে ৪৩ ক্রোশ অন্তর কিন্তু গঙ্গার বক্রতা প্রযুক্ত অধিক পথ বোধ হয়, এ স্থানে তটের নিম্নতা প্রযুক্ত ইহার নিকটে জাহাজ নঙ্গর করে, শ্রাবণ ভাদ্র ও আশ্বিন মাসান্তে এ স্থানে পীড়া দায়ক হয়, কারণ ইহার জলের স্রোত গঙ্গাতে যুক্ত আছে তন্নিমিত্তে নানা প্রকার গলিত পশু ও বৃক্ষাদির মিলনে অত্যন্ত দুর্গন্ধ বায়ু হয়, অপর ভিন্ন দেশীয় দ্রব্য জাহাজ দ্বারা আনিয়া এ স্থানে রাখিয়া ইংলণ্ডে প্রেরণীয় দ্রব্যাদি গ্রহণ করে, পরে গঙ্গা সাগরে গমন পূর্ব্বক অবশিষ্ট সকল দ্রব্য জাহাজে অর্পিত হয়। এ স্থানের উপরে বৃহৎ লৌহ শৃঙ্খল থাকে ও জাহাজি দ্রব্যাদির বাণিজ্য গৃহ আছে, এবং ইহার নিকটস্থ গ্রামে খাদ্য দ্রব্য সুলভ। ৭০ ॥

কলিকট ॥ মালাবার প্রদেশে সমুদ্র তীরে নেয়ার নামক হিন্দু এক জাতির এক নগর আছে, তাহার নাম কলিকট, ইহার রাজা তম্বুরি নামে খ্যাত হয়, রাজ পরিবার পুরুষদিগের তম্বুরান এবং স্ত্রী গণের তম্বুরাতি উপাধি ব্যক্ত আছে, ঐ স্ত্রীরা নাম্বুরি নামক এক শ্রেষ্ঠ জাতি ব্রাহ্মণ কিম্বা নাএর জাতির সহিত প্রসক্তি পূর্ব্বক গর্ভবতী হয় এবং এই নাম্বুরিরা ইচ্ছাধীন সংমিলন করে, এই স্ত্রীগণে ভ্রাতালয়ে বাস করে ও স্বামীর সহিত কদাচ আলাপ করে না, ইং ১৭৬৬ বাং ১১৭৩ শালে হয়দরালি মালাবার দেশ আক্রমণ করিলে কোচীন দেশের রাজা অনায়াসে কর দিতে স্বীকার করিলেন, কিন্তু কলিকট নগরের তম্বুরি রাজা কোন প্রকারে সম্মত না হওয়াতে তৎকর্তৃক ধৃত

হইয়া এক গৃহ মধ্যে বদ্ধ ছিলেন, পরে তাহাতে অগ্নি প্রজ্বালন পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিলেন, এবং তাহার যে কোন অমাত্য গণ স্থানান্তরে ছিল তাহারা ও এই অগ্নি কুণ্ডে পতিত হইয়া রাজার সহিত পরলোক প্রাপ্ত হইল, ইং ১৬৬৪ বাং ১০৭১ শালে ইংলণ্ডীয়েরা এ নগরে প্রথম বাণিজ্যারম্ভ করেন। তৎপরে ইং ১৭৬৬ বাং ১১৭৩ শালে হয়দরালী আক্রমণ করিয়া আড়কট নবাবের রাজ্যে যুদ্ধ যাত্রা করিলে এই তম্বুরি রাজার বংশ পুণ্য গ্রামাধিকার পূর্ব্বক সাত বৎসর পর্য্যন্ত রাজ্য করিল। তৎপরে ইংলণ্ডীয়েরা পানিঘাট অধিকার করিয়া টিপুর আগমনে প্রতি গমন করিল, ইং ১৭৯২ বাং ১১৯৯ শালে টিপুর সহিত সন্ধি হওয়াতে এই নগর ইংলণ্ডীয়েরদিগের প্রতি অর্পিত হইল সুতরাং উক্ত রাজা ইহারদিগের প্রতি আপন প্রতিপালনের ভারার্পণ করিল। ৭১॥

কলিকাতা॥ বঙ্গ দেশে ইংলণ্ডীয়েরদিগের রাজধানী নগর কলিকাতা, পূর্ব্বকালে এ নগর নবদ্বীপাধীন এক ক্ষুদ্র গ্রাম মাত্র ছিল, ও তাহাতে অনেক দূর পর্য্যন্ত বন ছিল, এবং এই স্থানে ১০ কিম্বা ১২ ঘর কৃষিজীবী গৃহস্থ বসতি করিত, এবং চাঁদ পালের ঘাট অবধি বালিয়াঘাট পর্য্যন্ত এক খাল বৈঠকখনার দক্ষিণে এক নালার সহিত যুক্ত ছিল, পরে মহারাষ্ট্রীয়েরদের দৌরাত্ম্য হেতুক ইং ১৭৪২ বাং ১১৪৯ শালে কলিকাতার সীমাতে বৃহৎ নালা খনন হয়, তাহার বিশেষ মেং অরমিসের বঙ্গ বিবরণে ব্যক্ত আছে, এবং চাঁদ পালের ঘাটের দক্ষিণে ও নিবিড় বন ছিল, কিন্তু ক্রমে পরিষ্কৃত হইল, এবং খিদিরপুর ও এই বনের মধ্য স্থলে দুই গ্রামে বসতি ছিল এবং শীলোপা

ধিবিশিষ্ট ভাগ্যধর লোকেরা ঐ গ্রামের পুজারদিগকে যত্নপুর্ব্বক এই কলিকাতাতে বাস করাইল, এবং কলিকাতার উন্নতি করিতে ইহারা তৎকালে নিতান্ত উদ্যুক্ত ছিল, ইং ১৭৫৬ বাং ১১৬৩ শালে ইংলণ্ডীয়েরা কলিকাতা অধিকার করিলে ইস্পেলনেড নামক স্থানে অতিশয় বনছিল, তন্মধ্যে কএক ক্ষুদ্র গৃহ ও গোষ্ঠ ক্ষেত্র ভূমি ছিল, এবং রাইটর্শ বিলডিং নামক স্থানের নিকট এক প্রাচীন দুর্গ ছিল, ইং ১৭৫৭ বাং ১১৬৪ শালে নবাব সিরাজউদ্দৌলা পুনর্ব্বার অধিকার করিয়াছিল, তৎপরে কলি কাতা নগরাধীন এই ২ গ্রামে ইংলণ্ডীয়েরদিগের বিচার স্থল স্থাপিত হয়, যথা বর্দ্ধমান, জঙ্গল মহল, মেদিনীপুর, কটক, যশোহর, নবদ্বীপ, হুগলি, চন্দন নগর, চুচুড়া শ্রীরামপুর ও চব্বিশ পরগণা। ৭২॥

কশ্মীর॥ কশ্মীর নামে উত্তর হিন্দুস্থানে এক দেশ আছে, তাহাতে অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি এক পর্ব্বত ঐ দেশের দক্ষিণ পূর্ব্ব হইতে উত্তর পশ্চিম দিগ প্রায় ৯০ ক্রোশ ঘুরিয়া ক্রমে ইসলামাবাদের সীমাতে ৪০ ক্রোশ প্রস্থ আছে, পরে শাম্ভু নগরে কিঞ্চিৎ খর্ব্বতা পূর্ব্বক পশ্চিম দিগে নানা পর্ব্বত দ্বারা মুজঃফরাবাদ পৃথক্ হইয়াছে, ইহার দীর্ঘতা ১২০ ও প্রস্থতা ৭০ ক্রোশ বাদামি আকৃতি ইহার উত্তর দিগে ও উত্তর পূর্ব্ব স্থানে তীব্বত দেশীয় নানা পর্ব্বত ও দক্ষিণ পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিগে কৃষ্ণীয়ারনামক লাহোরের এক নগর, এবং দক্ষিণ পশ্চিম দিগে লাহোর রাজ্য, মুজঃফরাবাদ, ও নানা স্বাধীন ক্ষুদ্র নগর, এবং পর্ব্বত দ্বারা বেষ্টিত আছে, কশ্মীর পর্ব্বতীয় দেশ প্রযুক্ত ইহার জল ও বায়ু উত্তম, ও পারস্য ও তাতার দেশে যৎকালে

বৃষ্টি হয়, এ স্থানে ও তৎকালে হইয়া থাকে, ও ধান্য যব গোধূম ইত্যাদি নানা শস্য জন্মে, গোলাব পুভৃতি নানা পুষ্পের বন আছে, তন্মধ্যে ইউরোপীয় পুষ্প ন্যায় অনেক পুষ্প দৃষ্ট হয়' এবং দ্রাক্ষাফল যথেষ্ট জন্মে, ও পর্ব্বত মধ্যে উত্তম কুঙ্কুম ও লৌহ জন্মে। অপর এ দেশে পুসিদ্ধ শাল বস্ত্র হইয়া থাকে, যদ্দারা দেশের উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু শালের লোম এ স্থানে জন্মে না, সে পুায় এক মাসের পথ অন্তর, তীব্বত দেশ হইতে পুথমতঃ কটাবর্ণ লোম আগত হয়, পরে তাহাকে ধান্য পুষ্প দিয়া ধৌত করিলে শালি বস্ত্র যোগ্য লোম পুস্তুত হয়, ও এই লোম উক্ত দেশীয় ছাগের গাত্রে জন্মে, কথিত আছে যে দিল্লীর ও পারস্যের বাদশাহেরা যত্ন পূর্ব্বক এই ছাগ স্বং দেশে পালন করিয়াছিলেন তত্রাপি তদ্দেশের ন্যায় উৎকৃষ্ট লোম হয় নাই, আর পারস্য দেশে কোরমান নামক এক পুকার পশুর লোমে যে শাল হয়, সে পুায় ইউরোপীয় শালের তুল্য হইয়া থাকে, অপর কাশ্মীরের শালের লোম পূর্ব্বোক্তরূপে ধৌত হইলে বিক্রয়ার্থে নানা চিত্র বিচিত্র বুনান পূর্ব্বক আর একবার ধৌত করে, ইহার সামান্য শালের মূল্য ১৫ অবধি ২০ টাকা, উত্তম শালের ৪০ টাকা আর ফুলকর শাল হইলে ১০০ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইত, কাশ্মীর দেশের লোকেরা বলবান, পিঙ্গল বর্ণ ও সুগঠন হয়, ইহার অধিকাংশ বাুহ্মণ জাতি ও ইহারদিগের দেশ ভাষা স্বতন্ত্র কিন্তু তাবৎ পুস্তক কাশ্মীরী অক্ষরে সংস্কৃত ভাষা রচিত এবং সংস্কৃত অক্ষরের ও পুস্তক আছে, এ দেশের অপর জাতিরা সূত্রধরের ব্যবসায়তে নিপুণ ও শুম্বি ও নুরবক্লাই এই

দ্বিবিধ জবন জাতি উত্তম গায়ক হইয়া থাকে, কিন্তু তাহারা কেবল এক ছন্দের গান করিতে পারে, এবং তাবৎ লোকের মৎস্য মাংস ও মদিরীকা ব্যবহার আছে, আর ভূমিকম্প ভয়ে প্রায় কাষ্ঠের গৃহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বাস করে,। ইং ১৮০৯ বাং ১২১৫ শাল গতে মহম্মদখাঁ নামক কাবোলের সুবাদার রণজিৎ সিংহের ও আফগানদিগের প্রতি শত্রুতা পূর্ব্বক কাশ্মীর দেশ স্বাধীন করিয়াছিল। ৭৪ ॥

কসপুর ॥ বরমা রাজ্যাধীন কাছার দেশ সম্মুখবর্ত্তী এবং বঙ্গ দেশীয় শ্রীহট্টের নিকট কসপুর নামে এক ক্ষুদ্র রাজ্য ইহার পূর্ব্ব দিগে বঙ্গ দেশ আছে ইং ১৭৬৩ বাং ১১৭০ শালে মেং বেরেলেষ্ট বঙ্গ দেশ হইতে পূর্ব্ব দিগে এই রাজ্য পর্য্যন্ত গমন পূর্ব্বক প্রত্যাগমন করিয়াছিল। ৭৫ ॥

কাগমারি ॥ বঙ্গ দেশে মহীমন সিংহের সম্মৃক্ত ঢাকা হইতে ৩৮ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্ব দিগে কাগমারি নামে এক নগর আছে। ৭৬ ॥

কাচোর ॥ আগরা প্রদেশে ফররোখাবাদের সম্মৃক্ত কাচোর নামে এক নগর ও এক দুর্গ আছে, ইহার ভূস্বামীর সহিত অকৌশল প্রযুক্ত ইংলণ্ডীয়েরদের কর্তৃক ইং ১৮০৩ বাং ১২১০ শালে তাহার বহিষ্কৃত করাতে অনেক লোক নষ্ট হইয়াছিল। ৭৭ ॥

কাটমুণ্ড ॥ উত্তর হিন্দুস্থান মধ্যে নেপালীয় এক বৃহৎ পর্ব্বতোপরি কাটমুণ্ড নামে এক বৃহৎ নগর আছে, এই নগর নেপালের গুড়খালি রাজার রাজধানী ও হিমালয় পর্ব্বত হইতে ৪০ ক্রোশ অন্তর এবং নেপালের নিয়ার জাতিরা এই নগর

ইয়ান্দিজ নামে ব্যক্ত করে, এবং পর্ব্বতীয় লোকেরা ইঁহাকে কথিপুর কহে, এই নগরে অনেক কাষ্ঠ নির্ম্মিত মন্দির আছে অতএব কাষ্ঠ মন্দির নামে ও এই নগর প্রসিদ্ধ আছে। অপর এতাবৎ মন্দির বঙ্গ দেশীয় গঠনাপেক্ষায় কোন প্রভেদ নাই এবং ইষ্টক মন্দির ও ইষ্টক গৃহ ও আছে, কিন্তু কদর্য্য নির্ম্মাণ দৃষ্ট হয়, এবং কাশী নগরের ন্যায় এই নগরের তাবৎ পথ অপ্রশস্ত ও অপরিষ্কৃত হইয়া থাকে, ও পর্ব্বতের অন্তঃপাতি এই নগরের আর কোন গ্রাম নাই। ৭৮॥

কাটারমহল॥ উত্তর হিন্দুস্থানে আলমোরা নগর সম্বৃক্ত কাটারমহল নামে এক গ্রাম আছে। তথা কেবল কতক নর্ত্তকী গণ বসতি করে, ইহার উপরি ভাগের পর্ব্বতে আদিত্যের এক অতি প্রাচীন সুগঠন মন্দির তাহার চারি দিগে ৫১ স্তম্ভাকৃতি মন্দির দ্বারা বেষ্টিত আছে, এবং পূর্ব্ব কালে তাহাতে নানা মূর্ত্তি স্থাপিতা ছিল, এইক্ষণে ও তাহার অনেক মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়,। কথিত আছে, যে সত্য কালে পাণ্ডবগণের এতাবৎ কীর্ত্তি ছিল, আর এই কাটারমহল গ্রামে সংবৎসরের প্রতি পৌষ মাসে একবার লোক যাত্রা পূর্ব্বক উৎসব হইয়া থাকে। ৭৯॥

কাঠাল॥ উত্তর হিন্দুস্থানে কাশ্মীরের নিকটস্থ পূর্ব্ব দিগে পর্ব্বতীয় এক ক্ষুদ্র দেশ আছে, তাহাতে কাঠাল নামক এক বৃহৎ উচ্চ পর্ব্বত থাকাতে দেশের নাম ও কাঠাল হইয়াছে, অপর কাশ্মীরীরা ইহাকে নার নামে ব্যক্ত করে। ৮০॥

কাণ্ডি॥ সিংহলদ্বীপের মধ্যস্থলে কাণ্ডি নামে জাবনিক এক রাজধানী নগর আছে, সে নিবিড় বন ও পর্ব্বত বেষ্টিতত্ব প্রযুক্ত ভিন্ন দেশীয়েরদের অগম্য, যেহেতুক এ স্থানে গমনে যে

এক উচ্চ ও দুর্গম পথ আছে, তাহা স্বদেশীয় লোকেরা কদাচিত অবগত আছে, পূর্ব্বকালে এ দেশীয় রাজার সিংহল দেশে বাস ছিল। ক্রমে তাহারদিগের পরলোক হইলে পোর্তুগীশেরা এই স্থানে আসিয়া দেশ নষ্ট করিয়াছে। অপর এ দেশের যে উক্ত নিবিড় বন আছে, তাহাতে শিশির আকর্ষণ হইয়া পীড়া দায়ক বায়ু হয় এবং সন্ধ্যাকালাবধি প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত শিশির পতিত হইয়া পরে প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণে তাবৎ ক্ষয় হয়, কিন্তু এই দেশের পর্ব্বত মধ্যে উত্তম ধান্য জন্মে, ও নানা জাতির বসতি এবং দেবালয় আছে, তত্রস্থ লোকেরা নানা ব্যবসায় পূর্ব্বক কাল যাপন করে, তন্মধ্যে বহুকালের ভ্রষ্ট এক জাতির কোন কর্ম্ম করিতে রাজাজ্ঞা নাই, সুতরাং ইহারা পুরুষানুক্রমে ভিক্ষোপজীবী হইয়া দিন পাত করে, ইং ১৭৮২ বাং ১১৮৯ শালে মেং বাইড সাহেব তৃনকলমেল হইতে দূত স্বরূপ এই কাণ্ডি দেশে গমন করিয়াছিল, এবং ইং ১৮০০ বাং ১২০৭ শালে ইহার উত্তরাধিকারী রাজা সিংহাসনাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। ৮১ ॥

কান্যকুব্জ॥ আগরা প্রদেশে গঙ্গা তীর হইতে প্রায় ২ ক্রোশ পশ্চিম বিখ্যাত কন্যকুব্জ অর্থাৎ কনৌজ নামে এক নগর আছে, ইহার ৬ ক্রোশ পর্য্যন্ত এক অপক্ক পথ ও স্থানে ২ ইষ্টক গৃহ আছে, আর কোন ২ বৃক্ষ তলে দেবতার মূর্ত্তি এবং ভগ্ন গৃহের স্থানে ২ সংস্কৃত অক্ষরাঙ্কিত ও দেবতার মুর্ত্তিযুক্ত মুদ্রা প্রাপ্ত হয় ও পূর্ব্বকালে এ নগরে হিন্দুস্থানের কোন রাজধানী ছিল এমত বোধ হয়. ইং ১০১৮ বাং ৪২৫ শালে গজনেনের মহম্মদ এই নগর অধিকার করিয়া অল্পকালপর্য্যন্ত স্বাধীন রাখিয়া

ছিল,। এ নগর আগরা হইতে ২১৭, লক্ষ্ণৌ হইতে ৭৫, দিল্লী হইতে ২১৪, ও কলিকাতা হইতে ৭১৯ ক্রোশঅন্তর। ৮২।

কান্ধার ॥ আফগানস্থান মধ্যে কান্ধার নামে এক নগর আছে, ইহার উত্তর দিগে টাটার দেশের বাক নগর। দক্ষিণ দিগে বালুকা স্থান।.পূর্ব্ব দিগে সিন্ধু দেশ ও বালুকা স্থান।এবং পশ্চিম দিগে পারস্যের সাজি স্থান এতাবৎ প্রাচীন সীমা ব্যক্ত আছে, গজনেন হইতে কান্ধারে আগমনে সচরাচর মরুভূমি ও কাবোলের ন্যায় কাষ্টাভাবে সূর্য্যপক্ক ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ এবং নগরের সম্মুখে পর্ব্বত দৃষ্ট হয়, এবং নগর মধ্যে লোকের অন্ত রান্তর বসতি আছে, ইহার অধিকাংশ হিন্দুজাতি তন্মধ্যে কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ আছেন, তাহারদিগের বাণিজ্য ব্যবসায়, জবন জাতিরা প্রায় শুন্নিধর্ম্মাক্রান্ত ও ইহারদিগের বহু দেবালয় আছে, তথা হিন্দু ও জবন উভয় জতীরা পূজা করে, মোগল আফগাণ জাতিরা কৃষী কর্ম্ম করে, তাহাতে ধান্য, গোধূম, ছোলা, মটর, খর্জ্জুর, বাদাম, কুঙ্কুম ও আতর প্রভৃতি জন্মে, পর্ব্বতে লৌহ আর নানা প্রকার বহু মূল্য প্রস্তর, বিশেষতঃ টৌপজ ও হীরক এ নগর সম্পৃক্ত নানা স্থানে জন্মে, এ নগরে শীতকালে অতিশয় শীত কিন্তু গ্রীষ্মকালে তাদৃশ গ্রীষ্ম বোধ হয় না, অপর এ নগর বহুকাল পর্য্যন্ত দিল্লীর অধীন ছিল, পরে নাদেরশাহ অধিকার করিলেন, অনন্তর ইহার মৃত্যু হইলে কাবোলের সৈন্যাধ্যক্ষ আফগানজাতি আহমদশাহ আবদালির হইয়া প্রকৃত রূপে শাসিত হয় নাই। ৮৩॥

কান্ধার ॥ কান্ধার নামক প্রাচীর বদ্ধ এক নগর আছে, ইহার দুই দুর্গ তন্মধ্যে প্রাচীন যে দুর্গ সে অহমদশাহ আবদালি

কর্ত্তৃক পর্ব্বতোপরি নির্ম্মিত তথা নাদেরাবাদ নামক নগর ছিল, সে তাবৎ নাদেরশাহ নষ্ট করিয়াছিলেন, তৎপরে প্রায় তিন ক্রোশ দীর্ঘ প্রস্থ মধ্যে এই নগরের বসতি ও উন্নতি হইয়াছে, এ স্থানে হিন্দুস্থানের ন্যায় শীত ও গ্রীষ্ম হইয়া থাকে, এবং শস্য উৎপন্ন হয়, ইহার নিকটবর্ত্তী নানা ক্ষুদ্র পর্ব্বত আছে, ও ২। ৩ ক্রোশ উত্তর দিগে পর্ব্বতোপরি ঐ প্রাচীন দুর্গের চিহ্ন দৃষ্টহয়। ৬ ক্রোশ অন্তরে হিন্দুদিগের প্রাচীন এক গহ্বর আছে। ২ ক্রোশ অন্তরে জাফের তাএর নামক এক জবনের মৃতাগার আছে, আর কান্ধারের দক্ষিণ দিগে মোবেলআলির এক প্রসিদ্ধ গো ম্বেজে এক প্রস্তরে তাহার চরণ চিহ্ন আছে, এ নগরে কাবো লের বাদশাহের এক মুদ্রা নির্ম্মাণাগার আছে, মুলতোনর ও রাজপুত নগরের অনেক লোকেরা এ নগরে বসতি করিয়াছে, এবং য়িহুদি জাতির ও বসতি আছে, অপর যৎকালে পারস্যের ও মোগল রাজ্যের উন্নতি ছিল, তখন কান্ধার নগর উভয়ের সম্মুখবর্ত্তী হওয়াতে ইহার যথেষ্ট অনুরাগ হইয়াছিল, পরে ইং ১৭৩৮ বাং ১১৪৫ শালে আলিমহম্মদ নামক পারস্যাধ্যক্ষ কর্ত্তৃক জাহাঙ্গীর বাদশাহের প্রতি দত্ত হইল এবং উক্ত দুই রাজ্যের হ্রাসহইলে অল্পকাল গতে এতদ্দেশীয় হোসেন খাঁ নামক এক সৈন্যাধ্যক্ষ আফগানজাতি অধিকার করিয়াছিল, এবং ইং ১৭৩৭ বাং ১১৪৪ শালে নাদেরশাহ বহুসৈন্য সহকারে আফগানীয় স্থানে তামস মেরজাকে পরাস্ত করিয়া সিংহাসন চ্যুত পূর্ব্বক কান্ধার নগর অধিকার করিলেন, তাহাতে হোসেন খাঁ এক বৎসর ছয় মাস পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়াছিল। পরে নাদেরশাহের মৃত্যু হইলে অহমদআলি অধিকার

করিয়া এ নগরে রাজধানী করিতে ইচ্ছা করিলে, কিন্তু তাঁহার এই মানস পূর্ণ না হইয়া কাবোল রাজ্যাধীন হইয়াছে। কান্ধার নগর দিল্লী হইতে কাবোল দিয়া ১০৭১। আগরা হইতে ১২০৮ এবং কলিকাতা হইতে ২০৪৭ ক্রোশ অন্তর। ৮৪॥

কান্ধার॥ আগরা প্রদেশে জয়পুর হইতে ৮০ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগে কান্ধার নামে এক নগর আছে, ইহার এক দুর্গ প্রায় ৮০ বৎসর হইল, জয়পুরের কোন২ রাজা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়া স্বাধীন আছে, ইহার চারি দিগে পর্ব্বত ও বন তন্নিমিত্তে এতদ্দেশীয়েরা দুর্গম পথ বোধ করে। ৮৫॥

কানপুর॥ আলাহাবাদ প্রদেশে গঙ্গার পশ্চিম সীমাবচ্ছিন্ন ও লক্ষ্ণৌ হইতে ৪৯ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিম দিগে কানপুর নামক এক নগর আছে। এ স্থানে ইংলণ্ডীয়দিগের এক বৃহৎ সৈন্যাগার আছে, ও ইহার ভূমি উর্ব্বরা তাহাতে ধান্য, যব, গোধূম, ও ইউরোপীয় নানা প্রকার শাকাদি যথেষ্ট জন্মে, কার্ত্তিক মাসের মধ্য সময়াবধি আষাঢ় মাসের মধ্যম পর্য্যন্ত কদাচিৎ বৃষ্টি হয় এবং এ নগরে এক প্রকার ক্ষুদ্র জাতি ব্যাঘ্র আছে, ইহারা প্রায় সর্ব্বদা পঞ্চ বৎসর বয়স্ক শিশু লইয়া প্রস্থান পূর্ব্বক নষ্ট করে, অপর এ স্থানের যুদ্ধ বিষয়ক অনেক নিদর্শন আছে, ইং ১৮০২ বাং ১২০৯ শালে অযোধ্যার নবাব কর্ত্তৃক এ নগরের সহিত আর এক গ্রাম যুক্ত হইয়া তথা বিচার স্থল এবং রাজস্ব সংগ্রহ বিষয়ক স্থল নিরূপিত হইয়াছিল। ৮৬॥

কানারা॥ অর্থাৎ কর্ণাট নামে ভারতবর্ষের পশ্চিম দিগে সমুদ্র তীরে এক দেশ আছে, ইহার উত্তর দিগে বিজয়পুর সম্পৃক্ত মহারাষ্ট্রীয়রাজ্য, দক্ষিণ দিগে মালাবার দেশ। পূর্ব্ব দিগে

মহিসুর ও বালাঘাট সীমা এবং পশ্চিম দিগে সমুদ্র আছে। ইহার দীর্ঘতা প্রায় ২০০ ক্রোশ ও প্রস্থতা ৩৫ ক্রোশ হই বেক; এ দেশে বলদ অপ্রাপ্য তন্নিমিত্তে পতিত ভূমি প্রস্তুত করিতে কৃষিজীবি মনুষ্য দ্বারা ব্যায় বাহুল্য হয়, এবং এই ভূমি প্রস্তুত হইয়া বীজ রোপণে বিলম্ব হইলে যদি পুনর্ব্বার বৃষ্টি হয়, তবে তাবৎ নষ্ট হইয়া থাকে, ইং ১৭৬৩ বাং ১১৭০ শালের পূর্ব্বে এ দেশে হিন্দু জাতির রাজ্য ছিল। পরে হিন্দুরা হয়দর আলির নিকট পরাভূত হইলে এই স্থানে জবনাধিকার হইয়া নানা প্রকার শ্রমি লোকের বসতি দ্বারা দেশের উন্নতি হইল কিন্তু ইংলণ্ডীয়দিগের অধিকারের পূর্ব্বকালে এ স্থানে সর্ব্বদা যুদ্ধে হইত, তৎপ্রযুক্ত বসতির অল্পতা হইয়াছে, এবং টিপু সোলতান কর্ত্তৃক এ দেশের অনেক প্রধান নগর নষ্ট হই য়াছে, যেহেতুক সে ব্যক্তি অতিশয় যোদ্ধা ছিল ও একবার যুদ্ধে জয়ী হইয়া ৬০০০০ হাজার ইংলণ্ডীয়েরদিগকে ধৃত পূর্ব্বক মহিসুর দেশে প্রেরিত করিয়াছিল, তন্মধ্যে অত্যল্প প্রাণি স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিতে সমর্থ হইয়াছিল, পরে ইং ১৭৯৯ বাং ১২০৬ শালে এ দেশে ইংলণ্ডীয়দিগের অধিকার হয়। ৮৭।

কামরূপ ॥ আশাম রাজ্যে ব্রহ্ম পুত্র নদের তীর হইতে ধিরং পর্ব্বতীয় সীমা বচ্ছিন্ন কামরূপ নামে এক বৃহদ্দেশ আছে, পূর্ব্বকালে রাঙ্গামাটী নামক ইহার রাজধানী ছিল, আর গোয়া লপাড়া ও কান্ধার চৌকিদ্বারা ইহার সীমা বদ্ধ ছিল, এ দেশের পর্ব্বতীয় জল নানা দিগে গমন পূর্ব্বক ব্রহ্মপুত্র নদে মিশ্রিত হইয়াছে, এবং এই নদের তীর অবধি পর্ব্বত পর্য্যন্ত এই দেশ ৪০ ক্রোশ প্রস্থ এবং কান্ধার চৌকিহইতে বড়নদী পর্য্যন্ত

পুার ১০০ ক্রোশ দীর্ঘ হইবেক। অপর ইং ১২০৪ বাং ৬১১ শালে মহম্মদবক্তিয়ারখিলজী কর্তৃক এ দেশ আক্রান্ত হইলে তাহার বহু সৈন্য নষ্ট হওয়াতে গমন করিতে হইল, তৎপরে বঙ্গ দেশ সম্পর্কীয় রাঙ্গামাটী ও রঙ্গপুর ও কোচবেহার পুভৃতি অনেক নগর কামরূপ রাজ্যাধীন হইয়াছিল। ৮৮॥

কারনোল॥ বালাঘাটপর্ব্বত মন্নিহিত ও তমুদ্র নদীর দক্ষিণ দিগে কারনোল নামে এক নগর আছে। এই স্থানে ইং ১৭৫২ বাং ১১৫৯ শালে পাঠান জাতির রাজধানী ছিল, পরে মোগল্ল জাতিরা পরাভব করিলে এমরালি শাহেবের সৈন্যের সহায়তা দ্বারা নিজাম সলাবতজঙ্গের অধিকার হইল, তখন ইহার দুর্গ মধ্যে ৪০০০০ হাজার পাঠান ছিল, তাহারদিগের তাবৎকে খণ্ড২ করিয়া নষ্ট করিল, ও ইদানীন্তন ইউরোপী য়েরা অধিকার পূর্ব্বক কর নিরূপিত করিয়া এক পাঠানকে পুদান করিয়াছে। ৮৯॥

কারার॥ বিজাপুর রাজ্যে মুরতিজাবাদ মমূক কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণ দিগে কারার নামক এক নগর আছে, ইহার দীর্ঘতা এক ক্রোশ ও প্রস্থতা কিঞ্চিৎ ন্যূন হইবেক, এই স্থানে উত্তম বসতি ও বৃহৎ উচ্চ সুগঠিত দুই মন্দির ও এক হট্ট স্থান ও এক দুর্গ আছে, আর এ নগর অবধি সাতারা পর্য্যন্ত ঘন বসতি ও উর্ব্বরা ভূমি আছে। ৯০॥

কারুর॥ ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিগে অমরাবতী নদীর উত্তর তীরে কারুর নামক এক নগর আছে। ইহার পশ্চিম দিগে ৪২ ক্রোশ অন্তর ত্রিচীনাপল্লী স্থান, আর অমরাবতীনদী তীরে অনেক

খাদ্য ক্ষেত্রআছে। কিন্তু তাবৎ সময়ে ঐ নদীতে জল থাকে না। ভূমিতে একবার শস্য জন্মে, ও এই নদী মহীসূরের ও ত্রিচীনাপল্লী দেশের প্রাচীন সীমা ছিল, ইং ১৭৬০ বাং ১১ ৬৭ শালে কর্ণাটে যুদ্ধারম্ভ হইলে ত্রিচীনাপল্লী হইতে কাপ্তান রিচার্ড স্মিত কর্তৃক কারুর নগর অধিকৃত হয়, ইহার পুর্ব্বকালে ইংলণ্ডীয় সৈন্যেরা কখন এ দিগে আগমন করে নাই। ৯১ ॥

কারৌলি ॥ আগরা প্রদেশে ও আগরা নগর হইতে ৭০ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিম দিগে পচিরি নামে এক ক্ষুদ্র নদীর উপর কারৌলি নামে এক নগর আছে। এ স্থানে নদীর অতিউচ্চ তীর কিন্তু জল বৃদ্ধি হইলে ভিন্ন পারের তীরস্থ ভূমিতে গভীর জল হইয়া থাকে, কারৌলি নগর মধ্যে এক দুর্গ প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত আছে, এ স্থানে রাজপুত জাতি রাজার অধিকার এবং ইহার ৩০ ক্রোশ পর্য্যন্ত বন্নাস নদীর দিগে পর্ব্বত সমূহের মধ্যে উর্ব্বরা ভূমি আছে। ৯২ ॥

কালনা ॥ বঙ্গদেশের বর্দ্ধমান সম্পৃক্ত ও কলিকাতা হইতে ৪৭ ক্রোশ উত্তর পশ্চিম দিগে হট্ট স্থান যুক্ত কালনা নামে এক নগর আছে। ৯৩ ॥

কালনা ॥ বঙ্গদেশীয় যশোহর সম্পৃক্ত ও কলিকাতা হইতে ৭০ ক্রোশ পুর্ব্ব উত্তর দিগে কালনা নামে এক নগর আছে। ৯৪ ॥

কালানোর ॥ লাহোর প্রদেশে ও লাহোর নগর হইতে ৭০ ক্রোশ পুর্ব্ব দিগে কালানোর নামে এক নগর আছে, ইং ১৫৫৬ বাং ৯৬৩ শালে হুমাউন বাদশাহের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র অকবরশাহ এ স্থানে প্রথম বাদশাহ হইয়া ছিলেন। ৯৫ ॥

কালিএন ॥ আওরঙ্গাবাদে বোম্বে দেশ হইতে ৩৪ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্ব দিগে কালিএন নামে এক নগর আছে, এ স্থানে মহারাষ্ট্রীয়দের সহিত জবন জাতির অনেক যুদ্ধ হওয়াতে ইহার চতুর্দ্দিগস্থ গ্রাম দুরবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু এ নগরে অদ্যাপি বসতি আছে, এবং নারিকেল, বস্ত্র, তৈল, পিত্তল ও মৃত্তিকা পাত্র ইত্যাদি নানা প্রকার দ্রব্যের বাণিজ্য হইয়া থাকে এবং এ নগরে দৃষ্টিপাত মাত্রেই ইহার প্রাচীন উন্নতির অবস্থান্তর বোধ হয়, এক্ষণে কোন সামন্য ক্ষুদ্র যাবানিক নগর ন্যায় হইয়াছে। ১৬ ॥ •

কালাবাগ ॥ কাবোল রাজ্যে সিন্ধু নদীর পশ্চিম দিগে ও মুলতান হইতে ১১৬ ক্রোশ উত্তর পশ্চিম দিগে কালাবাগ নামে এক নগর আছে, তথা ঐ নদী আর এক নদীর সহিত মিলিত হইয়া বলহীনা হইয়াছে, অপর এনগর অবধি পেশওয়ার পর্য্যন্ত প্রকৃত আফগান জাতির ও নানা জাতির বসতি আছে ও এস্থানের পূর্ব্ব দিগে বহুকাল অবধি লবণ জন্মে, ও কাটকিরি দ্রব্যের বাণিজ্য দ্বারা এ নগর ধনাঢ্য হইয়াছে, পূর্ব্বকালে ঐ লবণ এক টাকার প্রতি ২৫ মোন বিক্রয় হইয়া উষ্ট্র ও বলদ দ্বারা পঞ্জাবে ও মুলতানে ও কাবোল রাজ্যাধীন নানা দেশে প্রেরিত হইত। ১৭ ॥

কালবর্গা ॥ বিদর দেশে ও মহম্মদাবাদ হইতে ১০৫ ক্রোশ পশ্চিম দিগে কালবর্গা নামক এক রাজধানী নগর আছে, ইদানীং ইহার কোন খ্যাতি নাই, কিন্তু পূর্ব্বকালে এ নগর অতি প্রসিদ্ধ ছিল, ইং ১২৯৫ বাং ৭০২ শালে আলাউদ্দীন কর্ত্তৃক দক্ষিণ রাজ্য আক্রান্ত হওনকালেএ নগরের পূর্ব্বাধিকারির

এস্থানে স্বাধীনত্ব ছিল, এবং ডামিনি বংশোদ্ভব প্রথম রাজার রাজধানী হইয়াছিল। ৯৮॥

কালপি॥ আগরা প্রদেশে যমুনার দক্ষিণ পশ্চিম দিগে কালপি নামে এক নগর আছে, তথা নানা প্রকার বাণিজ্য হয়, বিশেষতঃ দক্ষিণ ও পশ্চিম দেশ হইতে অনেক তুলা আনিত হইয়া পুনর্ব্বার এস্থান হইতে ইংলণ্ডীয়দের অধিকৃত নানা দেশে প্রেরিত হয়, ইং ১২০৩ বাং ৬১০ শালে এই নগরে প্রথম যবনাধিকার হইয়াছিল, পরে ইং ১৭৬৫ বাং ১১৭২ শালে জেনেরল কারনাক সহিত মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রথম যুদ্ধ হয়, তৎকালে ইহারা সুজা উদ্দৌলার সহিত মিলিয়াছিল। তত্রাপি পরাজিত হইয়া যমুনাপারে গমন করিল। ইং ১৮০৪ বাং ১২১১ শালে পেশ্বার রাজ্যাধীন নানাগোবিন্দরাওএর বন্দেল খণ্ড দেশীয় ভূমি সম্পৃক্ত যে কোন বহু মূল্য ভূমি তৎকালে আলি বাহাদুরের অধিকার ছিল, সেই ভূমি রাজা হেম্মত বাহাদুর ইংলণ্ডীয়দের নিকট আপন উপজীবিকা ভূমি কহিয়া ভোগ করিতে ছিল, পরে ঐ গোবিন্দরাও শমসের বাহাদুরের সহিত ঐক্য পূর্ব্বক ইংলণ্ডীয়দিগের সহিত ঐ ভূমির নিমিত্ত যুদ্ধ করিল, তাহাতে কালপি নগর ও ইহার দুর্গ এবং বন্দেলখণ্ডের উত্তর দিগস্থ পেশ্বার সম্পর্কীয় তাবৎ দেশ ইংলণ্ডীয়েরা জয় করিয়া পরে যমুনার উত্তর অংশের আর ২ নগর অধিকার করিলেন, তখন কালপি নগর এতাবৎ দেশহইতে স্বতন্ত্র ছিল। ঐ কালপি নগর লক্ষ্ণৌ হইতে দক্ষিণ পশ্চিম ৯৮ ক্রোশ আগরা হইতে ১৬০ ক্রোশ ও কাশী হইতে ২৩৯ ক্রোশ এবং কলিকাতা হইতে ৬১৯ ক্রোশ অন্তর। ৯৯॥

কালিগ্রাম ॥ বাহার প্রদেশে মুঙ্গের নগরের সন্মুখে কালিগ্রাম নামে এক নগর আছে। ইহার ৭ ক্রোশ নিম্ন ভাগে এক বনময় পর্ব্বত গঙ্গা দ্বারা আশ্চর্য্য রূপে বেষ্টিত আছে, এবং উক্ত নগর মুরশিদাবাদ হইতে ১০২ ক্রোশ উত্তর ও পশ্চিম দিগে। ১৩০ ॥

কালিঞ্জর ॥ আলাহাবাদ প্রদেশে এক উচ্চ পর্ব্বতোপরি কালিঞ্জর নামে এক রাজধানী নগর ও ১৮ হস্ত পরিমিত ঊর্দ্ধ প্রস্তর নির্ম্মিত এক কঠিন দুর্গ আছে। ঐ নগর মধ্যে কাল ভৈরব নামক এক দেবমূর্ত্তি আছে। ইহার ২০ ক্রোশ অন্তরে মৃত্তিকা খনন দ্বারা হীরক পাওয়া যায় ও এই নগর মধ্যে লৌহ জন্মে। অপর আলিবাহাদুর ও রাজা হেম্মত বাহাদুর কর্ত্তৃক বন্দেল খণ্ডদেশাক্রান্ত হইলে তাহারা অনেক বৎসর পর্য্যন্ত এ নগরের দুর্গ লইতে যত্ন করিয়াছিল কিন্তু সৈন্যাভাবে কোন কর্ম্ম সফল হইল না, পরে আলিবাহাদুরের মৃত্যু হইল, ইং ১৮১০ বাং ১২১৭ শালে ইংলণ্ডীয়রা ঘোরতর সংগ্রাম দ্বারা এই দুর্গ অধিকার করিলেন, কিন্তু তত্রাপি তাবৎ রাত্রি শত্রু ভয়ে ভীত ছিলেন। ১০২ ॥

কাবেরী ॥ ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিগে কুর্গ দেশীয় পর্ব্বত মধ্যে ও মালাবার দেশের সমুদ্র তীরের নিকট মহিশূর দেশ দিয়া কর্ণাট দেশ পর্য্যন্ত এই কাবেরী নদী প্রায় ৪০০ ক্রোশ ঘুরিয়া পরে তাঞ্জাবের দেশে নানা মুখ হইয়া সমুদ্রে পতিতা হইতেছে, এবং কর্ণাটস্থ ত্রিচীনাপল্লী স্থানের সম্মুখে দুই শাখা হওয়াতে সিরিঙ্গাম নামে এক উপদ্বীপ স্থাপিত হয়, ও এই স্থানের অগ্রভাগ হইতে প্রায় ১৩ ক্রোশ পূর্ব্ব দিগে পুনর্ব্বার

একত্র হইয়াছে কিন্তু এ স্থানের দক্ষিণাংশ হইতে উত্তরাংশ ১৩॥ হস্ত নিম্ন ও সমুদ্রে মিলিত হওয়াতে কোড়লুর নাম হই য়াছে, আর দক্ষিণাংশের নাম কাবেরী আছে। ১০৩॥

কাবেরীপুরম ॥ উত্তরকৈম্বিটুর দেশসম্পৃক্ত ও কাবেরী নদী তীরে কাবেরীপুরম নামে এক নগর আছে, এ স্থানে বর্ষা কালে এই নদীর প্রাশস্ত্য হওয়াতে স্রোত বলবান্ হয়, কিন্তু জল নির্ম্মল থাকে, আর নগরের সম্মুখে নানা পর্ব্বত ও নগর মধ্যে প্রস্তরময় সমান ভূমি ও ইহার বহিঃস্থানে প্রায় ১০০ গৃহ তন্মধ্যে অনেক পতিত গৃহ ও বাণিজ্যের ও রাজ কর সং গ্রহের স্থান আছে, এবং ঘাট নামক পর্ব্বত শ্রেণির ঊর্দ্ধ্ব ও অধোভাগের মধ্যে কাবেরীপুরম স্থাপিত প্রযুক্ত উভয় স্থানের বাণিজ্য দ্রব্য এই নগরে আইসে, বিশেষতঃ তাম্রকূট বলদ দ্বারা এ স্থানে আসিয়া থাকে, পূর্ব্বকালে কাবেরীপুরম নগ রের এক দুর্গ গৌতমদলি নামক মহারাষ্ট্রীয় এক যোদ্ধা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয় ও তৎকালে ইহার অধিকারে এই নগরের নিকট বর্ত্তী অনেক গ্রাম ছিল। ১০৪॥

কাবোল ॥ আফগাণীস্থানে কাবোল নামে এক বৃহৎ দেশ পুশাং নামক এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল, ইহার নগর দুই প্রস্থ মৃত্তিকা প্রাচীর দ্বারা কঠিন রূপে বেষ্টিত আছে; এ দেশের ভূমি দীর্ঘে ২৫০ ও প্রস্থে ১৫০ ক্রোশ হইবেক, উত্তর দিগে কহতুর অর্থাৎ কাফরস্থান। দক্ষিণ দিগে কান্ধার ও বালুকা স্থান। পূর্ব্ব দিগে সিন্ধু নদী এবং পশ্চিম দিগে হিন্দুকোহ পর্ব্বত আছে। কাবোল রাজধানীর দক্ষিণ দিগে ইষ্টক নির্ম্মিত এক সেতু এবং শাহকাবোল নামক এক ক্ষুদ্র পর্ব্বত তথা নানা উত্তম

জলাশয়আছে, ও কাবোল নদী গমন করিয়াছে। কাবোল নগরে তাবৎ অপক্ক ইষ্টক ও প্রস্তর মৃত্তিকা সংযোগে কদর্য্য রূপে নির্ম্মিত গৃহ ও পূর্ব্ব দিগে বালারসর নামক বাদশাহের পুরী আছে, এবং নগরের অন্তঃপাতি নানা উদ্যান মধ্যে উপাদেয় ফল জন্মে। ইহার ভূমিতে ঝিলের জল সেচন হয় কিন্তু এ রাজ্যে কোন শস্য যথেষ্ট জন্মে না, অপর এ রাজ্যের মধ্যে আফগান নামক এক দুরাত্মা জাতির বসতি আছে, তাহারা পরস্ত্রী কাতর ও বিপক্ষতা করে। এতদ্ভিন্ন নানা জবন জাতি ও আছে, নগরের মধ্য স্থলে জাহাঙ্গীর বাদশাহের বর্ত্তমান কালে চারি হট্ট স্থান নির্ম্মিত হয়, তথা চিনি ও তুলা ও পেশোর হইতে অধিকাংশ বস্ত্র আইসে এবং এ নগর হইতে লৌহ চর্ম্ম ও তাম্রকূট তথা প্রেরিত হইয়া থাকে, আর কান্ধার দেশে ও লৌহ, চর্ম্ম ও দীপ তৈল গমন পূর্ব্বক তৎপরিবর্ত্তে পারস্য দেশীয় ও ইউরোপীয় নানা প্রকারদ্রব্যাদি এই রাজ্যে আগমন হয়। ইং ৯৯৭ বাং ৪০৪ শালে এই রাজ্যের পূর্ব্ব দিগস্থ গজনেনীয় সুবক্তগী নামক প্রথম বাদশাহ কাবোল দেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন, তৎপরে ইং ১০০৮ বাং ৪১৫ শালে সুলতান মহমূদ কর্ত্তৃক তাহা অধিকার হইল। ইং ১৭৩৯ বাং ১১৪৬শালে দিল্লী রাজ্য হইতে নাদেরশাহ এ রাজ্যাধিকার করিলেন, ইহার বিশেষ আফগান স্থানের বৃত্তান্তে ব্যক্ত আছে, ইং ১৮০৯ বাং ১২১৬ শালে ফ্রান্স ও পারস্য দেশীয়েরা একত্র হইয়া আফগানীয় স্থানের আবদালি নামক রাজধানী ও ভারতবর্ষস্থ ইংলণ্ডীয়ের রাজ্যাক্রমণ করিতে ইচ্ছুক হইলে, লার্ডমিণ্টো নিজ রাজ্য রক্ষার্থে হানারেবিল মৌণ্টষ্টুয়ার্ট এলিফিনষ্টন কে কাবোলে

দূত স্বরূপ প্রেরণ করিলেন, তাহাতে কাবোলের বাদশাহ তাঁহার প্রতি ভারার্পণ পূর্ব্বক আপন অমাত্যকে এ বিষয়ের নিষ্পত্তি করিতে আজ্ঞা করিলেন, যে যাহাতে আমারদিগের উভয় রাজ্যের কুশল হয়, এমত করহ। তৎপরে এই স্থির হইল, যে যদি পারস্য ও ফ্রান্সীরা কাবোলের দিগে আগমন করেন, তবে কাবোল সৈন্যেরা কোন প্রকারে তাহারদিগকে বহিষ্কৃত করিবেক, ও যদি যুদ্ধ করেন, তাহাতে ইংলণ্ডীয়রা সাধ্যানুসারে তাবৎ যুদ্ধ ব্যয় দিবেন এই অঙ্গীকার ছিল। কাবোল নগর দিল্লী হইতে ৮৩৯, আগরা হইতে ৯৭৬, লক্ষ্ণৌ হইতে ১১১৮, এবং কলিকাতা হইতে ১৮১৫ ক্রোশঅন্তর। ১০৫॥

কাসীমবাজার॥ বঙ্গদেশে মুরশিদাবাদ সন্নিকৃষ্ট কাসিম বাজার নামে এক বাণিজ্যের স্থল আছে, সে গঙ্গা তীর হইতে প্রায় এক ক্রোশ দক্ষিণ, অপর তাবৎ বঙ্গদেশাপেক্ষা এই নগরে বহু বাণিজ্য হইত, এবং বহুকাল পর্য্যন্ত ব্যক্ত আছে, যে এ স্থানে উত্তম রেশম জন্মে, তাহার অধিকাংশ ইউরোপে ওঅবশিষ্টাংশ ভারতবর্ষস্থ নানা দিগে প্রেরণ হয়, এ স্থানের গঙ্গার নাম ভাগী রথী নদী তন্নিমিত্তে এ স্থানে গঙ্গার মাহাত্ম্য অধিক, বর্ষাকালে ইহার জল এতাদৃশ বৃদ্ধি হয়, যে তদ্রূপ কদাচিৎ আর কোন স্থানে দৃষ্ট হয় না, কিন্তু ইহার তীরে বালুকাময় ভূমি প্রযুক্ত কোন শস্য জন্মে না, পরে শুষ্ককালে এ নদীর জলের হ্রাস হওয়াতে তটমধ্যে কেবল পক্ষী চরণ স্থান হইয়া থাকে, এবং ইহার উপরি ভাগে নানা মৃগয়া যোগ্য পশু আছে, কাসিমবাজারের পশ্চিম দিগে উত্তর আড়ি ও দক্ষিণ আড়ি এই দুই নামে প্রাচীন কালের দিগ নিরূপণ আছে। ১০৫॥

কিরাত ॥ অর্থাৎ ঐরাবতী নামক উত্তর হিন্দুস্থানে এক দেশ আছে, ইহার উত্তর দিগে হিমালয় পর্ব্বত শ্রেণী, দক্ষিণ দিগে মোড়ং পর্ব্বত ও নিবিড় বন, পূর্ব্ব দিগে ভূতান এবং পশ্চিম দিগে নেপালের কোন অব্যক্ত স্থানের দ্বারা এ দেশ পৃথক হইয়াছে। এ দেশে শানপু ও তৃষ্ণা নামক দুই প্রধান নদী ও দামশাং নামক এক প্রধান নগর আছে, ইং ১৭৬৯ বাং ১১৭৬ শালে গুরখা রাজা ৪ বৎসর যুদ্ধ করণ পূর্ব্বক নেপাল দেশ জয় করিয়া ক্রমে কোচবেহার ও ভূতান দেশের তাবৎ সীমা বচ্ছিন্ন স্থান এবং এই কিরাত দেশ অধিকার করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্ব কালে এ দেশ স্বাধীন রাজ্য ছিল। ১০৬॥

কীর্ত্তিপুর ॥ নেপালের পর্ব্বতে পেট্ন হইতে ৩ ক্রোশ পশ্চিম দিগে কীর্ত্তিপুর নামক এক নগর আছে, এ স্থান পৃথ্বী নারায়ণ রাজার অধিকার হওয়াতে পেট্ন স্থানভুক্ত হইয়া ছিল, কথিত আছে, যে পূর্ব্বকালে এই নগরে এক স্বাধীন রাজার রাজ্য সময়ে ৬০০০ হাজার গৃহস্থ ছিল, ক্রমে তাহার হ্রাস হইয়া ইদানীং ক্ষুদ্র ও অগণ্য স্থান হইয়াছে। ইং ১৭৬৮ বাং ১১৭৫ শালে এ নগরে পৃথ্বীনারায়ণ রাজার অধিকার হয়, ইহার পূর্ব্বে এই নগরস্থ তাবৎ লোক এই রাজার সহিত অধিক কালাবধি যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু এ রাজা জয়ী হইয়া ক্রোধ ক্রমে নগরস্থ পুরুষ ও স্ত্রী তাবতের নাসিকা ও ওষ্ঠ ছেদন করিতে ও নাককাটা নগর নাম খ্যাত করিতে আজ্ঞা করিয়াছিল, ইহার ২৩ বৎসর গতে ইংলণ্ডীয় দূত নেপালে গিয়া ঐ অঙ্গ হীন প্রাচীনাবস্থা প্রাপ্ত অনেক লোককে দেখিয়াছিল। ১০৭॥

কুণ্ডল ॥ বঙ্গ দেশে ত্রিপুরা সম্পৃক্ত ও ঢাকা হইতে ৭৪ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিম দিগে কুণ্ডল নামে এক নগর আছে, ইহার নিকটস্থ তাবৎ গ্রামে কেবল বন তাহাতে নানা প্রকার বন্য পশু থাকে, বিশেষতঃ এ বনে উত্তম হস্তী জন্মে, কিন্তু চট্টগ্রামীয় হস্তির তুল্য এ হস্তির মূল্য নহে। ১০৮ ॥

কুমাউন ॥ উত্তর হিন্দুস্থানে কুমাউন নামে এক দেশ আছে, ইহার পর্ব্বতোপরিস্থ ভূমিতে নেপালের অধিকার, ও তাহার নিম্ন-ভূমিতে ইং ১৮০১ বাং ১২০৮ শালে অযোধ্যার নবাব কর্ত্তৃক দত্ত ইংলণ্ডীয়েরদিগের অধিকার আছে, এ দেশে গোমতী, গরুড়গঙ্গা, বাড়ন ও কোশলা এই চারি ক্ষুদ্র নদী আছে, ইং ১৭৯১ বাং ১১৯৮ শালের পূর্ব্বকালে ইহার পর্ব্বতীয় স্থান নেপালীয়েরা জয় করিয়াছিল, ইং ১৮০৮ বাং ১২১৫ শালে এই দেশাধিপতি রামপুর নামক স্থানে ইংলণ্ডীয় সম্পর্কে রাজস্ব সংগ্রহকারির সহকারী কর্ম্মেনিযুক্ত হইয়াছিল। ১০৯ ॥

কুমারখালি ॥ বঙ্গ দেশে রাজসাহী সম্পৃক্ত ও মুরশিদাবাদ হইতে ৬৪ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগে কুমারখালি নামে এক নগর আছে, এ স্থানে বহুকাল পর্য্যন্ত ইংলণ্ডীয়েরদিগের রেশম প্রস্তুত করণের এক বাণিজ্যাগার ছিল। ১১০ ॥

কৃপা ॥ বালাঘাট পর্ব্বত শ্রেণীর সীমাবচ্ছিন্ন ও ইহার উত্তর দিগে কৃপা নামক রাজধানী এক নগর আছে, তথা বহু চিনি ও গুড় জন্মে, অপর দক্ষিণ দেশীয় রাজ্য ধ্বংশ হইলে এই নগরে বহুকাল পর্য্যন্ত এক স্বাধীন পাঠান জাতির বসতি ছিল, ও এই নগর মান্দরাজের অধীন হইলে বালাঘাট দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছিল, অর্থাৎ পূর্ব্বদিগে কৃপা ও পশ্চিম দিগে

বেলারি নগর ছিল, এই কৃপা নগর মান্দরাজ হইতে ১৫০, শ্রীরঙ্গপত্তন হইতে ২২০, এবং হয়দরাবাদ হইতে ২৩০ ক্রোশ অন্তর। ১১১ ॥

কৃষ্ণনগর ॥ বঙ্গদেশে জলঙ্গি নদীর দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগে কৃষ্ণনগর নামে এক নগর আছে, এই নগর কলিকাতা হইতে ৬২ ক্রোশ উত্তর। ১১২ ॥

কৃষ্ণনগর ॥ আজমের প্রদেশে ও আজমের নগর হইতে ১৩ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্বদিগে কৃষ্ণনগর নামে এক নগর আছে, এই নগরে আজমেরের নিকটস্থ কএক ক্ষুদ্র গ্রামের স্বাধীন রাজধানী ছিল, এবং তৎকালে ৪০০০০০ টাকা ইহার উপস্বত্ব উৎপন্ন হইত, এবং এ নগরের রাজার পুত্র, পৌত্র ও জ্ঞাতি প্রভৃতি প্রায় ৫০০০ গৃহস্থ ছিল, তাহারদিগের ভরণপোষণ ও বিবাহ রাজ ব্যয় দ্বারা সম্পন্ন হইত, এবং তাহারা ইহার প্রত্যুপকার স্বরূপ রাজার পক্ষ হইয়া শত্রু হইতে নগর রক্ষা করিত, অপর এই রাজা রাজপুত দেশীয় রোহতাশ জাতি, কিন্তু এ নগরে ঝট জাতি ও অনেক আছে, তাহারা কৃষি কর্ম্ম করে। ১১৩ ॥

কৃষ্ণা ॥ বিজাপুর প্রদেশে পশ্চিম ঘাট নামক পর্ব্বত শ্রেণীতে ও শাতারার নিকট এবং হিন্দুস্থানের পশ্চিম সমুদ্রের তীর হইতে ৫৯ ক্রোশ অন্তরে কৃষ্ণানদী আরম্ভ হইয়া দক্ষিণ পশ্চিম দিগে গমন পূর্ব্বক মরিচ স্থান দিয়া অর্ণা নদীতে যুক্তা হইয়া পূর্ব্ব দিগে মানপুরা, গতপুরবা, ভীমা, ও তম্বুদ্র নদীতে একত্র হইয়া বঙ্গ দেশের মোহনাতে বাহল্য রূপে গমন করিয়াছে, ইহার তাবৎ বক্রতার পরিমাণ ৬৫০ ক্রোশ হইবেক। ঐ ঘাট নামক পর্ব্বতের নানা নির্ঝর নিম্নে পতিত হইয়া

একত্র হওয়াতে অর্ণা নদী হইয়াছে, ইং ১৩১০ বাং ৭১৭ শালে কাফুর নামক এক ব্যক্তির যাবনীক সৈন্যেরা কর্ণাটের বল্লালদেওএর ধুরসমুদ্র নামক রাজধানীর বিপক্ষে এ নদী পারে গমন করিয়াছিল। ১১৪॥

কৃষ্ণী ॥ হাজিকেন প্রদেশে সিন্ধু নদীর পশ্চিম দিগে আফগান জাতির এক নগর আছে, তাহার নাম কৃষ্ণী, এই নগর মুলতান হইতে দক্ষিণ পশ্চিম দিগে ১২০ ক্রোশ অন্তর। ১১৫॥

কেদারনাথ ॥ শ্রীনগর প্রদেশে বৈদ্যনাথ হইতে পশ্চিম উত্তর দিগে কেদারনাথ নামে এক তীর্থ স্থান আছে, ইহার মধ্য স্থানের পর্ব্বতে শিশির পতিত হয়, তন্নিমিত্তে তীর্থ যাত্রিরা জোসিমঠ দিয়া গমন করে, তত্রাপি কোন ২ স্থান দিয়া গমন রুদ্ধ হয়, যেহেতুক সে পথে ও অনেক দূর পর্য্যন্ত শিশির আছে, তাহাতে কেদারনাথে কোন যাত্রি দুই দিবসের অধিক বাস করে না, এবং এই স্থান হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক বৈদ্য নাথে আগমন করিয়া পরে নন্দপ্রয়াগে ও কর্ণপ্রয়াগে ভ্রমণ করে। ১১৬॥

কেন ॥ মালবে অর্থাৎ মালোয়া দেশে বিন্ধ্য পর্ব্বতের উত্তর দিগে কেননদী আরম্ভ হইয়া প্রায় ২৫০ ক্রোশ বক্র গমন পূর্ব্বক কড়া নামক স্থানে যমুনাতে পতিতা হইতেছে। ১১৭॥

কেম্বে অর্থাৎ কম্বোজ ॥ গুজরাট প্রদেশে কাম্বে মোহনার উপরি ভাগে কেম্বে নামে এক নগর আছে, ইহার এই মোহনার জল জোয়ার কালে অতি বেগে গমন পূর্ব্বক ২৬ হস্ত ঊর্দ্ধ হয়, তখন লোকেরা জাহাজ দ্বারা এ নগরের নিকটে গমনাগমন করে, কিন্তু ভাটা সময়ে মোহনার জল

একেবারে শুষ্ক হইয়া মৃত্তিকা দৃষ্ট হয়। অপর অহম্মদাবাদ নামক গুজরাটের স্বাধীন রাজধানীর উন্নতি হইলে কেম্বে নগর ধনাঢ্য ছিল, কিন্তু ত্বরায় তাহার পতন হইল, পূর্ব্বকালে এ স্থান হইতে বহুমূল্য প্রস্তর, ও হস্তিদন্ত চীন দেশে এবং তুলা ও শস্য বোম্বে দেশে বিক্রয়ার্থে প্রেরিত হইত, আর গুজরাট দেশের ন্যায় তাবৎ দ্রব্য এ স্থানে উপস্থিত থাকিত। ইং ১২৯৭ বাং ৭০৪ শালে আলাউদ্দীন বাদশাহের রাজ্য কালে কেম্বে নগরে অত্যাচার পূর্ব্বক জবনাধিকার হয়, তাহাতে গুজরাট দেশের অনেকানেক গ্রামের লোকেরা ভীত হইয়া ভূমি খনন করিয়া তন্মধ্যে গৃহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক স্ব২ ধন, পরিবার ও গৃহবিগ্রহ সহিত বাস করিয়াছিল, ইহার এক মন্দিরে অদ্যাপি দুই বৃহৎ মূর্ত্তি আছে, তাহার শ্বেতবর্ণ মূর্ত্তির নাম পারস্নাথ, আর কৃষ্ণ বর্ণ মূর্ত্তিতে পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্তি স্থাপিত কারি দুই ব্যক্তির নামাঙ্কিত আছে, কেম্বে নগর বোম্বে হইতে ২৮১, দিল্লী হইতে ৬১৩ এবং কলিকাতা হইতে ১২৫৩ ক্রোশ অন্তর। ১১৮॥

কের ॥ আওরঙ্গাবাদ প্রদেশে গোদাবরী নদীর দক্ষিণ তীরে প্রাচীর বদ্ধ কের নামক এক নগর আছে। ১১৯॥

কৈম্বিটুর ॥ ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিগে ঘাট নামক পর্ব্বত শ্রেণীর উপরিভাগে উত্তর ও দক্ষিণ এই দুই খণ্ডে বিভক্ত কৈম্বিটুর নামে এক বৃহৎ দেশ আছে। ইহার উত্তর দিগে মহীসুর দেশ, দক্ষিণ দিগে ডিণ্ডিগল, পূর্ব্ব দিগে শালেম ও কৃষ্ণগিরি এবং পশ্চিম দিগে মালাবার দেশ আছে, পূর্ব্বকালে উত্তর কৈম্বিটুরে যথেষ্ট শস্যোৎপন্ন হইত, কিন্তু ইদানীং প্রায় তাবৎ ভূমি নষ্ট হইয়াছে, বর্ষকালে এ স্থানের পানার নদীতে অনেক

জল থাকে ও পর্ব্বতীয় স্থানে সম্বৎসরে দুইবার বর্ষা হয়, দক্ষিণ কৈম্বিটুরের অমরাবতী নদী তীরে যথেষ্ট শস্য জন্মে, কিন্তু ইহার আর দক্ষিণ দিগে এতাবৎ উৎপন্ন হয় না, এবং তাবৎ দেশের স্থানে ২ লবণ জন্মে, ও সোরা অগ্নি পাকে প্রস্তুত হয়, এ দেশের লোকেরা মহীসুর দেশীয় ও বঙ্গ দেশীয় মনুষ্যাপেক্ষায় গুণবান্ নহে, কিন্তু ইহাদের প্রায় তাবতের কেবল তন্তুবায় ব্যবসায়ে সাধারণ এক্ প্রকার নৈপুণ্য জন্মে, পূর্ব্বকালে বেলানোর নামক কোন হিন্দুজাতি কর্তৃক কৈম্বিটুর রাজ্য নিম্মিত হইয়া আদ্যা বধি বিংশতি পুরুষ পর্য্যন্ত উত্তরাধিকারী হইয়াছিল, ইহারা মাদুরা রাজাকে কর দিয়াছে, ইং ১৭৮৩ বাং ১১৯০ শালে এ দেশ টিপুসুলতানের হস্তগত হইয়া ইং ১৭৮৪ বাং ১১৯১ শালে পুনরধিকার হইল, এবং ইং ১৭৯০ বাং ১১৯৭ শালে টিপুর সহিত যুদ্ধ করিয়া ইংলণ্ডীয়েরা এ দেশ প্রাপ্ত হইলেন, এবং এই যুদ্ধে টিপু পলায়ন করিলে ইহার সেনা পতি কমরুদ্দীন খাঁ ইংলণ্ডীয়েরদের সহিত সন্ধি পূর্ব্বক এই দেশাধিপতি হইল, কিন্তু এ সন্ধি ও স্থির ছিল না, যেহেতুক ইং ১১৯৯ বাং ৬০৬ শালে ইংলণ্ডীয়েরদিগের প্রকৃত রূপে অধি কার হইয়াছে। কৈম্বিটুর দেশ মান্দরাজ হইতে ৩০৬, ও শ্রীরঙ্গ পওন হইতে ১১২ ক্রোশ অন্তর। ১২০ ॥

কোক্রান ॥ লাহোরের উত্তর পশ্চিম দিগে ঝাইলম নদী দ্বারা পূর্ব্ব সীমা বদ্ধ কোক্রান নামক নগর আছে, ইহার সম্মুখে পর্ব্বত ও বন কিন্তু তাবৎ স্থানে স্বদেশীয়েরদিগের অধিকার আছে, তাহারা আফগানজাতি ও শিখজাতিকে কর দিয়া থাকে। ১২১ ॥

কোচবেহার ॥ বঙ্গ দেশে কোচবেহার নামক এক দেশ আছে, ইহার চতুর্দিগস্থ ১৩০২ ক্রোশ পরিমিত ভূমি, ইহার উত্তর দিগে ভূতানের পর্ব্বত, দক্ষিণ দিগে রঙ্গপুর, পূর্ব্ব দিগে ভূতান ও রাঙ্গামাটী, এবং পশ্চিম দিগে ও রঙ্গপুর নগর আছে। ইং ১৬৬১ বাং ১০৬৮ শালে মীরজুমলা এ দেশ জয় করিয়া আলমগীর নগর নাম রাখিয়াছিল, পরে অল্প কালের মধ্যে এ নাম লুপ্ত হইল, আর যবন জাতির স্বাভাবিক সর্ব্বদা উন্মত্ততা প্রযুক্ত নানা অত্যাচার পূর্ব্বক সকল হিন্দু দেবা লয় নষ্ট করিয়া এ দেশের রাজপুত্রকে স্বধর্ম্মাক্রান্ত করিয়াছিল, তৎপরে ১০০০০০০ টাকা সাম্বৎসরিক কর নির্ধারিত করিয়া আশাম দেশের যুদ্ধে পরাভূত হইল। ইং ১৭৬৫ বাং ১১৭২ শালে কোচবেহার দেশে ইংলণ্ডীয়েরদিগের অধিকার হইল, কিন্তু ইং ১৭৭২ বাং ১১৭৯ শালের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত ইহার দিগের অমনোযোগ হেতুক ভুতানের রাজা যুদ্ধ দ্বারা এ দেশ অধিকার করিয়াছিল, পরে ইংলণ্ডীয়েরা পুনর্যুদ্ধ দ্বারা তাহাকে বহিষ্কৃত করিলেন, তাহাতে ঐ রাজা ভীত হইয়া তিব্বত দেশীয় রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিল তৎপরে সন্ধি হইল। ১২২ ॥

কোচিন ॥ মালাবার দেশের সমুদ্র তীরে ও কুমারী অন্তরীপ হইতে ১০৭ ক্রোশ উত্তর পশ্চিম দিগে কোচিন নামক এক রাজধানী নগর হিন্দুস্থানে কাচাবন্দর নামে প্রসিদ্ধ আছে, সুরাষ্ট্র ও বোম্বে, ও মালাবার ও কর্ণাট ও চীন দেশেতে এবং পূর্ব্ব দিগস্থ উপদ্বীপ ইত্যাদিতে এ রাজ্যের গোলমরিচ, এলাইচ, সেগুণকাষ্ঠ, চন্দনকাষ্ঠ, নারিকেলও রসা ইত্যাদি প্রেরিত হইয়া তদ্দেশ হইতে বাদাম, খর্জ্জুর, আরব্য, গোঁদ, আফিম, কর্পূর,

দারচিনি, চা, মিছরি, কুন্দুরু, তুলা, রেশমবস্ত্র, শাল ও মুক্তা আনিত হইত এবং কোচিনের উত্তর দিগের সমুদ্রে তাবৎ জাহাজ নিরুদ্বেগে নঙ্গর করিয়া থাকে ইং ১৫০৩ বাং ৯১০ শালে আলবকার্ক নামক এক ব্যক্তি পোর্তুগীস জাতি কোচিনে এক দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া সেই কালে এ নগর প্রথম অধিকার করিয়াছিল। ইং ১৬৬৩ বাং ১০৭০ শালে ওলন্দাজেরা এই নগর প্রাপ্ত হইল, তাহাতে পোর্তুগীসের দিগের দেবালয়ে ইহারা এক বাণিজ্যাগার করিল, এবং ইহার দিগের রাজ্য কালে এ নগরে হিন্দু ও যবন ও য়িহুদি জাতির বসতি ছিল। ১২৩॥

কোচিনচীন ॥ ভারত বর্ষের গঙ্গাতীত স্থানে কোচিন চীন নামক এক গ্রাম আছে, ইহার উত্তর দিগে টং কুইন দেশ, দক্ষিণ দিগে সিয়াম্ম দেশ, পূর্ব্ব দিগে চীন দেশীয় সমুদ্র, এবং পশ্চিম দিগে লাএস ও কাম্বড়িয়া নামক দেশ আছে, ইং ১৬৯২ বাং ১০৯৯ শালে এ রাজ্যের চতুর্দ্দিগে ৯৫০০০ হাজার ক্রোশ ভূমি পরিমাণ হয়, ইহার তাবৎ নগর ও গ্রাম পর্ব্বত দ্বারা পরষ্পর পৃথক আছে, এবং ইহার নিম্ন ভূমিতে ধান্য, গুবাক, তাম্বূল তামুকূট, দারচিনি, মিছরি, ও তুলা জন্মে, এবং পর্ব্বতীয় লোক দ্বারা স্বর্ণরেতঃ আঙ্গিলাকাষ্ঠ, গোল মরিচ, মোম, মধু ও হস্তিদন্ত এ দেশে আইসে, অপর ইউরো পীয় শকারম্ভাবধি কএক বৎসর পর্য্যন্ত কোচিনচীন রাজ্যের কোন অংশ চীন দেশাধীন ছিল, তন্নিমিত্তে ইহারদিগের আহার ব্যবহার ও শাস্ত্র তাবৎ চীন দেশের ন্যায় অনেক বোধ হয়, অর্থাৎ চীন দেশীয় স্ত্রীর ন্যায় এতদ্দেশীয় স্ত্রীরা ক্ষেত্র কর্ম্ম

করে, পুরুষেরা বলবান ও কর্ম্মিষ্ঠ হয় কিন্তু পুরুষাপেক্ষায় স্ত্রী লোক অধিক দৃষ্ট হয়, এ রাজ্যের নগরস্থ স্ত্রী লোকেরা যথার্থ বাদিনী হইয়া থাকে, ও ইহারা বণিকের কর্ম্ম ও দালালি ব্যবসায় করে, তাহাতে কোন চাতুর্য্য করে না, ইহারদিগের শরীরের স্থূলতা ও স্বর্ণ মালাই জাতির ন্যায়, ও সর্ব্দা তাম্বুল ভক্ষণ দ্বারা ওষ্ঠ রক্ত বর্ণ করে, এবং ইহারদিগের গৃহ পালিত গাভী আছে, কিন্তু দুগ্ধপান কিম্বা দোহন এরাজ্যে ব্যবহার নাই সুতরাং চীন দেশীয়ের ন্যায় কেহ কদাচিৎ দুগ্ধ পান করে কিন্তু সহজে শিশুদিগকে ও পান করিতে দেয় না। এবং তাহারা গোল মরিচ, লবণ ও তণ্ডুল একত্র পাক করিয়া এবং মহিষ ও হস্তী পালন পূর্ব্বক তাহার মাংস ভক্ষণ করে। কথিত আছে, যে এ রাজ্যাধিপতির সহিত তাহার জ্ঞাতিরদের বিরোধ হেতুক বহু কাল পর্য্যন্ত যুদ্ধ হওয়াতে এ রাজ্যের দুরবস্থা হইয়া একবার দুর্ভিক্ষ্য হইয়াছিল। তখন হট্ট স্থানে মনুষ্য মাংস ও বিক্রয় হইয়াছে ইং ১৭৭৪ বাং ১১৮১ শালে এক বাণিজ্য ব্যবসায়ী ও এক সৈন্যাধ্যক্ষ আর এক ধর্ম্মাধ্যক্ষ এই তিন ভ্রাতা ঐক্যতা পূর্ব্বক এ রাজ্যের বর্ত্তমান বাদশাহের পরিবারকে কুইণ্টং নামক রাজধানী হইতে বহিষ্করণ পূর্ব্বক পরস্পর রাজ্য বিভাগ করিয়া লইয়াছিল, তাহাতে এই রাজ্যচ্যুত কাং শাং নামক বাদশাহ ফ্রান্স জাতীয় ধর্ম্মাধ্যক্ষ আদ্রান নামক এক ব্যক্তির শরণাপন্ন হইয়া সপরিবার বনে পলায়ন পূর্ব্বক কিছু কাল পর্য্যন্ত গোপনে বাস করত ঐ তিন দুষ্টের সহিত পুনর্ব্বার যুদ্ধে পরাভূত হইয়া

পট্টল নামক এক উপদ্বীপস্থ বনে পলায়ন করিল, তথা দুই বৎসর পর্য্যন্ত বৃক্ষের ফল মূল ভক্ষণ দ্বারা নানা ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়াছিল, ইং ১৭৯০ বাং ১১৯৭ শালে স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ঐ দুষ্ট গণকে জয় করিয়া পুনর্ব্বার রাজ্যাধিপতি হইয়াছিল। ১২৪॥

কোটা॥ আজমের প্রদেশে ও চম্বল নদীর পূর্ব্ব দিগে এবং উজ্জয়িনী হইতে ১৫০ ক্রোশ উত্তর দিগে কোটা নামক এক বৃহৎ নগর আছে, ইহার মধ্য স্থলে জগন্মঙ্গল নামক এক দেবালয় ও নানা উত্তম ইষ্টকালয় আছে, এবং ইহার উত্তর পূর্ব্ব দিগে এক জলাশয়ের দুই তীর প্রস্তর দ্বারা বদ্ধ আছে, ইং ১৭৯০ বাং ১১৯৭ শালে কোটা নগরের তাবৎ গ্রাম শুদ্ধ ৩০০০০০০ টাকা উপস্বত্ব উৎপন্ন হইত তন্মধ্যে ২০০০০০ টাকা সিন্ধিয়ার হোলকরকে দিতে হইত, তৎপরে রাজা জালেম সিংহ নামক এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক এ নগরের উত্তরাধিকারী রাজা কারাগারে বদ্ধ হওয়াতে ইং ১৮০৫ বাং ১২১২ শাল পর্য্যন্ত এ ব্যক্তি তাবৎ রাজ কর্ম্ম করিয়াছিল। ১২৫॥

কোলার॥ মহীসুর রাজ্যে কোলার নামে এক রাজধানী নগর এবং মৃত্তিকার প্রাচীর বদ্ধ এক দুর্গ আছে, তথা প্রস্তর নির্ম্মিত যে এক যোদ্ধার মূর্ত্তি আছে, সে প্রাচীর হইতেও উচ্চ, এই নগরে হয়দর আলীর জন্ম হইয়াছিল, এবং তাহার পুত্র টিপুসুলতানের পরলোক হইলে তাহার পুণ্যার্থে এক জাবনীক দেবালয় ও এক পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছিল, এ নগরে অনেক তন্তুবায় ছিল, ও ইহার উত্তর দিগের পর্ব্বতে

প্রস্তর নির্ম্মিত এক দুর্গ আছে, তথা আওরঙ্গজেব বাদশাহের কাসিম খাঁ নামক সেনাপতি কর্ত্তৃক জবন জাতির প্রথম বসতি হইয়াছিল। ১২৬॥

কোবরাগড়॥ গণ্ডয়ানা রাজ্য হইতে কোবরাগড় নামে এক ক্ষুদ্রানদী রাইগড়দিয়া গমন পূর্ব্বক বামগঙ্গাতে পতিতা হইতেছে। ১২৭॥

ক্ষীরপায়ী॥ বঙ্গ দেশে বর্দ্ধমান সম্মৃক্ত এবং কলি কাতা হইতে ৫০ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্ব দিগে ক্ষীরপায়ী নামে এক নগর আছে, এই নগরে ইংলণ্ডীয়েরদের এক বাণিজ্যাগার ছিল। ১২৯॥

ক্ষীরা॥ হিমালয় পর্ব্বতের উত্তর তীব্বত রাজ্যে ক্ষীরা নামক এক নগর আছে, পূর্ব্বকালে এই নগর বৃহৎ ছিল, কিন্তু এইক্ষণে অতি ক্ষুদ্র হইয়াছে। ইং ১৭৯০ বাং ১১৯৭ শালের পূর্ব্বে কালাগুগপা তাতার জাতিরা এই নগর ও জঙ্গেলের উত্তর দিগস্থ নগর আক্রমণ পূর্ব্বক প্রায় তাবৎ নষ্ট করিয়া ছিল। ১২৮॥

ক্ষীলপুরী॥ দিল্লী রাজ্যে কুমাউন পর্ব্বত দ্বারা উত্তর সীমা বদ্ধ ক্ষীলপুরী নামে এক ক্ষুদ্র নগর আছে, ইহার ভূমি উর্ব্বরা কিন্তু স্থানে২ বৃহৎ বন আছে, ইং ১৮০১ বাং ১২০৮ শালে অযোধ্যার নবাব কর্ত্তৃক এই নগর ইংলণ্ডীয়গণের প্রতি অর্পিত হয়, এবং আইন আকবরীতে ব্যক্ত আছে, যে পূর্ব্বে এই নগর সম্বলপুরের অধীন ছিল। ১৩০॥

খয়রপুর ॥ সিন্ধিয়া প্রদেশে কোন রাজ কুলোদ্ভবের অধীন খয়রপুর নামে এক নগর আছে, এই নগরে হয়দরাবাদ হইতে জল পথে চারি দিবসে ও পদব্রজে ছয় দিবসে গমন করা যায়, এ স্থানে নানাবিধ বিচিত্র বস্ত্র প্রস্তুত হয়, অতএব এই স্থান প্রসিদ্ধ হইয়াছে, এবং অন্য২ বাণিজ্য কর্ম্মও হইয়া থাকে। ১৩২ ॥

খয়রাবাদ ॥ অযোধ্যা রাজ্যে লক্ষ্ণৌ হইতে ৪০ ক্রোশ উত্তরদিগে খয়রাবাদ নামে এক রাজধানী আছে। ১৩১ ॥

খসপুর ॥ ব্রহ্মরাজ্যাধীন কাছাড় দেশের সম্মুখবর্ত্তী ও বঙ্গ দেশীয় শ্রীহট্টের নিকট খসপুর নামে এক ক্ষুদ্র রাজ্য আছে, ইহার পশ্চিম দিগে বঙ্গদেশ, ইং ১৭৬৩ বাং ১১৭০ শালে মেং বেবেলষ্ট সাহেব বঙ্গদেশ হইতে পূর্ব্ব দিগে এই রাজ্য পর্য্যন্ত গমন পূর্ব্বক প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। ১৩৩ ॥

খান্দেস ॥ দক্ষিণ রাজ্যে খান্দেস নামে এক দেশ আছে, ইহার দীর্ঘতা ২০০ ক্রোশ ও প্রস্থতা ৯০ ক্রোশ, এবং ইহার উত্তর দিগে মালোয়া দেশ, দক্ষিণ দিগে আওরঙ্গাবাদ ও বেরার, পূর্ব্ব দিগে ও বেরার দেশ এবং পশ্চিমদিগে গুজরাট দেশ, ঐ খান্দেসের ভূমি উর্ব্বরা এবং তথা নর্ম্মদা ও তপতী এই দুই নদী আছে, তাহাতে জল কষ্ট নাই, কিন্তু রাজ্য কর্ম্মের রীতি বদ্ধ না থাকাতে ছিন্ন ভিন্ন রূপে বসতি হইয়াছে, এবং স্থানে২ কৃষি কর্ম্ম হইয়া থাকে, আর এ দেশে যত লোকের বসতি আছে তন্মধ্যে অধিকাংশ ব্রাহ্মণ জাতি, পরন্তু আকবরশাহ বাদশাহের নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণ দিগ জয় করণ কালীন এই খান্দেস অতি

সামান্য গ্রাম ছিল, ইং ১৫০০ বাং ৯০৭ শালাব্দে আমীর রাজ্যের ওমর কুলোদ্ভব কোন স্বাধীন বাদশাহের অধিকার হইল, ও এই শাল গত হইলে মোগল রাজ্যাধীন হইয়া ইদানীং সিন্ধিয়ার হোলকরের অধিকার হইয়াছে। ১৩৪ ॥

খিজিরি ॥ বঙ্গ ভূমিতে কলিকাতা হইতে ৫২ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিম দিগে গঙ্গার প্রথমাংশে এক ক্রোশ ব্যাপিয়া খিজিরি নামে এক হট্টস্থান আছে, এ স্থানের জল ও বায়ু কলাগাছি অপেক্ষা উত্তম বোধ হয়, এবং বর্ষাকালে গঙ্গার জল বৃদ্ধি হইলে এ স্থানে যুদ্ধের জাহাজ থাকে, এবং নাবিকেরা এ স্থানে থাকিয়া জাহাজ গমনাগমনের সম্বাদ সর্ব্বদা গবরনমেণ্টে দিয়া থাকে, আর খিজিরি স্থান লবণাম্বুপ্রযুক্ত ইউরোপীয়দিগের পক্ষে পীড়া দায়ক হয়। ১৩৫ ॥

খোজদর ॥ বলোচনস্থান প্রদেশে পর্ব্বতোপরি প্রাচীর বদ্ধ খোজদর নামে এক নগর আছে, তথা জবনদিগের অধিকার, কিন্তু হিন্দুজাতির যথেষ্ট সম্মান আছে, ইহার ভূমি উর্ব্বরা ও তাবৎ দিগে ঝিলের জল গমনাগমন করে, এবং এ স্থানে এক হট্ট আছে, ও এক দেবালয়ে কালীমূর্ত্তি আছেন, আর শীতকালে এ নগরে অতিশয় শীত হইয়া থাকে, এ প্রযুক্ত তথাকার ভাগ্যবান লোকেরা কচগণ্ডবা দেশে গিয়া বাস করে। ১৩৬ ॥

গগরা অর্থাৎ ঘর্ঘরা ॥ হিন্দুস্থানের উত্তর দিগস্থ পর্ব্বত হইতে গগরানদী নির্গতা হইয়া অযোধ্যা ও কুমাউন দেশ দিয়া গমন পূর্ব্বক বাহার দেশে গঙ্গার সহিত যুক্তা আছে, কিন্তু ইহার কোন বৃত্তান্ত প্রকৃত রূপে নিশ্চয় হয় নাই। ১৩৭ ॥

গঙ্গা॥ ইং ১৮০০ বাং ১২০৭ শালে যে সকল হিন্দুতীর্থ যাত্রিকেরা হিন্দুস্থান হইতে হিমালয় পর্ব্বতে গমন করিয়াছিল, তাহারা ব্যক্ত করে, যে এই গঙ্গা ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম হইতে দক্ষিণ পূর্ব্বদিগ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছেন. কিন্তু ইহার বিশেষ যে বৃত্তান্ত সে গল্প মাত্র, ইং ১৮১৭ বাং ১২২৪ শালে তাবৎ মেপে অর্থাৎ দিগ নিরূপণ পত্রে অঙ্কিত হইয়াছে, যে গঙ্গা হিমালয় শ্রেণীতে আরম্ভ হইয়া মাপাম দদী দিয়া বহুশত ক্রোশ গমন পূর্ব্বক গঙ্গোত্তরীতে মিলিতা হইয়াছেন, এ কথা ও মেং কোলবুক ও লেং, কলং, কোলবুক সাহেবের প্রামাণ্য হইল না, কারণ তাহারা কহেন, যে অলকনন্দা হইতে গঙ্গাক্ষুদ্র নদী অতএব কি প্রকারে অলকনন্দার জন্মস্থানের অধিক দূরে গঙ্গার উৎপত্তি সম্ভব হয়, ইহার কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে প্রাণপুরী নামক এক সন্ন্যাসী প্রকাশ করে, যে গঙ্গা এতাদৃশ অল্প প্রশস্তা হইয়া গঙ্গোত্তরীতে যুক্তা হইয়াছেন, যে লম্ফ দ্বারা পারাবার হওয়া যায়, এ কথা দ্বারা আর এই সন্দেহ জন্মিল যে যদ্যপি এবম্ভূতা অপ্রশস্তা তবে কোন প্রকারে অধিক দূরে ইহার জন্মের সম্ভাবনা হইতে পারেনা, এমতে গঙ্গার বিশেষ বিবরণ নানা প্রকাব সন্দিগ্ধ হইলে, ইং ১৮০৮ বাং ১২১৫ শালে গবরনমেণ্ট কর্ত্তৃক লেং ওএব ইহার নিশ্চয় করণার্থে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তদ্দ্বারা ব্যক্ত আছে, যে হরিদ্বারের নিকট হিমালয় পর্ব্বত হইতে গঙ্গা বহির্গমন পূর্ব্বক আলাহাবাদে বৃহৎ যমুনা নদীতে প্রথম যুক্তা হইয়া পরে গগরা, শোণ ও গণ্ডকী প্রভৃতি নানা ক্ষুদ্র নদীর সহিত যুক্তা আছেন, ঐ আলাহাবাদের যমুনাতে যুক্ত স্থলের গঙ্গা এক ক্রোশের অধিক প্রশস্তা

হইবেক, ও ইহার তাবৎ বক্র গমন শুদ্ধা দীর্ঘ ১৫০০ ক্রোশ পরিমাণ হইয়াছে। ১৩৮॥

গঙ্গোত্তরী॥ শ্রীনগর প্রদেশে হিমালয় পর্ব্বত মধ্যে গঙ্গোত্তরী নামক এক প্রসিদ্ধ স্থান আছে, তথা গঙ্গার প্রায় ৪০ হস্ত প্রস্থ পরিমাণ হইবে, কিন্তু স্রোত প্রবল নহে, এবং জল ও কটিদেশের উর্দ্ধ হইবেক না, আর ইহার দুই ক্রোশ অগ্রভাগে গোমুখী আছে, অর্থাৎ এই নদীর মধ্যস্থলের জল হইতে কিঞ্চিৎ উর্দ্ধ এক বৃহৎ প্রস্তর আছে, তাহার উভয় পার্শ্বে জলের গতি দ্বারা গোমুখ স্বরূপ দৃষ্ট হয়, এ জন্যে ঐ স্থানের নাম গোমুখী হইয়াছে, এই গোমুখী উত্তর পূর্ব্ব গামিনী ও ইহার তীরের উপর এক মন্দির মধ্যে ভাগীরথীর মূর্ত্তি আছে, তদ্ভিন্ন ব্রহ্মকুণ্ড, বিষ্ণুকুণ্ড, ও সূর্য্যকুণ্ড, এই২ তীর্থে যাত্রিরা স্নান করে, ইং ১৮০৮ বাং ১২১৫ শালে লেফটেন ওএবের সৈন্যেরা গঙ্গোত্তরীর ১৮ ক্রোশ অন্তরে দুর্গম পথ প্রযুক্ত আর অধিক দূর গমন করিতে অক্ষম হইয়াছিল, তীর্থ যাত্রিরা ব্যক্ত করে, যে গঙ্গোত্তরী হইতে অল্প দূর পর্য্যন্ত গম্য পথ আছে, তৎপরে এতাদৃশ হিমময় যে স্রোত জল বদ্ধ হইয়াছে, ও তথা কেহ কখন গমন করিতে সমর্থ হয় নাই, অপর এই গঙ্গোত্তরীর পর্ব্বতে ভূর্জ বৃক্ষ ভিন্ন আর কোন বৃক্ষ নাই। ১৩৯॥

গড়ওয়াল॥ উত্তর হিন্দুস্থানে শ্রীনগর সম্পৃক্ত গড়ও য়াল নামে এক নগর আছে, ইহার উত্তর দিগে তিব্বত দেশ দিয়া হিমালয় পর্ব্বত, পূর্ব্ব দিগে কুমাউন পর্ব্বত অবধি নানা ক্ষুদ্র পর্ব্বত, ও দক্ষিণ দিগে দিল্লী ও সেওয়ালি পর্ব্বত, এবং পশ্চিম দিগে শতদ্রু নদী, তদ্ভিন্ন এ নগরের নানা দিগে নানা পর্ব্বতীয়

গ্রাম, তাহার কোন স্থান বৃক্ষময় ও কোন স্থান কেবল প্রস্তর ময় আছে, কিন্তু পূর্ব্ব দিগের এক বৃহৎবনে ক্ষুদ্র জাতি হস্তী জন্মে, আর নগরের কোন পথ উত্তম নহে, সুতরাং বলদ ও পদা তিকেরা কেবল গমনাগমনে সক্ষম হয়, ও ইহার অল্পাংশ ভূমিতে শস্য জন্মে, ও বসতি আছে, আর এ স্থানের গঙ্গার মাহাত্ম্যাধিক্য প্রযুক্ত বৎসর২ অনেক তীর্থ যাত্রিরা আগমন করে, ইং ১৮০৩ বাং ১২১০ শালে গোরখা রাজা কর্ত্তৃক এ নগর জীত হইলে, এ স্থানের রাজা নষ্ট হওয়াতে তৎপরিবারেরা পলায়ন করিল, ইং ১৮১৪ বাং ১২২১ শালে ইংলণ্ডীয় দিগের অধিকার হইলে ঐ রাজপরিবারদিগকে ইহারা এনগরের কিয়দংশ দান করিয়াছেন। ১৪০ ॥

গড়া ॥ মালোয়া দেশে গড়ামান্দালা স্থান সম্পৃক্ত ও নাগপুর হইতে ১৪০ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্ব দিগে গড়া নামক এক নগর আছে, এ স্থানেপূর্ব্বকালে বালাশাহি নামক এক প্রকার অপকৃষ্ট মুদ্রা নির্ম্মাণাগার ছিল, ও সে মুদ্রা বন্দেল খণ্ডের চলিত। ১৪১ ॥

গণ্টুর ॥ উত্তর সরকার প্রদেশে গণ্টুর নামে এক দেশ আছে, ইহার পশ্চিম দিগের পর্ব্বত ভিন্ন চতুর্দ্দিগের ভূমি প্রায় ২৫০০ ক্রোশ হইবেক, এ দেশের প্রধান নগরের নাম গণ্টুর কান্ধার, বিলমকান্দা, ও নিজাপাটাম, গণ্টুর দেশের উত্তর সীমা কৃষ্ণাদনী এই নদীর দ্বারা এ দেশ কান্দাপিলি হইতে পৃথক হইয়াছে, ব্যক্ত আছে, যে পূর্ব্বকালে এ স্থানে যথেষ্ট হীরক জন্মিয়াছে, পরন্তু ইং ১৭৯৫ বাং ১২০২ শালে উত্তর সরকার নামক মোগলের রাজ্য লার্ড ক্লাইব অধিকার করিয়া

এই গণ্টুর দেশের কর নির্দ্ধারিত পূর্ব্বক নিজামের ভ্রাতা বসা লিত জঙ্গকে দিয়াছিলেন, তাহাতে এ ব্যক্তি ৭০০০০০ লক্ষ টাকা ক্রমাগত ইহার উপস্বত্ব প্রাপ্ত হইয়া ইং ১৮৭২ বাং ১১ ৮৯ শালে পরলোক গমন করিলেন, পরে তাহার পরিবারস্থ লোকেরা তৎকালাবধি ঐ উপস্বত্ব ভোগ করিতেছিল, তৎপরে ইংলণ্ডীয়েরা ইং ১৭৮৮ বাং ১১৯৫ শালে এ দেশ গ্রহণ করিয়া ইং ১৮০১ বাং ১২০৮ শালে এ দেশে রাজ কর্ম্মের নীতি প্রকাশ করিয়াছেন। ১৩২॥

গণ্ডওয়ানা॥ গণ্ডওয়ানা নামক এক বৃহৎ রাজ্য আছে, ইহার দীর্ঘতা ৪০০ ক্রোশ ও প্রস্থতা ২৫০ ক্রোশ, এবং ইহার উত্তর দিগে আলাহাবাদ, ও বাহার, দক্ষিণ দিগে উড়িস্যা ও গোদাবরী নদী, পূর্ব্বদিগে আলাহাবাদ ও বাহার দেশ, এবং পশ্চিম দিগে মালোয়া ও বেরার ও আলাহাবাদ দেশ আছে, এ রাজ্যের অধিকাংশ স্থানে অন্তর ২ বসতি, ও মরুভূমি প্রযুক্ত জলকষ্টতা আছে, এবং এ স্থান অতিশয় পীড়া দায়ক তন্নিমিত্তে বহুকাল স্বাধীন ছিল, আর ইহার উর্ব্বরা ভূমি সকল নাগপুরের মহারাষ্ট্রীয়াধীন হইয়া চৌত্রিশগড় নামে খ্যাত হইয়াছে, কিন্তু এতদ্দেশীয় গোঁদজাতি দিগের যে স্থানে বসতি আছে, তথা কেবল বন আছে, ও কৃষী কর্ম্ম হয় না, তন্নিমিত্তে ইহার যে কোন গ্রামে শস্য জন্মিত, ঐ গোঁজাতিরা আগমন পূর্ব্বক তাবৎ শস্য লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিত, ইহারা হিন্দু জাতি কিন্তু পক্ষি মাংস ও পশ্বাদির মাংস ভক্ষণ করে, কেবল গোমাংস ভক্ষণ করে না, এবং পাণ্ডমা হইতে ৪০ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্ব দিগে দেবঘর

কারক এক গ্রামে ঐ জাতির প্রধান এক ব্যক্তি বসতি করিত, সে আওরঙ্গজেব বাদশাহের সেনাপতি কর্তৃক ধৃত হইয়া দিল্লী নগরে গিয়া জাতি ভ্রষ্ট হওয়াতে যবন হইল, তাহাতে বোরহানশাহ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া উক্ত বাদশাহকে গণ্ডওয়ানা রাজ্য অর্পণ করিল, তদন্তর ইহার পুত্র দিগকে মহারাষ্ট্রীয় ভোঁষলারা নাগপুরে বাস করাইল, কিন্তু অদ্যাপি তাহারদিগের জবনাপবাদ আছে, ও কোন প্রধান গোঁদ জাতির সহিত আহার ব্যবহার হইলে তাহারা যথেষ্ট সম্মান বোধ করে, ইহারদিগের বর্ত্তমান গোঁদ জাতিরা মহারাষ্ট্রীয়াধীন ছিল, কিন্তু সহজে কদাচ রাজস্ব দিত না, অতএব পরস্পর যুদ্ধ হইত, তৎপ্রযুক্ত গণ্ডওয়ানা রাজ্যের কখন উন্নতিছিল না। ১৩৩॥

গণ্ডকী॥ মুক্তি নাথের উত্তর দিগে মুস্তাং দেশে ও কারেনি স্থানের নিকট গণ্ডকী নদীর আরম্ভ হইয়াছে, এই মুস্তাং দেশ ভূতান রাজ্যের কোন প্রধান দেশ, সে বেণীসহর হইতে ১২ দিনের পথ অন্তর, এ স্থানে গণ্ডকীর প্রস্থ পরিমাণ প্রায় ৬০ হস্তের অধিক নহে, এবং ইহার উত্তর দিগ হইতে চারি দিনের পথ মুক্তিনাথ, তাহার অর্দ্ধ ক্রোশ মধ্যে গণ্ডকী নদীর শাল গ্রামী নাম ব্যক্ত আছে, যেহেতুক এ স্থানে গণ্ডকী তীরে অনেক শালগ্রাম জন্মে, তাহার বিশেষ এই যে কীটে প্রস্তর ভেদ পূর্ব্বক এক কিম্বা দুই ছিদ্র করে, সেই ছিদ্রাবলোকনে মূর্ত্তির প্রভেদ জ্ঞান হয়, ও শালগ্রাম ইষ্পাত সহিত ঘর্ষণে অগ্নির উৎপত্তি হইয়া থাকে, কিন্তু তদ্দ্বারা শীলা উষ্ণ হয় না, এবম্ভূত পরীক্ষা দ্বারা অকৃত্রিম বোধ হয়, ও ইহার ছিদ্র মধ্যে গণ্ডকীর বালুকা সহিত স্বর্ণরেতঃ থাকে, মুক্তিনাথের তিন দিবসাতীত স্থানে এক ক্ষুদ্র পুষ্করিণী দামোদরকুণ্ড নামে প্রসিদ্ধ আছে। ১৩৪॥

গয়া ॥ বাহার দেশে পাটনা হইতে ৫৫ ক্রোশ দক্ষিণে গয়া নামক এক নগর আছে, এ নগরে বৌদ্ধ অবতারের জন্ম হইয়াছিল, তাহাতে বৌদ্ধ গয়া নাম হইয়াছে, ও এই তীর্থ স্থানে প্রতি বৎসর ১৬০০০০ টাকা উপস্বত্ব অনায়াসে ইংলণ্ডী য়েরা প্রাপ্ত হইয়াছে, ও এনগরের ১৪ ক্রোশ উত্তর দিগ্বর্ত্তী এক পর্ব্বত মধ্যে নাগরজিনি নামক এক প্রসিদ্ধ গহ্বর আছে, তাহাতে সমুদয় এক প্রস্তরের খোদিত বাদামি আকৃতি এক কুঠরীর মধ্যে দুই প্রস্তর অঙ্কিত আছে, কিন্তু তাহাতে কোন শব্দ নাই, মেং উইল্কিনসনের এসিএটীক পুস্তকে ইহার বিশেষ ব্যক্ত আছে। ১৩৫ ॥

গাংপুর ॥ গণ্ডওয়ানা রাজ্যে গাংপুর নামে এক নগর আছে, ইহার উত্তর দিগে বাহার দেশীয় ছোটনাগপুর, ও ইহার তাবৎ স্থানে পর্ব্বত প্রযুক্ত কোন শস্য জন্মে না, আর এ স্থানে শঙ্খ নদী আছে, অপর মোগল দিগের রাজ্য কালে এই গাংপুর নগর আলাহাবাদের অধীন ছিল। ১৩৬ ॥

গাজিপুর ॥ আলাহাবাদ প্রদেশে গাজিপুর নামে এক গ্রাম আছে, ইহার উত্তর দিগে গগরা নদী, দক্ষিণ দিগে গঙ্গা, পূর্ব্ব দিগে ও গগরা, এবং পশ্চিম দিগে জৈনপুর, এ গ্রামে জলকষ্ট নাই, ও ইহার যে উর্ব্বরা ভূমি তাহাতে নানা শস্য জন্মে, আর এ স্থানে গোলাব জল অতি প্রসিদ্ধ রূপ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ১৩৭ ॥

গাঞ্জাম ॥ উত্তরসরকারে গাঞ্জাম নামে এক নগর আছে, তত্রস্থ যে এক উত্তম দুর্গ সে সুসজ্জিত হইলে, অনেক যুদ্ধ করণ যোগ্য হইতে পারে, এ নগরের নিকটস্থ গ্রামে গুড় ও

চিনি প্রস্তুত হইয়া, কিন্তু ইহার উত্তর দিগ নিম্ন ভূমি প্রযুক্ত বর্ষাকালে জলে মগ্ন হয়, ইং ১৮০৪ বাং ১২১১ শালে ইং লণ্ডীয়রা এ নগরে রাজকর্ম্মের নীতি প্রকাশ করিয়াছে। ১৩৮ ॥

গারো ॥ বঙ্গদেশের উত্তর পূর্ব্ব দিগে ইংলণ্ডীয়ের দিগের অধিকারস্থ কোন পর্ব্বতোপরি গারো নামক এক দেশ আছে, ইহার উত্তর দিগে রাঙ্গামাটী, ও পূর্ব্ব দিগে আশাম দেশ, কিন্তু ইহার প্রকৃত সীমা যথার্থ রূপে কখন নিশ্চয় হয় নাই, ব্যক্ত আছে, যে ইহার প্রধান নগরের নাম ঘোষগাং তথা উত্তম বসতি আছে, ও তথাকার ভূমি উর্ব্বরা, আর নাতি ও মহর্ষি, ও সোমেশ্বরী ও মহাদেব নামে চারি প্রধান নদী আছে, তাহার দিগের তীরস্থ মৃত্তিকাতে বালুকা ও প্রস্তর ও লৌহধাতু আছে, এবং মহাদেব নদীতে এক প্রকার অঙ্গার আছে, তাহার তৈল দ্বারা পর্ব্বতীয় লোক দিগের শ্বিত্র প্রভৃতি রোগ শান্তি হয়, এ দেশের লোকেরা দীর্ঘকায় ও বলবান্, ও পরিশ্রমী অথচ কর্ম্মিষ্ঠ হইয়া থাকে, কিন্তু ইহারদিগের কাফরি জাতির ন্যায় কর্কশ দৃষ্টি, নিম্ন নাসিকা, ক্ষুদ্র চক্ষুঃ, ললিত ললাট, উচ্চ ভ্রূ, বিস্তৃত বদন স্থূল ওষ্ঠ, এবং গোলমুণ্ড, আর স্ত্রীদিগের পুরুষস্বভাব, অধিক বল, খর্ব্ব ও কুৎসিতাবয়ব হইয়া থাকে, এবং তাবৎ পরিশ্রমের কর্ম্ম করে, ও তদ্দেশস্থ লোক দিগের খাদ্যাখাদ্য বিবেচনা নাই, অর্থাৎ কুক্কুর, সর্প ভেক প্রভৃতি ভক্ষণ ও মদ্য পান করে, অথচ চন্দ্র সূর্য্য ও মহাদেব পূজাও করিয়া থাকে, আর ইহার দিগের বিবাহ কালে উভয় পক্ষের মধ্যস্থ দ্বারা কিম্বা বর ও কন্যার পিতা মাতা কর্ত্তৃক সম্বন্ধ স্থির হয়, কিন্তু তাহাতে যদ্যপি কোন ব্যক্তি অসম্মত হয়, তবে ভিন্ন পক্ষের আত্মীয় বর্গ অথবা অন্য

লোক বল দ্বারা সম্মত করায়, এবং কনিষ্ঠা কন্যা সর্ব্বস্বের উত্তরাধিকারিণী হয়, ও ইহার স্বামীর পরলোক হইলে তাহার ভ্রাতৃগণের মধ্যে এক ব্যক্তিকে বিবাহ করে, যদি তাহারা ও না থাকে, তবে শ্বশুরকে বরমাল্য প্রদান করে, এবং তথাকার কোন লোকের মৃত্যু হইলে চারি দিবস পরে সে শবের অগ্নি সংস্কার হয়, তন্মধ্যে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পর লোক হইলে তাহার এক ভৃত্যের মস্তকচ্ছেদন করিয়া একত্র সৎকার করে, অপর গারো পর্ব্বতের নিম্ন ভাগে হাজিন্স নামক এক জাতি আছে, ইহারদিগের ব্যবহার প্রায় উক্ত জাতির ন্যায়, কিন্তু শাস্ত্র বিষয়ে কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে, যেহেতুক ইহারা গোহত্যা করে না, ও ব্যাঘ্রের পূজা করিয়া থাকে। ১৩৯ ॥

গারোনদী ॥ বঙ্গ রাজ্যে ও পদ্মা নামক গঙ্গার এক বৃহৎ শাখার তীরে ঢাকাজালালপুর সম্পৃক্ত গারোনদী নামে এক ক্ষুদ্র নগর আছে। ১৪০ ॥

গিজনি ॥ কাবুল দেশে এক ক্ষুদ্র পর্ব্বতোপরি গিজনি নামে যে এক নগর আছে, পূর্ব্বকালে সে অতি বলবন্ত ছিল, এ স্থানের অল্প দূরে মহম্মদশাহের এক মৃতাগার ও আর২ অনেক লোকের মৃতাগার আছে, তথা যবন তীর্থ যাত্রিরা গমন করিয়া থাকে ও সেই স্থানকে যবনেরা দ্বিতীয় মদিনা কহে, গিজনি নগরে ক্রমাগত ৪০০ চারি শত বৎসর প্রখ্যাত রূপে রাজত্ব হইয়াছিল, বিশেষতঃ সোলতান মহম্মদের রাজ্যকালে ইহার অত্যন্ত শোভা বৃদ্ধি হইয়াছিল, এবং তৎকালে যে সকল উৎকৃষ্ট গৃহ নির্ম্মিত হয়, সে তাবৎ প্রায় ভগ্ন হইয়া স্থানে২ পতিত হইয়াছে, তন্মধ্যে অবশিষ্টাংশ যাহা দৃষ্টি গোচর

হইতেছে, তাহাতে ও কোন শোভা মাত্র নাই, ই° ৯৭৫ শালে নাসরুদ্দীন সবক্তগী এ নগরের প্রথম সিংহাসনাভিষিক্ত হইয়া সর্ব্বদা হিন্দুস্থান আক্রমণ করিত, ইহার পরে অর্থাৎ ই° ৯৯৭ শালে এমারইস্মাএল ও সোলতান মহম্মদ এবং ই° ১০২৮ শালে সোলতান মহম্মদ ও সোল্‌তান মাসুদ ও ই° ১০৪১ শালে এমারমদুদ, ১০৪৯ শালে আবুজাফের মাসুদ, ই° ১০৫১ শালে সোলতান আবদুলরসীদ ই° ১০৫২ ফিরাখজাদ, ই° ১০৫৮ শালে সোলতান এব্রেহেম, ই° ১০৯৮ শালে আলা উদ্দীন, ই° ১১১৫ শালে আরসালনশাহ, ১১১৮ শালে বায়রামসাহ, ১১৫২ শালে খোসরোশাহ, ১১৫৯ শালে খোসর মালেক ইহার সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন, এবং ১১৭১ শালে সাহেব উদ্দীন মহম্মদ গোরি এই নগর ও ইহার রাজ্য জয় করিয়া সবক্তগী বংশীয়দিগকে বহিষ্করণ করিল, তথাচ তাহারা লাহোরে গমন করিয়া রাজ্য করত প্রায় ১১৮৫ শালে তাহারদিগের রাজ্য লোপ হইল, এবং ঐ গিজনির রাজধানী ও ক্রমে হ্রাস হইয়া এইক্ষণে একেবারে নষ্ট হইয়াছে, এবং যে পর্ব্বতের উপর এ নগর স্থাপিত আছে, তাহার নিম্ন দিয়া এক নদী গমন করিয়াছে, এ নগর কাবুল হইতে ৮২ ক্রোশ, দিল্লী হইতে ঐ দেশ দিয়া গমনে ৯১৭ ক্রোশ অন্তর হইবেক। ১৪১॥

গুজরাট॥ হিন্দুস্থান মধ্যে গুজরাট নামে এক বৃহৎ দেশ আছে, ইহার দীর্ঘতা ৩২০ ক্রোশ প্রস্থতা ১৮০ ক্রোশ এবং উত্তর দিগে আজমের দেশ, দক্ষিণ দিগে সমুদ্র ও আওরঙ্গাবাদ পূর্ব্ব দিগে মালোয়া ও খান্দেশ, এবং পশ্চিম দিগে সমুদ্র ও কচ

দেশীয় বালুকা ভূমি, গুজরাট দেশের অধিকাংশ বন, কিন্তু সে কেরা সে বন পরিষ্কার করিতে সম্মত হইত না, কারণ তদ্দ্বারা শত্রুর আগমনে প্রকৃত রূপে বাধা ছিল, ইহার বহির্দেশে মরু ভূমি ও জলকষ্ট প্রযুক্ত শস্য জন্মে না, কিন্তু ইহার অন্যান্য স্থানে শাকাদি জন্মে, এবং তুলা, বস্ত্র ও শস্যাদি বোম্বে দেশে প্রেরিত হইত, তথা হইতে চিনি অপক্ক চিক, মরিচ, নারিকেল ইত্যাদি এ দেশে আনীত হইত, তৎকালে গুজরাটে মোগল জাতি বাদশাহদিগের অতিশয় দৌরাত্ম্য ছিল, এবং ঐ বন মধ্যে প্রসিদ্ধ দস্যু এক জাতির বসতি ছিল, তাহারা পরস্পরের দ্রব্যাদি অপহরণ করিত, ও অশ্বারোহণ পূর্ব্বক দূর দেশে চৌর্য্য করিত, গুজরাটের ব্রাহ্মণ ও বণিক ভিন্ন অপর জাতিরা তন্ত্রবায় ব্যবসায় করে, তন্মধ্যে কেহ ধনহীন হইলে আপন, বাণিজ্যাগারে ও ভদ্রাসনে এক ২ প্রদীপ প্রজ্বলিত করিত যেহেতুক তদ্দ্বারা তাহারদিগের নির্ধনতা প্রকাশ হয়, এমত রীতি আছে, এ দেশে অনেক পুষ্করিণী ও উত্তম কূপ আছে, তন্মধ্যে বারোডা নামক স্থানের নিকট এক পুষ্করিণী খনন করিতে ৯০০০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছিল, ইং ১০২৫ বাং ৪৯২ শালে মহম্মদশাহকর্ত্তৃক গুজরাট দেশ প্রথম অধিকৃত হয়, এবং দিল্লী রাজ্য স্থাপিত হইলে বহুকাল পর্য্যন্ত এ দেশ পাঠান জাতি বাদশাহের অধীন ছিল, তৎপরে জবন ধর্ম্মাক্রান্ত কোন ক্ষত্রিয় রাজা আহমদাবাদের বসতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক তদ্দেশ হইতে স্বধর্ম্মমতাবলম্বী কএক ব্যক্তির সহিত এ দেশে আগমন করত স্বাধীন রাজা হইয়াছিল, পরে ইং ১৫৭২ বাং ৯৭৯ শালে যুদ্ধে পরাভূত হইলে আকবরসাহ বাদশাহের অধিকার

হইল, ও অওরঙ্গজেব বাদশাহের পরলোক হইলে ইং ১৮০৭ বাং ১২১৪ শালে মহারাষ্ট্রীয়েরদের অধিকার ছিল, কিন্তু ইদানীং ইংলণ্ডীয়দিগের অধিকার হইয়াছে। ১৪২॥

গুমসর॥ উত্তর সরকারের উত্তর পশ্চিম সীমারচ্ছিন্ন ও গাঞ্জাম হইতে ৪৩ ক্রোশ উত্তর পশ্চিম বর্ত্তী গুমসর নামক এক নগর আছে, ইহার নিকট এতাদৃশ নিবিড় বন যে তাহার ছেদ করণ দুঃসাধ্য হয়, এই নগর ভারতবর্ষের তাবৎ স্থানাপেক্ষায় উষ্ণ স্থান, ও এ নগরে সূর্য্যের উত্তাপ অতিশয় বোধ হয়, ইং ১৭৫৭ বাং ১১৬৪ শালে এম বাসির সাত জন যোদ্ধা এ স্থানে পীড়িত হইয়া একদাকাল প্রাপ্ত হইয়াছিল। ১৪৩॥

গোকর্ণ॥ উত্তর কর্ণাটে গোকর্ণ নামে এক নগর আছে, তাহাতে ৫০০ গৃহস্থ লোক বসতি করে, ইহার মধ্যে ১৫০ ঘর ব্রাহ্মণ জাতি, আর এ নগরের স্থানে২ তাল ও নারিকেল বৃক্ষ আছে, এবং মহাবলীশ্বর নামক এক মূর্ত্তি আছে, তন্নিমিত্তে ব্রাহ্মণেরা এ নগরের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে, ইহার ছয় ক্রোশ উত্তর গঙ্গাবলি নামক এক জলাশয় আছে, হিন্দু ভূগোল বেত্তারা তাহাকে হৈযগ ও হৈব বলে, এই গঙ্গাবলিদ্বারা এ নগর কঙ্কনা হইতে পৃথক্ হইয়াছে, অপর এ নগরে যে লবণ জন্মে, সে অপকৃষ্ট। ১৪৪॥

গোমতী॥ কুমাইউন পর্ব্বত হইতে গোমতী নাম্নী নদী আরম্ভ হইয়া দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগে গমন পূর্ব্বক লক্ষ্ণৌ নগর ও জৈনপুর দিয়া কাশীর নিকটে গঙ্গাতে মিলিতা হইয়াছে, এ নদী অতিশয় বক্রভাবে গমন করিয়াছে। ১৪৫॥

গোয়া॥ বিজাপুর প্রদেশে পোর্তুগীসদিগের অধিকারস্থ গোয়া নামক রাজধানী এক নগর তদ্ভিন্ন আর ও এক গোয়া নগর আছে, তাহার বিশেষ এই যে প্রাচীন গোয়া নগর তদ্দেশস্থ নদীহইতে ৮ ক্রোশ অন্তর, তথা অনেক নির্দয় লোকের বসতি ও সে স্থান অতি পীড়াদায়ক, অতএব পোর্ত্তুগীসেরা তথাকার বসতি পরিত্যাগ করিয়াছিল, কিন্তু সে স্থানে যে উত্তম দেবালয় ও গৃহ আছে, তদ্রূপ ইউরোপীয়রা কোন স্থানে নির্ম্মাণ করিতে পারেন নাই, আর নূতন যে গোয়া নগর সে ঐ নদীর সম্মুখে স্থাপিত আছে, তথা পোর্তুগীসেরা বাস করে, ইং ১৪৬৯ বাং ৮৭৬ শালে দক্ষিণ দেশীয় ভামিনী রাজা বিজানগরের হিন্দু রাজাকে পরাস্ত করত এই নগর অধিকার করিয়াছিল, পরে ইং ১৫১০ বাং ৯১৩ শালে আলবকর্কের অধিকার হইলে এ স্থান উত্তম রূপে বদ্ধ করাতে পোর্ত্তুগীসেরদের রাজধানী নগর হইল, ইং ১৫১৮ বাং ৯২৫ শাল পর্য্যন্ত ইহার উন্নতি হইয়াছিল, কিন্তু পোর্তুগীসদিগের অতিশয় দৌরাত্ম্য দ্বারা ক্রমশঃ হ্রাস হইতে লাগিল, এ নগর পুণ্য গ্রাম হইতে ২৩৫ ক্রোশ বোম্বে হইতে ২১২ ক্রোশ দিল্লী হইতে ১১৫৮ ক্রোশ এবং কলিকাতা হইতে ১৩০০ ক্রোশ অন্তর। ১৮১॥

গোয়ালপাড়া॥ ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণ দিগে এবং আশাম রাজ্যের নিকট বঙ্গ দেশেররাঙ্গামাটী স্থান সন্মুখে গোয়ালপাড়া নামক এক নগর আছে, এ নগর ঢাকা হইতে ১৭০ ক্রোশ উত্তর পুর্ব্ব দিগে, এ স্থানে আশাম দেশীয়

লোকেরা বাণিজ্য করে, আর তাহারা এ নগর হইতে কোন ২ দ্রব্যের পরিবর্ত্তে কএক প্রকার অত্যাপকৃষ্ট লবণ লইয়া যায়। ১৮২॥

গোয়ালিয়ার॥আগরা প্রদেশে আগরা নগর হইতে ৮০ ক্রোশ দক্ষিণ দিগে পর্ব্বতোপরি প্রস্তরের প্রাচীর বেষ্টিত ও তদ্দেশীয় লোক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত গোয়ালিয়ার নামে এক কঠিন দুর্গ আছে, ইহার দীর্ঘ পরিমাণ এক ক্রোশের ন্যূন হইবেক, ও প্রস্থ প্রায় ৬০০ হস্তের অধিক নহে, ইহার উত্তর দিগের প্রাচীর ২২৮ হস্ত ঊর্দ্ধ তথা উত্তম জল বিশিষ্ট এক বৃহৎ জলাশয় আছে, ইং ১৭৮০ বাং ১১৮৭ শালে এই উচ্চ স্থানে মেজর পাপহাম যুদ্ধ করিয়া গোয়ালিয়ারের দুর্গ অধিকার করেন, ইহার প্রাক্ কালে নিশ্চিত জ্ঞান ছিল, যে এ দুর্গের কোন শত্রু ভয় নাই, ঐ পর্ব্বতের পূর্ব্ব দিগে গোয়ালিয়ার নামে যে এক নগর আছে, তাহাতে চারি ক্রোশ পর্য্যন্ত অনেক বসতি ও প্রস্তর নির্ম্মিত অনেক গৃহ আছে, এবং নগরের পূর্ব্ব দিগে স্বনরিকা নামে এক নদী বহে বসন্ত কালে তাহার জল প্রায় শুষ্ক হয়, আর উত্তর দিগস্থ পর্ব্বতোপরি উত্তম নির্ম্মিত দুই স্তম্ভ যুক্ত এক গৃহ আছে, এই গোয়ালিয়ার নগর হিন্দুস্থানের মধ্যস্থল, তন্নিমিত্তে এ স্থানে চিরদিন ব্যাপিয়া অনেক যুদ্ধ হইয়াছে, মোগল জাতির রাজ্য কালে ইহার ঐ দুর্গ মধ্যে বাদশাহ কুলোদ্ভবেরা অপরাধ ক্রমে বদ্ধ থাকিতেন, ইং ১০০৮ বাং ৪১৫ শালে এই নগরের কোন হিন্দু রাজার সহিত যবনদিগের যুদ্ধ হওয়াতে যবনাধিকার হইয়া পুনর্ব্বার হিন্দু জাতির অধিকার হইয়াছিল, পরে ইং ১২৩৫ বাং

৬৪২ শালে আলতামস নামক দিল্লীর পাঠান বাদশাহ এ নগর প্রাপ্ত হইলেন, এবং তাহার রাজত্বের পর অবধি ১০০ বৎসর পর্য্যন্ত পুনর্ব্বার হিন্দুর রাজ্য হইয়া পশ্চাৎ দিল্লীর বাদশাহ এব্রেহেম লোদির অধিকার হইয়াছিল, ইং ১৫৪৩ বাং ৯৫০ শালে ঐ বাদশাহের অমাত্য আফগান জাতির সেরখাঁ নামক এক ব্যক্তির নিকট হইতে হোমাইউন বাদশাহ এ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু এই প্রকারে গোআলিয়ার দুর্গ অল্প কালের মধ্যে বারম্বার হস্তান্তর হওয়াতে ক্রমে মোগল বাদশাহ দিগের হ্রাস হইল, পরে গোহদের রানার ও তদন্তর মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধিকার হইয়াছিল, এবং ইং ১৭৮০ বাং ১১৮৭ শালে ইংলণ্ডীয়েরদের অধিকার হওয়াতে মাধজী সিন্ধিয়া কএক মাস পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া নিরস্ত হইল, এই যুদ্ধে গোয়ালিয়ার দুর্গের এক কোণ মাত্র ভগ্ন হইয়াছিল, এই নগর দীল্লি হইতে ১৯৭ ক্রোশ লক্ষ্নৌ হইতে ২১১ ক্রোশ কাশী হইতে ৩৫৫ ক্রোশ নাগপুর হইতে ৪৮০ ক্রোশ এবং কলিকাতা হইতে বীরভূম দিয়া ৮০৫ ক্রোশ অন্তর। ১৮৩ ॥

গোয়াহাটী ॥ আশাম রাজ্যে গোয়াহাটী নামক এক রাজধানী নগর আছে, ইহার চতুর্দ্দিগে ব্রহ্মপুত্র নদ এবং তাহার উভয় তীরে নানা পর্ব্বত আছে, তদ্দ্বারা এই নগর উত্তম রূপে বদ্ধ হইয়াছে, ঐ সকল পর্ব্বতোপরি নানা নগর আছে ১৮৪ ॥

গোরক্ষপুর ॥ অযোধ্যা প্রদেশে গোরক্ষপুর নামে এক নগর আছে, ইহার উত্তর দিগের পর্ব্বত ও বন দ্বারা নেপাল রাজ্য পৃথক হইয়াছে, দক্ষিণ দিগে দেবহা অর্থাৎ

ঘর্ঘরা নদী, পূর্ব্ব দিগে গণ্ডকী নদী, ইং ১৮০১ বাং ১২০৮ শালে অযোধ্যার নবাবের নিকট মারকুইস ওএলিসলি এই নগর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৮৫॥

গোরখা॥ উত্তর হিন্দুস্থানে ইদানীন্তন নেপালীয় রাজার গোরখা নামক প্রাচীন এক রাজধানী নগর আছে, এ নগরে ধিনওয়ার, ও রাজপুত ও নিয়ার এবং অধিকাংশ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতি বাস করে, তন্মধ্যে শেষোক্ত দুই জাতিরা এতদ্দেশীয় রাজা পৃথ্বীনারায়ণের অধীনে কর্ম্ম করে, এবং এ স্থানের বর্ত্তমান রাজারা গণ্ডকী নদীর তীরস্থ পর্ব্বতীয় গ্রামে ও এ নগরের নিকটস্থ স্থানে সর্ব্বদা দৌরাত্ম্য করত, ক্রমে এই রাজ্য পদ প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহারা উদয়পুরের রাজ কুলোদ্ভব কহিয়া আপনারদিগকে প্রকাশ করে, ইং ১৭৬৮ বাং ১১৭৫ শালে পৃথ্বীনারায়ণ রাজা কর্ত্তৃক নেপাল দেশ অধিকৃত হইলে কাটা মুণ্ড নগরে এই গোরখার রাজধানী হইয়া পরে ইহার অনেক হ্রাস হইয়াছিল, কথিত আছে, যে এ নগরের নিকট এক বৃহৎ স্ফাটিকময় পর্ব্বত আছে। ১৮৬॥

গোলকন্দা॥ হয়দরাবাদ হইতে ৬ ক্রোশ উত্তর পশ্চিম দিগে গোলকন্দা নামে এক কঠিন দুর্গ আছে, প্রথমতঃ এ স্থানে বহুকাল পর্য্যন্ত হিন্দুরাজধানী ছিল, এবং হয়দারাবাদে কোন যুদ্ধ উপস্থিত হইলে নিজাম বাদশাহের অনুমত্যনুসারে তদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত বণিকেরা ধন সহিত ঐ দুর্গ মধ্যে বাস করিত, এ স্থানে হিন্দুর রাজত্ব শেষ হইয়া ভামিনি রাজার অধিকার হইয়াছিল, তৎপরে কোতর সাহের রাজ্য হইল, এবং ইং ১৬৯০ বাং ১০৯৭ শালে সাত মাস যুদ্ধ পূর্ব্বক আরঙ্গজেব

বাদশাহের মোগল জাতি সৈন্যের অধিকার হইল, এই কোত বশাহি বাদশাহ ইং ১৭০৪ বাং ১১১১ শালে এ স্থানের কারাগারে বদ্ধ হইয়া কাল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৮৭॥

গোহদ ॥ আগরা প্রদেশে চম্বল নদীর দক্ষিণ দিগে পর্ব্বতোপরি গোহদ নামক এক দেশ আছে, ইহার চত্তুর্দিগ উত্তম রূপে বদ্ধ আছে, ও ইহার প্রধান নগরের নাম গড়গোয়ালিয়ার তথা এক প্রসিদ্ধ দুর্গ আছেং ইং ১৭৯০ বাং ১১৯৭ শালে বিবেচিত হইয়াছিল যে এ দেশে ২২০০০০০ লক্ষ টাকা উপস্বত্ব হইত। ১৮৮॥

গৌড় ॥ বঙ্গদেশে রাজমহল সম্পৃক্ত গৌড় নামে এক প্রাচীন রাজধানী নগর পূর্ব্বকালে হোমাইউন বাদশাহ কর্তৃক জেনাতাবাদ নামে ব্যক্ত ছিল, কিন্তু ইদানীং বনময় হওয়াতে তন্মধ্যে ব্যাঘ্র প্রভৃতি নানা পশু বাস করে, এ নগরের পূর্ব্ব কালীয় দুই বৃহৎ উচ্চ দ্বারের চিহ্ন দৃষ্ট হয়, এবং তথাকার পতিত গৃহের ইষ্টক দ্বারা মুরসিদাবাদের ও মালদহের নানা স্থানে গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে, ইং ১২০৪ বাং ৬১১ শালে মহম্মদ বক্তিয়ার খীলজী বঙ্গদেশ জয় করত, গৌড় নগরে রাজ ধানী করিয়া হিন্দু জাতির শেষ স্বাধীন রাজা লক্ষ্মণ সেনকে নবদ্বীপ হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছিল, তৎপরে ইং ১৫৫৩ বাং ৯৬০ শালে হুমাউন বাদশাহ সেরখাঁ নামক এক পাঠান নের অনুসন্ধান করত বঙ্গদেশে আগমন পূর্ব্বক গৌড় রাজ্য অধিকার করিলেন, ইহার পূর্ব্ব এই বাদশাহ হিন্দুস্থান হইতে ঐ সেরখাঁ কর্তৃক বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন। ১৮৯॥

গৌতমপুর ॥ আলাহাবাদ রাজ্যে ও লক্ষ্ণৌ হইতে ৬৫ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিম দিগে গৌতমপুর নামে এক নগর আছে, ইহার নিকট আলাহাবাদের ও আগরা প্রদেশের সীমারম্ভ হইয়াছে। ১৯০ ॥

ঘাট ॥ কাবেরী নদীর উত্তর দিগ অবধি কৃষ্ণা নদীর তীর পর্য্যন্ত শৃঙ্খলবৎশ্রেণীবদ্ধ ঘাট নামে নানা ক্ষুদ্র পর্ব্বত আছে, তদ্দ্বারা কর্ণাট রাজ্য দুই খণ্ড হইয়াছে, অর্থাৎ বালা ঘাট নামক পর্ব্বতস্থ কর্ণাট ও তাহার নিম্ন ভাগের কর্ণাট, এই নিম্ন কর্ণাট হিন্দুস্থানের সমুদ্র তীর পর্য্যন্ত সমান রেখায় থাকিয়া বুরহানপুরের পর্ব্বত দ্বারা অদৃশ্য হইয়াছে। ১৯১॥

ঘোষগ্রাম ॥ গারো দেশে ও বঙ্গ দেশের পশ্চিম সীমাতে এবং নাতি নদীর পশ্চিম দিগে ঘোষগ্রাম নামক এক প্রধান গ্রাম আছে, তথা গারো জাতির বসতি, এ গ্রামের মৃত্তিকা কৃষ্ণ ও রক্ত বর্ণ মিশ্রিত, এবং এ স্থানে পাট ও ঘৃত অত্যুত্তম জন্মে, তদ্ভিন্ন যে ধান্য উৎপন্ন হয়, সে বারানসের ধান্যের সমান হয়, এবং যে মসিনা জন্মে, সেবঙ্গ দেশীয় মসিনা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৃহৎ হইয়া থাকে ও তাহাতে তৈল অত্যুকৃষ্ট হয়। ১৯২ ॥

চট্টগ্রাম ॥ বঙ্গ ভূমির দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগে চট্টগ্রাম নামে এক দেশ আছে, ইহার দীর্ঘতা ১২০ ক্রোশ ও প্রস্থতা ২৫ ক্রোশ এ দেশের উত্তর দিগে ত্রিপুরা, দক্ষিণ দিগে আরাকেন, পূর্ব্ব দিগে ব্রহ্মরাজ্য ও পশ্চিম দিগে সমুদ্র, চট্টগ্রামের অত্যল্প ভূমিতে শস্য ও কাফি ও মরিচ ইত্যাদি উৎপন্ন হয়, তদ্ভিন্ন বন ও পর্ব্বত আছে, এবং এ স্থানের সমুদ্র তীরে ইসলালাবাদ নামক এক ঘাট তথা এতদ্দেশীয় ব্যবসায়ী

লোকেরা চট্টগ্রামীয় ও ভিন্ন দেশ হইতে আনীত কাষ্ঠ দ্বারা প্রতি বৎসর বৃহৎ২ জাহাজ নির্ম্মাণ করে, এবং এ স্থানে লবণ প্রস্তুত করণের ইংলণ্ডীয়দিগের এক গৃহ আছে, আর নাফ নদী তীরে নিবিড় বন মধ্যে যে লোকেরা বাস করে, তাহারা ঐ বনের হস্তি ধারণ পূর্ব্বক পালন করিয়া থাকে, আর ইস লামাবাদের ২০ ক্রোশ উত্তর দিগে সীতাকুণ্ড নামক এক উষ্ণ কূপ আছে, তাহাতে অগ্নি স্পর্শ মাত্রে প্রজ্জ্বলিত হয়, ইং ১৬৬৬ বাং ১০৭৩ শালে এই চট্টগ্রাম করতল করণার্থে বঙ্গ দেশীয় সুবেদার শাএস্তা খাঁ কর্ত্তৃক উম্মেদখাঁ প্রেরিত হইয়া ঢাকা নগরে সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক মেঘনা নদী দিয়া গিয়া তদ্দেশ জয় করত, উক্ত ঘাটের নাম ইসলামাবাদ ব্যক্ত করিল, ও এই অবধি এ দেশ মোগল রাজ্য ভুক্ত হইল, কিন্তু ইংলণ্ডীয়েরা ত্বরায় এই সম্বাদ প্রাপ্ত হইয়া এই দেশে সংগ্রাম পূর্ব্বক ইং ১৬৮৬ বাং ১০৯৩ শালে হুগলির তাবৎ রাজ্য কর্ম্ম এই স্থানে স্থাপিত করিতে বিবেচনা করিলেন, ইং ১৬৮৯ বাং ১০৯৬ শালে ইংলণ্ডীয়েরা আওরঙ্গজেব বাদশাহের সহিত যুদ্ধার্থে চট্টগ্রামে যাইয়া সকল উদ্‌যোগ করিয়াছিলেন, সে তাবৎ তৎকালে নির্ম্মূল হইয়াছিল, কিন্তু ইং ১৭৬০ বাং ১১৬৭ শালে নবাব জাফেরআলি খাঁ ঐ দেশ ইংলণ্ডীয়দিগকে অর্পণ করিল। ১৯৩॥

চণ্ডপুর॥ আলাহাবাদ রাজ্যে বন্দেল খণ্ড নগর সম্পৃক্ত ও ঘাট নামক পর্ব্বত শ্রেণীর নিম্ন ভাগে চতুর্শাল রাজা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত চণ্ডপুর নামে এক নগর আছে, তথা এই রাজা বাস করাতে বহু বাণিজ্য হইয়াছিল, যেহেতুক বন্দেলখণ্ডে

তৎকালে আর কোন নগর ছিলনা, এবং চণ্ডপুর নগর মেরজা পুরের ও দক্ষিণ রাজ্যের মধ্যস্থলে স্থাপিত প্রযুক্ত এই স্থানে তাবৎ বাণিজ্য দ্রব্যের কর সম্বৎসরে ৪০০০০০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ হইত, কিন্তু ইদানীং এই নগরের পূর্ব্বাবস্থার সহিত আধুনীক ভাবের পরীক্ষা করিলে যথেষ্ট হ্রাস বোধ হয়, অপর বন্দেল খণ্ড ইংলণ্ডীয়েরদের অধিকার হইলে চণ্ডপুরে ও ইহার নিকটবর্ত্তী অনেক গ্রামে কুঁভার লোনি সাহেবের অধিকার ছিল, চণ্ডপুর নগর আগরা হইতে ২১২ ক্রোশ কাশী হইতে ২৩৭ ক্রোশ নাগপুর হইতে ২০২ ক্রোশ উজ্জয়িনীহইতে ৩২০ ক্রোশ কলিকাতা হইতে ৬৯৮, ক্রোশ এবং বোম্বে হইতে ৭৪২ ক্রোশ অন্তর। ১৯৪ ॥

চণ্ডা ॥ গণ্ডওয়ানা রাজ্যে নাগপুরের মহারাষ্ট্রীয়ের অধীন চণ্ডা নামে এক বৃহৎ নগর আছে, এ নগরের প্রায় বালুক ভূমি, তথাচ ধান্য ও ইক্ষু ও শাকাদি জন্মে, এবং এ স্থান হইতে উত্তর সরকারে তুলা প্রেরিত হয়, চণ্ডা নগরের লোকেরা যথেষ্ট ছাগ ও মেষ পালন করে, অপর আওরঙ্গজেব বাদশাহের বর্ত্তমান কালে এই নগর বেরার দেশ ভুক্ত ছিল, কিন্তু প্রকৃত রূপে অধীন হয় নাই। ১৯৫ ॥

চণ্ডানি ॥ লাহোর রাজ্যে পর্ব্বতোপরি শিখ জাতির অধিকারস্থ চণ্ডানি নামে এক উত্তম নগর আছে, তথা যথেষ্ট লোক বসতি করে, ও তাহার পূর্ব্ব দিগে এক নদী আরম্ভ হইয়া বেগগতিতে বাম দিগে গমন করিতেছে। ১৯৬ ॥

চন্দ্রগিরি ॥ শ্রীরঙ্গপত্তন হইতে ১০৮ ক্রোশ উত্তর দিগে মহিসুর দেশস্থ পর্ব্বতোপরি চন্দ্রগিরি নামে এক দুর্গ

আছে সে প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত নহে, এই পর্ব্বত মধ্যে লৌহ জন্মে। ১৭৩॥

চন্দ্রনগর॥ বঙ্গদেশ মধ্যে গঙ্গার পশ্চিম তীরে চন্দ্র নগর নামে এক ক্ষুদ্র গ্রাম আছে, তাহাতে ফ্রান্স জাতিরা বাস করে, ইং ১৭৫৭ বাং ১১৬৪ শালে ইহারদিগের সহিত এডমিরেল ওয়াটসন এবং কলনেল ক্লাইবের অধীন সৈন্যরা ঘোরতর সংগ্রাম করিয়াছিল, তাহাতে অনেক সৈন্য নষ্ট হইয়া এই নগর ইংলণ্ডীয়দিগের অধিকার হইয়াছিল, এ স্থান দীর্ঘে ২ ক্রোশ এবং কলিকাতা হইতে ২০ ক্রোশের অধিক দূর হইবেক। ১৭৪॥

চব্বিশপরগণা॥ বঙ্গদেশে কলিকাতা নগরের দক্ষিণ দিগে ও গঙ্গার পূর্ব্ব দিগে চব্বিশ পরগণা নামে এক দেশ আছে, ইহার দীর্ঘ পরিমাণ সর্ব্বশুদ্ধা চতুর্দ্দিগে প্রায় ৮৮২ ক্রোশ হইবেক, পূর্ব্বকালে এ অতি ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল, এবং ইং ১৭৫৭ বাং ১১৬৪ শালে কোন ভূস্বামীর অধিকার হইয়া ছিল, পরে ইংলণ্ডীয়দিগের অধিকার হওয়াতে ইং ১৭১৫ বাং ১১২২ শালে দশ বৎসর জন্যে লার্ড ক্লাইবের অধীন ছিল, ইদানীং বসতির ক্রমশঃ বৃদ্ধি হওয়াতে ইহার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। ১৭৫॥

চম্পানিয়ার॥ গুজরাট প্রদেশে প্রস্তর প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ও ৪২ টা স্তম্ভ যুক্ত চম্পানিয়ার নামে এক নগর আছে, পূর্ব্বকালে এ নগর ভীল জাতির বংশোদ্ভব অথচ এ স্থানের হট্ট বাসী চম্পা নামক কোন ব্যক্তি কর্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল,

তাহানামানুসারে এ নগর চম্পানিয়ার নাম প্রাপ্ত হইয়াছে, ইং ১৫৩৪ বাং ৯৪১ শালে এ নগরে গুজরাটের রাজধানী হইয়াছিল, তৎপরে হুমাউন বাদশাহ্‌ যুদ্ধে জয়ী হইয়া এ স্থানের ক্ষাবৎ ধন অপহরণ করিয়াছিলেন, এ স্থানে অনেক দূর ব্যাপিয়া হিন্দু ও যাবনিক দেবালয়ের নানা চিহ্ন দৃষ্ট হওয়াতে বোধ হয়, যে এ অতি বৃহৎ নগর ছিল, এই চম্পানিয়ার কেম্বে হইতে ৫৫ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্ব দিগে স্থাপিত আছে। ১৭৬॥

চম্বল॥ মালোয়া প্রদেশে নর্ম্মদা নদী হইতে ১৫ ক্রোশের মধ্যে ও মন্দু নামক এক প্রাচীন নগরের নিকট চম্বল নদী আরম্ভ হইয়া উত্তর পূর্ব্ব দিগে কোটা নগর দিয়া অনেক নদীর সহিত মিশ্রিতা হইয়া উৎপত্তি স্থানাবধি ৪৪০ ক্রোশ পর্য্যন্ত গমন পূর্ব্বক এটোয়ার ২০ ক্রোশ উত্তর দিগে যমুনাতে পতিতা হইতেছে, এবং ধোলপুরের নিকট কৈত্রী নামক স্থানে ইহার এক খাড়ি প্রায় এক ক্রোশের তৃতীয়াংশ প্রশস্ত আছে, এই চম্বল নদী দ্বারা ইংলণ্ডীয়দিগের রাজ্য দৌলতরাও সিন্ধিয়ার দেশ হইতে পৃথক হইয়াছে। ১৭৭॥

চাতরপুর॥ আলাহাবাদ প্রদেশে ও ঘাট নামক পর্ব্বত শ্রেণীর নিম্ন ভাগে বন্দেল খণ্ড সম্মুক্ত চত্তুংশাল রাজার স্থাপিত চাতরপুর নামে এক নগর আছে তথা কখনং এই রাজার বাস করাতে ক্রমে ইহার উন্নতি হইয়াছিল, এবং যৎকালে এই নগর দক্ষিণ দেশের ও মেরজাপুরের মধ্যস্থল ছিল, তৎকালে বন্দেল খণ্ডে কোন নগর ছিল না, সুতরাং চাতরপুরে যথেষ্ট বাণিজ্য হইত, এবং পানা নগরের হীরক খনির যে রাজস্ব উৎপন্ন হইত, সে তাবৎ এ স্থানে সংগ্রহ হইত, তদ্ভিন্ন কেবল

চাতরপুরের ৪০০০০০ লক্ষ টাকা রাজ কর উৎপন্ন ছিল, পরে যে সময়ে বন্দেলখণ্ড দেশে ইংলণ্ডীয়দিগের অধিকার হইল, তৎকালে চাতরপুর এবং তাহার নিকটস্থ গ্রাম কুঙার দৌলি সাহের অধীন ছিল। ১৭৮॥

চাম্পা। লাহোর রাজ্যে পর্ব্বতোপরি চাম্পা নামক এক বৃহন্নগর আছে, ইহার পূর্ব্ব দিগে রেয়া নদী, ও শিখ জাতির অধিকার, এবং রেবী অর্থাৎ ইরাবতী নদী দ্বারা এই নগর দুই খণ্ড হইয়াছে। ১৭৯॥

চিঞ্চুর॥ আওরঙ্গাবাদে ও বোম্বে হইতে পুণা নগরে গমনের পথি মধ্যে এক নদীর উত্তর তীরে উত্তম রূপে স্থাপিত চিঞ্চুর নামে এক নগর আছে, তথা ৫০০০ সহস্র ঘর গৃহস্থের বসতি, তন্মধ্যে ৩০০ ঘর ব্রাহ্মণ জাতি, এই নগরের তাবৎ গৃহ সুন্দর ও পথ পরিষ্কৃত দৃষ্ট হয়, আর চিন্তামণি দেও নামক এক ব্যক্তি এই নগরে বসতি করিয়াছিল, তাহাকে অনেকানেক মহারাষ্ট্রীয়েরা গণপতি নামক এক অবতারের অংশ বোধ করিত, ইহার প্রথম অবতারাবধি চিন্তামণি দেও ও নারায়ণ দেও নামের পরিবর্ত্তন হইতেছে, অর্থাৎ চিন্তামণি দেওএর পুত্র নারায়ণ দেও ও তৎ পুত্রের নাম চিন্তামণি দেও এই প্রকার ক্রমে হইতেছে, ও ইহারদিগের যে আধুনিক অবতার সে অষ্টম পুরুষ হইল, তথাকার ব্রাহ্মণেরা ব্যক্ত করেন যে ইহার প্রত্যেক দেও লোকান্তর গতে তাহার সৎকারের ভস্মের উপর গণপতির অবয়বের চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে, তন্মধ্যে কোন চিহ্ন মূর্ত্তিমান্ হইয়া স্বয়ং গাত্রোত্থান করিয়াছিলেন। তদবধি তথাকার ব্রাহ্মণেরা সেই মূর্ত্তি ও প্রত্যেক দেওর চিতাভস্ম মন্দিরে স্থাপন

পূর্ব্বক পূজা করে, এবং এ স্থানের স্ত্রী লোকেরা তন্মূর্ত্তির মস্তকে দুগ্ধ ও জল ও তৈল অভিষেক করে, আর তীর্থ যাত্রিরাও এই দেবতার পূজা করিয়া থাকে। ১৮০ ॥

চিটলাং ॥ উত্তর হিন্দুস্থানে নেপাল রাজ্যের সীমা বচ্ছিন্ন চিটলাং নামে এক নগর আছে, তাহাতে ইষ্টক নির্ম্মিত অনেক গৃহ আছে, এবং নেপালের দক্ষিণ দিগ হইতে আগমনে প্রথমে কেবল এই নগর দৃষ্ট হয়। ১৮১ ॥

চিতপুর ॥ গুজরাট প্রদেশে পর্ব্বতোপরি বন মধ্যে এক স্বাধীন রাজার চিতপুর নামে এক নগর আছে। ১৮২ ॥

চিতোর ॥ আজমের প্রদেশে রাজপুত জাতির প্রাচীন রাজধানী চিতোর নামক এক নগর ছিল, সে ইদানীং উদয় পুরের রানা নামে ব্যক্ত হইয়াছে, এবং এ নগর অতি প্রাচীন ও ধনাঢ্য ও বলবৎ এইমৎ প্রসিদ্ধ আছে, ইং ১৩০৩ বাং ৭১০ শালে এই স্থানে প্রথম যবনাধিকার হইয়া ইং ১৫৬৭ বাং ৯৭৪ শালে অকবরশাহ বাদশাহের সাম্রাজ্য সময়ে ইহার হ্রাস হইয়াছিল, পরে ইং ১৬৮০ বাং ১০৮৭ শালে আওরঙ্গজেব বাদশাহের পুত্র আজম শাহ যুদ্ধে জয়ী হইয়া ইহার তাবৎ ধনাপহরণ করিলেন, এই রূপে হস্তান্তর হইয়া এই স্থানে যে মোগল জাতির দীর্ঘ কাল অধিকার ছিল, এমত নহে, ইং ১৭৯০ বাং ১১৯৭ শালে উদয়পুরের রাজার অধীন অথচ বিপক্ষ ভীম সিংহ নামক এক ব্যক্তির নিকট হইতে মাধজী সিন্ধিয়া অধিকার করিয়া পুনর্ব্বার সন্ধিদ্বারা তাহাকে অর্পণ করিয়াছিল। ১৮৩॥

চিত্র ॥ বাহার রাজ্যে রামগড় সম্পৃক্ত ও পাটনা হইতে ১০০ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিম দিগে চিত্র নামক এক নগর আছে। ১৮৪ ॥

চিনাব ॥ কশ্মীর দেশের পূর্ব্ব দিগস্থ পর্ব্বতের নিকট ও লাহোর রাজ্যের রেবী, বেয়া, শতদ্রু ও যমুনা নদীর উৎপত্তি স্থানের নিকট চিনাব নামে এক নদী আরম্ভ হইয়া দক্ষিণ পশ্চিম দিগে সমান রেখাতে বহিতেছে, এই নদী পঞ্জাবের সীমাতে বেহত নদীর সহিত কোন স্থানে ৩৫ ক্রোশের অধিক অন্তর নহে, এবং কাশ্মীরের পর্ব্বত হইতে ৯০ ক্রোশ পর্য্যন্ত ইহার প্রাশস্ত্য ১৪০ হস্তের অধিক নাই ও দীর্ঘতা তাবৎ বক্রতা শুদ্ধা ৪৮০ ক্রোশের অধিক হইবে না। ১৮৫ ॥

চিলমারি ॥ বঙ্গ দেশে ও ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিম দিগে এবং ঢাকা হইতে ১৩০ ক্রোশ উত্তর পশ্চিম দিগে ময়মনসিংহ স্থান সম্পৃক্ত চিলমারি নামে এক নগর আছে। ১৮৬ ॥

চুঁচুড়া ॥ বঙ্গদেশে গঙ্গার পশ্চিম দিগে ও কলিকাতা হইতে ২২ ক্রোশ অন্তরে চুঁচুড়া নামে ওলন্দাজ জাতিদিগের এক বাস স্থান আছে, ইং ১৬৫৫ বাং ১০৬২ শালে ইহারা এ স্থানে গৃহ নির্ম্মাণ করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া বাস করত ইং ১৭৬৯ বাং ১১৭৬ শালে রাজকর নিমিত্তে বঙ্গ দেশীয় নবাব কর্ত্তৃক সৈন্যাবৃত হইয়া যুদ্ধ হইয়াছিল, তথাপি ওলন্দাজেরা শাসিত হয় নাই, এবং তৎকালে ইংলণ্ডীয়দিগের অধিকার ছিল। ১৮৭ ॥

চুনার ॥ আলাহাবাদ সম্পৃক্ত চুনার নামে এক নগর আছে, ইহার উত্তর দিগে গঙ্গা, দক্ষিণ দিগে শোণ নদ, পূর্ব্ব দিগে

কর্ম্মনাশা নদী, এবং পশ্চিম দিগে বোগলিখণ্ড নগর ও টাঁরহার দেশ আছে, চুনার নগরের উত্তরাংশে উর্ব্বরা ভূমি, তথা পূর্ব্ব কালে বহু বাণিজ্য হইত, কিন্তু দক্ষিণ দিগের যে পর্ব্বত ও বন তন্মধ্যে ক্ষেত্র ভূমি অত্যল্প আছে, ইং ১৭৭৫ বাং ১১৮২ শালে সন্ধিদ্বারা ইংলণ্ডীয়দিগের এ নগর অধিকার হইয়াছে। ১৮৮ ॥

চুনারগড় ॥ আলাহাবাদে গঙ্গার দক্ষিণ দিগে চুনার গড় নামক এক নগর ও এক দুর্গ আছে, এই দুর্গ এক উচ্চ পর্ব্বতোপরি দুই তিন তবক প্রাচীর দ্বারা উত্তম রূপে বদ্ধ, তৎ প্রযুক্ত বড় শক্ত বোধ হয়, এবং এ স্থান অতি শোভা জনক, কিন্তু বৎসরের মধ্যে কোন ২ সময়ে অত্যুষ্ণ ও পীড়া দায়ক হয়, ইং ১৫৩০ বাং ৯৩৭ শালে এই নগরে আফগান জাতীয় সেরখাঁর বসতি ছিল, এই ব্যক্তি হোমাউন বাদশাহকে হিন্দুস্থান হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছিল, ইং ১৫৭৫ বাং ৯৮২ শালে মোগলজাতিরা সেরখাঁর সহিত ছয় মাস যুদ্ধ করিয়া এই নগর অধিকার করিল, পরে ইং ১৭৬৩ বাং ১১৭০ শালে ইংলণ্ডীয়রা রাত্রিকালে ইহার দুর্গ আক্রমণ করিলে দুর্গস্থ সৈন্যরা অক্ষম হইয়া কিছুকাল বিলম্বে তাহারদিগকে এই নগর প্রদান করিয়াছিল, চুনারগড় নগর কলিকাতা হইতে মুরসিদাবাদ দিয়া ৫৭৪ ক্রোশ এবং বীরভূমি দিয়া ১৬৯ ক্রোশ অন্তর হইবেক। ১৮৯ ॥

চুমিয়া ॥ বঙ্গদেশীয় চট্টগ্রামের উত্তর পূর্ব্ব দিগের পর্ব্বত শ্রেণীতে চুমিয়া নামক এক প্রকার বন্য মনুষ্য জাতি বাস করে, ইহারদিগের তাবৎ গ্রামের নাম চুমিয়া ব্যক্ত আছে,

চুমিয়ারা ইংলণ্ডীয়দিগকে কর দিয়া থাকে, এবং তাহারা কদাচিৎ এক স্থানে দুই বৎসর বাস করে। ১১০ ॥

চুমুর্ত্তি অর্থাৎ সুমূর্ত্তি ॥ লাঢ়ক দেশে খাক্কাশ নদীর উত্তর দিগে চুমুর্ত্তি নামে এক নগর আছে, ঐ খাক্কাশ নদী হিমালয় পর্ব্বতের উত্তর দিগ হইতে নির্গতা হইয়াছে, পূর্ব্ব কালে হিন্দুরা এই নদীকে গঙ্গা বোধ করিত, তৎপরে গঙ্গার উৎপত্তি স্থান নিরূপণ করণার্থে বঙ্গ দেশ হইতে সৈন্যেরা গমন করিয়া দেখিল, যে হিমালয় পর্ব্বতের দক্ষিণ দিগ হইতে গঙ্গা নির্গতা হইয়াছেন, এমতে গঙ্গার জন্মস্থান ব্যক্ত হওয়াতে হিন্দু দিগের ভ্রম দূর হইল, এতদ্ভিন্ন চুমুর্ত্তি নগরের আর কোন বিশেষ বৃত্তান্ত ব্যক্ত নাই। ১১১ ॥

চুরহট ॥ কাশী হইতে ৯৪ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিম দিগে ও ভগিল দেশ মধ্যে আলাহাবাদ সম্পৃক্ত চুরহট নামে এক নগর আছে, এই স্থানে কোন স্বাধীন রাজার অধিকার ছিল। ২১৬ ॥

চৌটীয়া ॥ বাহার রাজ্যে ও কলিকাতা হইতে ২০০ ক্রোশ পশ্চিম উত্তর দিগে ছোটনাগপুর সম্পৃক্ত চৌটীয়া নামক এক নগর আছে। ১১২ ॥

চৌত্রিশগড় ॥ গণ্ডওয়ানা রাজ্যে চৌত্রিশগড় নামক এক বৃহদ্দেশ আছে, তাহার নামান্তর ঝাড়খণ্ড, এই দেশ সম্পৃক্ত অনেক অপকৃষ্ট গ্রাম আছে. সেই সকল গ্রাম হইতে যথেষ্ট গাভি ও টাটু ঘোটক বিক্রয়ার্থে প্রথমতঃ চৌত্রিশগড়ে, পুনর্ব্বার তথা হইতে নিজামের রাজ্যে ও উত্তর সরকারে প্রেরিত হয়, এবং এই দুই স্থান হইতে চৌত্রিশগড়ে যথেষ্ট লবণ আইসে ইং ১৭৫২ বাং ১১৫৯ শালে রাঘজী ভোঁশলা কর্ত্তৃক এই

দেশ জিত হইয়া চিরদিন নাগপুরের মহারাষ্ট্রীয় রাজার অধীন ছিল। ১৯৩॥

চৌপারা॥ লাহোর রাজ্যে শোণ নদের সহিত সিন্ধু নদীর মিলন স্থানের কএক ক্রোশান্তরে অথচ এই নদীর পূর্ব্ব দিগে চৌপারা নামক এক নগর আছে। ১৯৪॥

চৌল॥ আলাহাবাদে ও কঙ্কন নগরের সমুদ্র তীরে এবং বোম্বে হইতে ২৫ ক্রোশ দক্ষিণ দিগে মহারাষ্ট্রীয় পেশ্বার স্থান সম্লক্ত চৌল নামক এক নগর আছে, এই নগর দক্ষিণ রাজ্যের ভামিনি বাদশাহের বর্ত্তমান কালে অতিশয় প্রসিদ্ধ ছিল। ১৯৫॥

ছাপরা॥ গণ্ডওয়ানা রাজ্যে বিন গঙ্গার উপরে ও নাগ পুর হইতে ৮৭ ক্রোশ উত্তর দিগে ছাপরা নামে এক নগর আছে, এ স্থানে লৌহ প্রস্তুত হইত, তন্নিমিত্তে এ নগর প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এবং রাঘজী ভোঁশলার যুদ্ধ কালীন তাহার সৈন্যা ধ্যক্ষ এক ব্যক্তি পাঠান গণ্ডওয়ানা রাজ্যের এই ছাপরা অঞ্চল ও বেরার দেশের উত্তরাংশ জয় করিয়াছিল, তাহাতে রাঘজী সন্তুষ্ট হইয়া ঐ পাঠানকে পারিতোষিক স্বরূপ এ নগর দান করিয়াছিলেন। ১৯৬॥

জগন্নাথ॥ উড়িষ্যা রাজ্যে কটক দেশ সম্লক্ত সমুদ্র তীরে ও চিলকার জলাশয় হইতে কএক ক্রোশ উত্তর পূর্ব্ব দিগে জগন্নাথ নামে এক প্রসিদ্ধ দেবালয় আছে, এই মন্দির সুগঠিত নহে, তথাচ সমুদ্র হইতে ইহার শোভা দর্শন হয়, ইং ১৫৮২ বাং ৯৮৯ শালে আবলফজল কর্ত্তৃক উক্ত আছে, যে উড়িষ্যার সমুদ্র তীরস্থ পুরুষোত্তম নামক স্থানের মন্দিরে জগন্নাথ বলরাম

শুভদ্রা নামে বিখ্যাত কৃষ্ণ, শ্বেত পীত বর্ণের দারুময় দেব দেবীর মূর্ত্তি আছে, তাঁহারা ৪০০০ বৎসর হইল নির্ম্মিত হইয়াছেন, এবং তাঁহারদিগের এক রথ আছে, সে ৪০ হস্ত ঊর্দ্ধ হইবেক, তাহাতে নানাবিধ কদর্য্য চিত্র পুত্তলিকা আছে, ইং ১৮০৩ বাং ১২১০ শালে ইংলণ্ডীয়েরা মহারাষ্ট্রীয়দিগের কটক দেশ জয় করিয়া এই দেবালয়ে এক বৎসরে ১১৭৪৯০ টাকা উৎপন্ন করিয়াছিল, ইহার পূর্ব্ব কালে অর্থাৎ ইং ১৭৩৪ বাং ১১ ৪১ শালে বঙ্গ দেশীয় নবাব শুজাউদ্দীনের অধীন মহম্মদতকি নামক এক ব্যক্তি উড়িস্যার দ্বিতীয় অধ্যক্ষ ছিল, ইহার বর্ত্তমান সময়ে পুরুষোত্তমের রাজা শ্রীশ্রী ৺ জগন্নাথ দেবকে লইয়া এ রাজ্যের সীমান্তরস্থ এক পর্ব্বতোপরি স্থাপিত করিলে অতিশয় যুদ্ধ হইয়া এ দেশের ভূমির কর বিষয়ে ইংলণ্ডীয়দিগের ১০০০০০ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছিল। ১৯৭।

জঙ্গিপুর ॥ মুরসিদাবাদ হইতে ১৭ ক্রোশ উত্তর পশ্চিম দিগে বঙ্গ দেশীয় রাজশাহী সম্পৃক্ত জঙ্গিপুর নামক এক নগর আছে, এ নগরে যথেষ্ট রেশম উৎপন্ন হইত, এবং এস্থান হইতে ইংলণ্ডীয়রা বজবজিয়া গ্রামে রেশম প্রস্তুত করণাভিপ্রায়ে প্রায় তিন সহস্র লোক দ্বারা ঐ কর্ম্ম করাইয়া ছিলেন, কিন্তু কোন ফল দায়ক হয় নাই। ১৯৮॥

জবলপুর ॥ হিন্দুস্থানের গণ্ডওয়ানা রাজ্যে ও নর্ম্মদা নদীর উত্তরাংশে নাগপুরের রাজার অধিকারস্থ দেশ সমূহের নূতন রাজধানী জবলপুর নামে এক আধুনিক নগর প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত আছে, ইং ১৮০৭ বাং ১২১৪ শালে এই

নগর ইংলণ্ডীয়দিগের অধিকার হইয়া দ্বিতীয় বৎসর ঐ রাজাকে ইহার তাবৎ সীমাবচ্ছিন্ন গ্রাম পুনর্ব্বার অর্পিত হইয়া ছিল, এই জব্বলপুরনগর নাগপুর হইতে ১৫০ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্ব দিগে। ১৯৯ ॥

জয়নগর ॥ আজমের রাজ্যের উত্তর দিগে জয়নগর নামে রাজপুত জাতির এক নগর আছে, ইহার তাবৎ পথ অতি দীর্ঘ ও প্রশস্ত ও সমকোণ রূপে পরস্পর যোগা হইয়াছে, এবং ইহাতে প্রস্তর নির্ম্মিত উত্তম২ গৃহ আছে, তন্নিমিত্তে হিন্দুস্থান মধ্যে এ নগর গণ্য হইয়াছে, আর এ নগর সম্পৃক্ত এক বৃহৎ পর্ব্বতোপরি যে দুর্গ আছে, তাহার চতুর্দ্দিগে ৪ ক্রোশ পরিসর প্রাচীর আছে, তথা হিন্দুস্থানের প্রায় তাবৎ ঘোটক বিক্রেতাদিগের সমাগম হইত, অপর মহম্মদশাহের রাজ্য কালীন রাজা জয় সিংহ কর্ত্তৃক এই নগর নির্ম্মিত হইয়া ইহার যথেষ্ট উন্নতি হয়, এবং এ স্থানে বিদ্যা শিক্ষার অধিক চর্চ্চা ছিল, যেহেতুক উক্ত রাজা তদ্বিষয়ে বহু মনোযোগ করিতেন, এবং তৎকর্ত্তৃক জ্যোতিষ বিদ্যারও নানা অনুসন্ধান হইয়াছিল, পরে ইদানীং যে রাজার অধিকার আছে, তিনি এ রাজ্যের তাবদংশ হস্তগত করিতে সক্ষম হন নাই, অর্থাৎ তাঁহার পরিবার অনেকে বিদ্রোহী হইয়া অনেক স্থান আক্রমণ পূর্ব্বক আয়ত্ত করিয়াছে, এবং মহারাষ্ট্রীয়রাও কিয়দংশ অধিকার করিয়া মাথট স্বরূপ সাম্বৎসরিক একবার রাজস্ব গ্রহণ করে, ইং ১৭৯৮ বাং ১২০৫ শালে নবাব উজির আলি শঠতা দ্বারা মেং চেরি ও অন্যান্য ইংলণ্ডীয়দিগকে নষ্ট করিয়া কাবুল বাদশাহের অনুগত হওন অভিপ্রায়ে পলায়ন পূর্ব্বক প্রথমত এই জয় নগরের রাজা

পৃতাপ সিংহের আশ্রয় গ্রহণ করিল, তাহাতে মারকুইস ওএলিসলি ইহাকে দণ্ড করিবার নিমিত্তে ধৃত করিতে কলনেল কালিন্সকে দূত স্বরূপ উক্ত রাজার নিকট পেরণ করিয়া তদ্বিষয়ে ৩০০০০০ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত দিতে স্বীকার করিলেন, কিন্তু জয় নগরের রাজা কোন পৃকারে সম্মত না হইয়া উত্তর করিলেন, যে যদি কোন শত্রু শরণাগত হয়, তথাপি তাহার অসময়ে আশা দিয়া রক্ষা করা কর্ত্তব্য, কিন্তু দূত সে কথা গ্রাহ্য না করিয়া অনেক ভয় ও মৈত্রতা দর্শাইলে রাজা কহিলেন, যে ইংলণ্ডীয় কর্তৃক উজীর আলির পৃাণ নষ্ট কিম্বা শৃঙ্খল বন্ধনাদিদ্বারা কোন কষ্ট না হয়, তবে ইহা স্বীকার্য্য, পরে ইংলণ্ডীয়েরা তাহাতে সম্মত হইয়া তথা হইতে উজীরআলিকে আনয়ন পূর্ব্বক কলিকাতার দুর্গ মধ্যে এক পিঞ্জরে চিরকাল বদ্ধ রাখিয়া ছিলেন, জয় নগর রাজ্য আগরা হইতে ১৩৬, ক্রোশ দিল্লী হইতে ১৫৬, ক্রোশ উজ্জয়িনী হইতে ২৮৫, ক্রোশ বোম্বে হইতে ৭৪০ ক্রোশ এবং কলিকাতা ৯৭৫, হইতে ক্রোশ অন্তর। ২০০॥

জয়পুর ॥ উড়িস্যা পৃদেশে ও বিজাগাপাটাম হইতে ৭৩ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্ব দিগে কোন স্বাধীন ভূম্যধিকারির জয়পুর নামেএক নগর আছে। ২০১॥

জলঙ্গী ॥ রাজশাহী সম্পৃক্ত জলঙ্গী নামক এক নগর আছে, এবং তাহার সীমাবচ্ছিন্ন গঙ্গা হইতে জলঙ্গী নামে এক শাখা নির্গতা হইয়া অতিশয় বক্র গমন পূর্ব্বক নবদ্বীপের গঙ্গাতে মিলিয়াছে, শুষ্ককালে ইহাতে বৃহৎ নৌকা গমনাগমন করিতে পারে না। ২০২॥

জলেশ্বর ॥ বঙ্গ দেশে ও কলিকাতা হইতে ৮৬ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিম দিগে এবং সুবর্ণ রেখা নদীর পূর্ব্ব দিগে মেদিনী পুর সম্পৃক্ত জলেশ্বর নামে এক নগর আছে, ইং ১৮০৩ বাং ১২১০ শালের প্রাক্‌কালে ঐ নদী বঙ্গ দেশের দক্ষিণ সীমা ছিল। ২০৩॥

জাজগড় ॥ আজমের রাজ্যে জাজগড় নামে এক নগর আছে, এ নগর কোটা নগরের জালেম সিংহ কর্ত্তৃক প্রায় ইং ১৮০৩ বাং ১২১০ শালে উদয়পুরের রাণা হইতে অধিকৃত হইয়াছিল, এই নগরাধীন ৮৪ গ্রাম আছে, তন্মধ্যে ২২ গ্রামে কেবল মিনাস জাতির বসতি, তাহারা রূপবান ও বলবান, এবং ধনুর্ব্বাণধারী ও খড়্গ শিক্ষায় নিপুণ এবং দস্যু ব্যবসায় দ্বারা কালযাপন করে, ও রাজ কর না দিয়া কায়িক পরিশ্রম দ্বারা শোধ করে, এবং গ্রামান্তর হইতে গৃহস্থের ধন ও সন্তানাদি চৌর্য্য করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করত, বালকেরদিগকে স্বজাতি ভুক্ত করিয়া স্বব্যবসায় শিক্ষা করায় আর কন্যার দিগকে নিকটস্থ গ্রামে বিক্রয় করে, ইহারা হিন্দুজাতি এবং শিবপূজা করিয়া থাকে। ২০৪॥

জাজপুর ॥ কটক নগরে ও বৈতরণী নদীর দক্ষিণ দিগে ও কটক নগর হইতে ৩৬ ক্রোশ পূর্ব্ব উত্তর দিগে জাজপুর নামক এক নগর আছে, এ অতি বৃহন্নগর ছিল, এবং মোগল জাতির রাজ্য কালে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল, তন্নিমিত্তে অদ্যাপি যাবনিক দেবালয়ের বহু চিহ্ন দৃষ্ট হয়, বিশেষতঃ আবুহসর খাঁ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত এক দেবালয় আছে, এ নগরে ঐ বৈতরণী নদী প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ প্রশস্তা হইবেক, এই নদীভিন্ন নানা ক্ষুদ্র নদী ও এ নগরে

আছে, ইং ১২৪৩ বাং ৬৫০ শালে বঙ্গ দেশাধ্যক্ষ তোগ হান খাঁ কর্ত্তৃক এই স্থান আক্রান্ত হইবে ইহার রাজা তাহাকে পরাভূত করিয়া বঙ্গ দেশ পর্য্যন্ত পশ্চাদ্ধাবমান পূর্ব্বক গৌড় রাজ্য আক্রমণ করাতে অযোধ্যার এক দল সৈন্য এরাজ্যের সৈন্যর সহিত মিলিয়া যুদ্ধোপক্রম করিলে জাজপুরের রাজাকে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে হইল, পরে ইং ১২৫৩ বাং ৬৬০ শালে জাজপুরের রাজা কর্ত্তৃক যবনেরা পুনর্ব্বার পরাভূত হইয়াছিল, কিন্তু পশ্চাৎ যে কোন বাদশাহের রাজ্য কালে জাজপুরে প্রথম যবনাধিকার হয়, তাহার বিশেষ ব্যক্ত নাই। ১০৫॥

জাফনাপাটাম॥ সিংহল উপদ্বীপের উত্তর দিগে ও দক্ষিণ কর্ণাটস্থ নিগাপাটাম নগরের সম্মুখে জাফনাপাটাম নামে এক নগর আছে, এ অতি আরোগ্য দায়ক স্থান এবং ইহার মধ্যভাগে যে বন আছে, তদ্দ্বারা কাণ্ডি নগর পৃথক হইয়াছে, ঐ বনমধ্যে এক অসভ্য জাতির বাস আছে, এবং নগর মধ্যে বহু বাণিজ্য হইয়া থাকে, এবং ইংলণ্ডীয়রা তথা মোটকের ব্যবসায় করিতেন। ১০৬॥

জাম্বু॥ লাহোর রাজ্যে ও লাহের নগর হইতে ৮৩ ক্রোশ উত্তর পশ্চিম দিগে এক ক্ষুদ্র পর্ব্বতের উপর ও নিম্ন এই উভয় স্থান ব্যাপিয়া জাম্বু নামক রাজধানী এক নগর আছে, এ নগর দুই স্থানে স্থাপিত প্রযুক্ত এক খণ্ডের নাম উচ্চ জাম্বু ও দ্বিতীয় খণ্ডের নাম নিম্ন জাম্বু প্রসিদ্ধ আছে, এই নিম্ন জাম্বু স্থানে রেবী নদীর প্রায় ৮০ হস্ত প্রস্থ পরিমাণ হইবেক, আরএই জাম্বু নগর হিন্দুস্থানের ও কশ্মীরের মধ্যস্থল প্রযুক্ত পূর্ব্বকালে এ স্থানে বহু বাণিজ্য হইয়াছে, এবং অদ্যাবধি শালবস্ত্র কাশ্মীর

দেশ হইতে উক্ত আমুতে যাইয়া ও তথা হইতে গাঁইট বন্দি হইয়া বিক্রয়ার্থে স্থানান্তরে প্রেরিত হয়। ২০৭॥

জালালাবাদ॥ বাহার দেশে ও পাটনা হইতে ৩৩ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিম দিগে জালালাবাদ নামক এক নগর আছে। ২০৮॥

জালিন্দর॥ লাহোর রাজ্যে ও লাহোর নগর হইতে ৯২ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগে এবং শতদ্রু ও বেয়া এই উভয় নদীর সন্নিহিত জালিন্দর নামে এক নগর আছে, পূর্ব্বকালে এ স্থানে অনেক আফগান জাতির বসতি ছিল, এক্ষণে তাহার অল্পতা হইয়াছে, এ নগরের পরিসর বাহুল্য নয়, বরং ক্রমে হ্রাস হইয়া ইদানীং শিখ জাতির বসতি হইয়াছে, এবং ঐ আফগানদিগের ভগ্ন গৃহের দ্রব্যাদি দ্বারা অনেক নব্য গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে, ইং ১৮০৮ বাং ১২১৫ শালে দুই সহোদর এই নগর কোন রাজা হইতে উপজীবিকা ভূমি স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল, ইহারা তাবৎ দিবা কালে গুলি নিঃক্ষেপ পূর্ব্বক পরস্পর যুদ্ধ করিত, ও রাত্রিকালে পরস্পরের ধান্য ক্ষেত্রে অগ্নি প্রদান করিত, কিন্তু লাহোরাধিপতি রণজিৎসিংহ ইহারদিগকে শাসন করিয়া এ নগরের কর গ্রহণ করিয়াছিলেন। ২০৯॥

জুনাগড়॥ গুজরাট রাজ্যে তদ্দেশীয় কোন প্রধান লোকের অধীন জুনাগড় নামে এক নগর আছে, তথা বালুচী জাতীয় যে সকল প্রধান লোক বাস করে, তাহারা রাধনপুরের নবাবের জ্ঞাতি. ইং ১৮০৮ বাং ১২১৫ শালে এ নগরাধ্যক্ষ হামের খাঁ বাহাদুরের সহিত ইংলণ্ডীয়দিগের সন্ধি হওয়াতে এই স্থির হইয়াছিল, যে কোন জাহাজ দুর্দ্দশা গ্রস্ত হইলে

তাহার দ্রব্যাদি অপহরণ করিবেন না, এবং ইংলণ্ডীয়েরা ন্যায্যমতে দ্রব্যাদির শুল্ক দিয়া জাহাজ দ্বারা এ নগরে বাণিজ্য করিবেন, তাহাতেও কোন আপত্তি উপস্থিত না হয়। ২১০॥

জেসেলমিয়ার॥ আজমের প্রদেশে জেসেলমিয়ার নামক এক বৃহদ্দেশ আছে, ইহার তাবৎ স্থান অতিশয় বালুকা ময়, ও মরুভূমি, তৎ প্রযুক্ত লোকের গমনাগমনের অল্পতাতে এ দেশ প্রায় অব্যক্ত আছে, এবং এ দেশে কোন জলাশয় নাই, কেবল গভীর কূপ হইতে জল আহরণ করিতে হয়, এ স্থানে পূর্ব্বকালাবধি হিন্দুরাজাদিগের অধিকার আছে, তাহারা আপ নারা পরস্পর যুদ্ধ করে, এবং হিন্দুস্থানের কোন রাজাকর্ত্তৃক এ দেশ সম্পূর্ণ রূপে অধিকৃত হয় নাই, আর এই জেসেলমিয়ারের পশ্চিম দিগে অতিশয় বালুকাময় ভূমি আছে। ২১১॥

জোয়ানপুর॥ আলাহাবাদ রাজ্যে গোমতী নদী তীরে জোয়ানপুর নামে এক নগর আছে, সেনগর দিল্লী নগরের শোলতান ফিরোজ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়া ঐ ব্যক্তির ভ্রাতৃপুত্র জোয়ান অদ্দীন ফকিরের নামানুসারে জোয়ানপুর নাম প্রাপ্ত হইয়াছে, এ স্থান কিয়ৎ কাল পর্য্যন্ত তাহারদিগের অধীনে ছিল, পরে দিল্লীর সোলতান মহমুদশাহের পুত্রের বাল্যাবস্থায় তাহার অমাত্য খাজা জাহান বঙ্গদেশ অধিকার করিয়া জোয়ান পুরে বাস করত আপনার উপাধি সেরকি বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছিল, তদনন্তর ইং ১৪৯২ বাং ৮৯৯ শালে ইহার বংশ লোপ হইল, কিন্তু এই শালের পূর্ব্ব সময়ে শোলতান বিলোলী লোদিকর্ত্তৃক এই নগর জিত হইয়া ছিল, পরে আকবরশাহের রাজ্যকালে মোগলদিগের অধিকার হওয়াতে

ক্রমে হ্রাস হইয়াছে। এ নগরে প্রস্তরগৃহদ্বারা বেষ্টিত এক উচ্চ দুর্গ আছে, ইদানী সে সকল গৃহ ভগ্ন হইতেছে, ও তাহাতে কোন লোক বাস করে না, এবং প্রায় ২৫০ বৎসর হইল, অর্থাৎ আকবরশাহের রাজ্যকালে মনোহর খাঁ কর্তৃক এ নগরের অন্তঃপাতি স্থানে এক সেতু নির্ম্মিত হয়, তাহার গঠন এতাদৃশ উত্তম যে এইক্ষণে তাদৃশ কোন স্থানে কেহ নির্ম্মাণ করিতে পারেন নাই। এ নগরে অধিকাংশ যুবন জাতি, এবং রাজকুমার নামে যে এক জাতি আছে, তাহারা কন্যা সন্ততি জন্মিবা মাত্র নষ্ট করিত, কিন্তু ইংলণ্ডীয় লোকেরা তাহা নিবারণ করিয়াছেন, এই জোয়ানপুর বারাণস হইতে ৪২ ক্রোশ ও লক্ষ্ণৌ হইতে ১৪৭ ক্রোশ অন্তর হইবেক। ২১২॥

ঝর্ঝরী॥ নেপাল রাজ্যে ঝর্ঝরী নামে এক গ্রাম ও তাহার দক্ষিণ দিগে ১০ ক্রোশ পরিসর ঝর্ঝরী নামে এক বন আছে, ঐ বন শ্রীনগর অবধি কৃষ্ণানদী পর্য্যন্ত থাকিয়া নেপালের তাবৎ স্থান অযোধ্যা হইতে পৃথক্ করিয়াছে, তাহাতে শাল, শিশু, সেতিশাল, ও আবলুস প্রভৃতি বহুবিধ বৃক্ষ আছে, সেখান হইতে অনেক কাষ্ঠ বিক্রয়ার্থে কলিকাতায় আনীত হয়, এই বনের অধিকাংশ স্থানে কাষ্ঠ বিক্রেতারা বাস করে, কিন্তু তন্মধ্যে কোন জলাশয় নাই, এবং পথিক লোকদিগের অবস্থিতির স্থান ও নাই, এই বনে যে এক প্রকার হস্তী জন্মে, সে উত্তম নহে, তদ্ভিন্ন ব্যাঘ্র ও গণ্ডার প্রভৃতি পশু আছে। ২১৩॥

ঝাইলম॥ কাশ্মীরের দক্ষিণ পূর্ব্ব ভাগে হিমালয় পর্ব্বত শ্রেণীতে ঝাইলম নদী আরম্ভ হইয়া কাশ্মীর দিয়া উইয়ার নামক স্থানের ইসলমাবাদে আসিয়া প্রায় ১৬০ হস্ত

বিস্তৃত হইয়াছে, এবং কাশ্মীর হইতে ১০ ক্রোশ অন্তরে ৮ ক্রোশ পরিসর হইয়া ঔল্লার খাল নামে খ্যাত হইয়াছে পুনর্ব্বার তথা হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক বড় মূল্যা পর্ব্বত শ্রেণীতে প্রবেশ করত, পঞ্চাবের দিগে আসিয়া পখলি নামক স্থান দিয়া বাহির হইয়া কৃষ্ণগঙ্গা ও নয়নসুখ নদীতে সম্মিলন পূর্ব্বক কোন পর্ব্বত বিশিষ্ট দেশে আসিয়া লাহোর অবধি অটক দেশ পর্য্যন্ত যে উচ্চ পথ আছে, তাহা পার হইয়াছে, এই স্থানে ঝাইলম নদীর পশ্চিম তীরে ঝাইলম নামে এক দেশ আছে, এবং তথা ঐ নামে এক নগর ছিল, তদনুসারে এই নদীর নাম ঝাইলম হইয়াছে, এই নদী উক্ত নগর হইতে যোধপুরের দিগে গমন করত, মুলতানের ৬০ ক্রোশ দক্ষিণে চিনাব নদীর সহিত যুক্ত হওয়াতে সেখানে ঐ নদীর নাম প্রাপ্ত হইয়াছে, এই ঝাইলম নদী দীর্ঘে ৪০০ ক্রোশ হইবেক, এ নদী পঞ্চাবের সকল নদী হইতে পশ্চিম দিগে আছে, আবুল ফজলের পুস্তকে এই নদী বেহদ অর্থাৎ বিতস্তা নামে ব্যক্ত আছে, এবং হিন্দু ভূগোলবেত্তারা ইহাকে ইন্দ্রাণী কহে। ২১৪॥

ঝানসুজঙ্গ॥ তিব্বত দেশে পর্ব্বতোপরি ঝানসুজঙ্গ নামে এক বৃহৎ পুরী আছে, সেই পর্ব্বতের উচ্চতা ও পথের নিম্নোচ্চতা প্রযুক্ত উক্ত পুরী অত্যন্ত দুর্গম বোধ হয়, ঐ পর্ব্বতের নিম্ন ভাগ কোন কালে এক খালের জলে মগ্ন ছিল, এইক্ষণে তাহাতে অনেক বসতি হইয়াছে, ও কৃষি কর্ম্ম উত্তম হইয়া থাকে। বিশেষতঃ অত্যুৎকৃষ্ট লোমজ বস্ত্র প্রস্তুত হয়, তৎপ্রযুক্ত সে স্থান প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ঐ বস্ত্র ১ হস্তের অধিক প্রস্থ প্রায় হয় না

এবং মেষের লোম দ্বারা নির্ম্মিত হয়, সে লোম অতিশয় পরিষ্কার হইয়া থাকে। ২১৫ ॥

ঝিঙ্গওয়ারা ॥ গুজরাট দেশে কুলী জাতির অধীনে ঝিঙ্গওয়ারা নামে এক দেশ আছে, তথা ৬০০০ সহস্র গৃহ আছে, সে সকল গৃহে উক্ত জাতিরা বাস করে, ইহারা পূর্ব্ব কালে রাজপুত জাতি ছিল, কিন্তু কি কারণে যে নীচ জাতি ভুক্ত হইয়াছে, তাহা কিছু ব্যক্ত নাই। এদেশের নগরের নাম সূর্য্যপুর, সে পূর্ব্বকালে পটম নগরের রাজা শিবরাও জয় সিংহ কর্তৃক স্থাপিত হয়, এবং ঐ নগরস্থ যে দুর্গ সে শিখ জাতীয় কোন ব্যক্তি কর্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল, এ দেশের নিকট রুণ নদীর তীরে যথেষ্ট লবণ প্রস্তুত হয়, ঐ লবণে অনেক রাজ কর উৎপন্ন হয়, এ দেশের প্রধান লোকেরা আফিম ভক্ষণ করে, ইতর লোকেরা দস্যুবৃত্তি করিয়া থাকে, এবং এতদ্দেশস্থ এক দেবালয়ে সূর্য্যের মূর্ত্তি আছে। ২১৬ ॥

টড়া ॥ গুজরাট প্রদেশে রাহধনপুরের ও থিরাদের মধ্য স্থলে টড়া নামক এক নগর আছে, তাহাতে প্রায় ২৫০০ গৃহস্থ বাস করে, তন্মধ্যে ১৫০০ ঘর কুলী জাতি ও ১০০০ ঘর রাজপুত ও বণিক জাতি আছে। ২১৭ ॥

টাটা ॥ ইং ১৪৮৫ বাং ৮৯২ শালে সোমীয় বংশোদ্ভব চতুর্দ্দশ সংখ্যার রাজা জামমন্দল কর্তৃক স্থাপিত টাটা নামে এক দেশ, ও তদ্দেশীয় সিন্ধু নদীর তীরে এবং সমুদ্র হইতে ১৩০ ক্রোশ অন্তরে, পর্ব্বতোপরি সিন্ধিয়া দেশীয় ভাগ্যবান লোকের টাটা নামক এক নগর আছে, বর্ষাকালে ঐ নদীর বন্যাতে টাটা দেশের সমুদয় স্থান জল মগ্ন হইয়া কেবল এই

নগর উপদ্বীপের ন্যায় দৃষ্ট হয়, ইহার পথ অতিশয় অপ্রশস্ত, ও অপরিষ্কার, কিন্তু মৃন্ময় গৃহাদি সকল তদ্দেশীয় অন্যোন্য স্থানের গৃহাপেক্ষা উত্তম এবং ইষ্টকালয় ও অত্যুৎকৃষ্ট আছে, ইং ১৭৫১ বাং ১১৫৮ শালে ইংলণ্ডীয় লোক কর্ত্তৃক যে সকল গৃহ ক্রীত হয়, সে তাবৎ সিন্ধিয়া দেশীয় গৃহাপেক্ষা উত্তম ও অদ্যাপি আছে, এ দেশের চতুর্দ্দিগস্থ সকল ভূমি উর্ব্বরা ও নালা দ্বারা সিন্ধু নদী হইতে জলাগমন হওয়াতে কৃষি কর্ম্ম উত্তম রূপে সম্পন্ন হয়, এবং ইহার এক ক্রোশ পশ্চিম দিগে মকালি পর্ব্বতে জীবিত লোকের যত সংখ্যক বাস গৃহ আছে, তদপেক্ষা মৃত মনুষ্যের মৃতাগার অধিক আছে, ইং ১৬২২ বাং ১০২৯ শালে মৃত মেরজা ইসার যে এক সমাধি মন্দির নির্ম্মিত হয়, সে অতি আশ্চর্য্য, এবং টাটা দেশের ৭ ক্রোশান্তরে সিন্ধু নদী তীরে এক ক্ষুদ্র পর্ব্বতের উপর অনেক জাবনিক দেবালয় ও মৃতাগার আছে, তন্মধ্যে এক ক্ষুদ্র মৃতাগারে ১২ হস্ত দীর্ঘ এক খান মৎস্যাস্থি মৃত্তিকাতে সংস্থাপিত আছে, সে হিন্দু ও জবন দিগের মান্য, ইং ১৫৫৫ বাং ৯৬২ শালে পোর্ত্তুগীশেরা এই টাটা দেশ অধিকার করিয়া অনেক ধনাদি অপহরণ করিয়াছিল, কিন্তু ইং ১৭০০ বাং ১১০৭ শাল পর্য্যন্ত এ স্থানে বিস্তর বসতি এবং সূত্র লোম ধান্য গম চর্ম্ম প্রভৃতি নানা দ্রব্যের বাণিজ্য ছিল, এবং কোন কালে এ স্থানে উত্তম বস্ত্র ও অনেক রেশম প্রস্তুত হইত, বিশেষতঃ কাষ্ঠ দ্রব্য অত্যন্ত সুগঠিত হইত, ইদানীং লোপ হইয়াছে, টাটা দেশ বোম্বে হইতে ৭৪১ ক্রোশ, এবং কলিকাতা হইতে ১৬০২ ক্রোশ অন্তর হইবেক। ২১৮ ॥

টাণ্ডা॥ বঙ্গ দেশে গৌড় রাজ্যের নিকট টাণ্ডা নামক এক নগর ছিল, এইক্ষণে তাহার এক মুরচা মাত্র আছে, ইং ১৫৬৪ বাং ৯৭১ শালে বঙ্গ দেশীয় বাদশাহ সের শাহের বংশোদ্ভব সলিমানসাহ গৌড় দেশের অপেক্ষা এ স্থানের জল ও বায়ু উত্তম, এমন বিবেচনা করিয়া সেখানে রাজধানী করিয়াছিলেন. আর ইং ১৬৬০ বাং ১০৬৭ শালে সোলতান সুজা আপন ভ্রাতা আওরঙ্গজেব বাদশাহের সেনাপতি মির জুমলা কর্ত্তৃক এ নগরের নিকটে পরাজিত হইয়াছিল, এই টাণ্ডা নগরের চতুর্দ্দিগ বন্যা জলে নিমগ্ন হয়, এবং ইংলণ্ডীয় লোকের পক্ষে এ স্থান সুস্থ জনক নহে, আর পূর্ব্বকালে এ নগরের নিকটবর্ত্তী স্থানে উত্তম বস্ত্র প্রস্তুত হইত। ২১৯॥

ডিণ্ডিগল॥ ভারত বর্ষের দক্ষিণ দিগে ডিণ্ডিগল নামক এক রাজধানী নগর আছে, ইহার উত্তর দিগে কৈম্বিটুর ও কৃষ্ণাগিরি নগর, দক্ষিণ দিগে ত্রেবেঙ্কর ও মাদুরা, পূর্ব্ব দিগে মহারাষ্ট্রীয় দেশের সীমা ও মাদুরা এবং পশ্চিম দিগে ত্রেবেঙ্কর, কোচিন ও মালাবার দেশ, এই ডিণ্ডিগল নগরে নাইল ও অমরাবতী নদী আছে, এবং নগরস্থ কোন ২ বিশেষ উপাধি যুক্ত ব্যক্তিরা পুরুষানুক্রমে নিষ্কর ভূমির উপস্বত্ব ভোগ করে, তদ্ভিন্ন ভূমির কর সঞ্চয়কারী অর্থাৎ গোমস্তা ও নর্ত্তকী এবং কর্ম্মকার সূত্রধর নরসুন্দর, রজক, কুম্ভকার, ও নগর রক্ষক, ইহারা আপন ২ সাংসারিক ব্যয়োপযুক্ত মুদ্রা কিম্বা ধান্য প্রাপ্ত হয়, যেহেতুক কৃষি কর্ম্ম করণে তাহারদিগের প্রতি নিষেধ আছে, ইং ১৭৯২ বাং ১১৯৯ শালে এ নগর টীপুসাহ কর্ত্তৃক ইংলণ্ডীয়দিগকে অর্পিত হইয়াছে, এই ডিণ্ডিগল শ্রীরঙ্গপত্তন

হইতে ১৯৮ ক্রোশ, এবং মান্দরাজ হইতে ২৭৫ ক্রোশ অন্তর হইবেক। ২২০ ॥

ঢাকা ॥ বঙ্গ দেশের পূর্ব্বাংশে গঙ্গা হইতে প্রায় ১০০ ক্রোশ অন্তর, ঢাকা নামক এক বৃহৎ রাজধানী নগর আছে, সে কলিকাতা হইতে ১৮০ ক্রোশান্তরে, কিন্তু জল পথে নদীর বক্রতা প্রযুক্ত অধিক হইবেক, এ নগরের চারি দিগের ভূমি নিম্ন, তথাচ শুষ্ক কালে নদীতে জল থাকে না, এবং ইহার তাবৎ স্থান তৃণেতে আচ্ছন্ন থাকে, ও ভাদ্র মাস অবধি কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত অতিশয় পীড়া দায়ক হয়, এ নগর বেহারের অন্যান্য স্থানের এবং বারানস ও পাটনার ন্যায় উষ্ণ নহে, কিন্তু নিজ ঢাকা নগর বঙ্গ দেশের মধ্যে এক প্রধান আরোগ্য জনক স্থান, বোধ হয় যে এ নগর অতি প্রাচীন নহে কেননা আবুল ফজল কর্ত্তৃক ইহার কোন বৃত্তান্ত ব্যক্ত নাই, এই ঢাকা নগরে ও ইহার সংসৃক্ত স্থানে তুলা অধিক জন্মে, সেই তুলা দ্বারা এবং পাটনা হইতে আনীত তুলাতে সর্ব্ব দেশাপেক্ষা উত্তম বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া নানা স্থানে প্রেরিত হয়, অপর বঙ্গ দেশের অধ্যক্ষ ইসলাম খাঁ রাজ মহল হইতে ঢাকা নগরে কর্ম্ম করত, ইং ১৬০৮ বাং ১০১৫ শালে ঐ নগরেরবাদশাহ জাহাঁনগির শাহের সম্মানার্থে ঢাকা নাম পরিবর্ত্তে জাহাঁনগির নগর নাম সংস্থাপন করিয়া ছিল, এ স্থানে সাএস্তা খাঁর রাজ্যকালে তণ্ডুল এতাদৃশ সুলভ হইয়াছিল, যে প্রত্যেক মুদ্রায় ৮ মোন করিয়া ক্রয় বিক্রয় হইত, তৎকালে ঐ সাএস্তা খাঁ তাদৃশ মূল্য স্থৈর্য্য করণ পূর্ব্বক ইং ১৬৮৯ বাং ১০৯৬ শালে এ নগর পরিত্যাগ কালে ইহার পশ্চিম দিগে এক দ্বার নির্ম্মাণ করত, তাহাতে এক প্রস্তরে

এই অঙ্কিত করিল; যে এ নগরের অধ্যক্ষ যে কেহ হইবেন, তিনি এতদ্রূপ মূল্য স্থিরতা করণে অক্ষম হইলে এ দ্বার মুক্ত করিবেন না, ইং ১৭০০ বাং ১১০৭ শালে আওরঙ্গজেবের পুপৌত্র এ নগরে বসতি করত, অত্যুত্তম অথচ বৃহৎ ২ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিল, কিন্তু এইক্ষণে সে তাবৎ পতিত হইয়া তাহার কোন চিহ্ন ও দৃষ্ট হয় না, ইং ১৭৯০ বাং ১১৯৭ শালের পূর্ব্বে এ নগরে অদ্ভুত ও বৃহৎ একটা কামান ছিল, সে পরিমাণ দ্বারা প্রায় ৮৮৮ মোন এবং তাহার গোলা ৫॥০ মোন পরিমিত হইয়াছিল, পরন্তু নদী তীরে ইদানীন্তন আর এক নব্য ঢাকা নগর স্থাপিত হইয়াছে, বোধ হয়, সে দীর্ঘে ৬ ক্রোশ কিন্তু প্রস্থ তদ্রূপ নহে, ইহার পথ সকল অপ্রশস্ত ও বক্র, আর এ নগরে কাষ্ঠ নির্ম্মিত যত গৃহ আছে, সে তাবৎ প্রায় প্রতি-বৎসর দুই একবার দগ্ধ হয়, এবং এ স্থানে অনেক লোকের বসতি আছে, তন্মধ্যে জবন জাতি অধিক হইবেক, এই নব্য ঢাকা নগর দিল্লী হইতে ১১০৭ ক্রোশ অন্তর হইবেক। ২২১ ॥

ঢাকাজালালপুর ॥ বঙ্গ দেশের পূর্ব্বাংশে ঢাকা জালালপুর নামক এক গ্রাম আছে, ইহার উত্তর দিগে ময়মনসিংহ, দক্ষিণ দিগে বাকরগঞ্জ, পূর্ব্ব দিগে ত্রিপুরা, এবং পশ্চিম দিগে রাজশাহি ও যশোহর নগর আছে, এ স্থান দিয়া অসংখ্যক নদ ও নদী গমন করিয়াছে, বর্ষাকালে তাহারদিগের জল বৃদ্ধি হইয়া গ্রামস্থ কেবল গৃহ ও বৃক্ষাদি দৃষ্ট হয়, এ স্থানে যে বস্ত্র জন্মে সে সর্ব্ব দেশীয় বস্ত্র অপেক্ষা উত্তম হইয়া থাকে, কিন্তু এইক্ষণে বিক্রয়ের ন্যূনতা প্রযুক্ত তন্তুবায় লোকেরা ততোধিক

বস্ত্র প্রস্তুত করে না, ইংলণ্ডীয়দিগের অধিকারের প্রাক্ কালে আলিবরদির ভ্রাতৃপুত্র অথচ যামাতা শাহশত জঙ্গনওয়াজিস মহম্মদ খাঁ বঙ্গ দেশীয় তাবৎসুবার দেওয়ান এবং ঢাকার ও এ নগরের নবাব হইয়াছিলেন, তৎকালে সেরাজউদ্দৌলা এ ব্যক্তির সহিত অনেক যুদ্ধ করত, তাহার কিছু ক্ষতি করিতে পারেন নাই, কেবল আপনি বিপন্ন হইয়াছিলেন, রাজা রাজ বল্লভ ঐ সাহশত জঙ্গ নওয়াজিসখাঁর অধীনে থাকিয়া অনেক ধনাপহরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহার পুত্র পিতার চৌর্য্য ধন গ্রহণ করত, কলিকাতায় বাস করিল, ঐ উক্ত নবাবের রাজত্বের পর এ নগরে কাসেম আলিখাঁ নবাব হয়, এবং তদন্তে জাফের খাঁ দুই বৎসর নবাবের পদে নিযুক্ত থাকিলে পরে ঢাকার নবাব অধিকার করিয়াছিল। ২২২ ॥

ঢামন ॥ আরঙ্গাবাদ প্রদেশে এবং বোম্বে হইতে ১০০ ক্রোশ উত্তর দিগে ঢামন নামক এক স্থান আছে, ইং ১৫৩১ বাং ৯৩৮ শালে পোর্তুগীশ কর্তৃক এ স্থানের ও ইহার বাণিজ্যের হ্রাস হইয়া তাহার দিগের অধিকারে ছিল, এ স্থানে উত্তমং গৃহ ও জাবনিক ধর্ম্মালয় আছে, এবং ইহার অবিদূরে সেগুণ কাষ্ঠের বন আছে, সেই কাষ্ঠ দ্বারা এ স্থানে বৃহৎ২ জাহাজ নির্ম্মিত হয়। ২২৩॥

তপতী ॥ বাটুল নামক স্থানের নিকট ইণ্ডারদি পর্ব্বত মধ্যে তপতী নামে এক নদী আরম্ভ হইয়া পশ্চিম দিগে গমন পূর্ব্বক গুজরাট ও খান্দেস দিয়া সুরাষ্ট্রের নিম্ন ভাগে প্রায় ২০ ক্রোশ মধ্যে সমুদ্রে যুক্তা হইয়াছে, এবং যে এক উর্ব্বরা দেশে গমন করিয়াছে, তথা তুলা যথেষ্ট জন্মে, সেই তুলা

সুরাষ্ট্রে ও বোম্বে দেশে যাইয়া তথা হইতে স্থানান্তরে প্রেরিত হয়, ঐ নদীর তাবৎ বক্র গমন ৫০০ ক্রোশ হইবেক, ইং ১২ ৯৩ বাং ৭০০ শালে ফিরোজ শাহের ভ্রাতৃ পুত্র অথচ যামাতা যে আলাঅদ্দিন তাহার সৈন্যেরা এই নদীর দক্ষিণ দিগের পর্ব্বত অতি ক্রমণ পূর্ব্বক গমন করিয়াছিল। ২২৪ ॥

তমলুক ॥ বঙ্গ দেশে কলিকাতা হইতে ৩৫ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিম দিগে তমলুক নামে এক নগর আছে, তথাকার ভূমি অতিশয় নিম্ন প্রযুক্ত লোকেরা জল নিবারণের জন্যে সেতু বন্ধ করে, তথাচ জল বেগে আগমন করত, সেই সেতু ভগ্ন করে, এ নগর ইংলণ্ডীয়দিগের বঙ্গ দেশীয় লবণের বাণিজ্য স্থান, সমুদ্রের সহিত গঙ্গার সংযুক্ত স্থানের নিকটস্থ ভূমিতে কৃত্রিম খাতে সমুদ্র জল উত্থিত হইয়া যে কর্দ্দম পতিত হয়, তাহার ক্ষরিত জল অগ্নিতে পাক করিলে সেই লবণ প্রস্তুত হয়, এই তমরা লিপ্ত অর্থাৎ তমলুক পূর্ব্বকালে বাদশাহেরদিগের অধীন ছিল, তন্মধ্যে কোন বাদশাহ ইং ১০০১ বাং ৪০৮ শালে চীন দেশীয় বাদশাহকর্ত্তৃক সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিল। ২২৫।

তানজোর ॥ দক্ষিণ কর্ণাট রাজ্যে তানজোর নামক এক দেশ আছে, ইহার উত্তর দিগে কাবেরী নদী, দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দিগে সমুদ্র, এবং পশ্চিম দিগে ত্রিচিন্থপল্লি ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের রাজ্য সীমা, এ দেশে দুই দুর্গ আছে, তাহার ক্ষুদ্র যে দুর্গ সে প্রস্তর দ্বারা অতি সুন্দর রূপে নির্ম্মিত ও প্রায় এক ক্রোশ পরি সর হইবেক, এবং বৃহৎ দুর্গ সহিত একাংশে যুক্ত আছে, ঐ বৃহৎ দুর্গও এই প্রকার প্রস্তর দ্বারা বদ্ধ, এবং তথা রাজ গৃহ আছে, আর সেই দুর্গের পশ্চাদ্দিগে এক ধনাঢ্য নগর ও তাহার

পশ্চাদ্ভাগে এক বৃহৎ পৰ্ব্বত আছে, ইং ১৮০৭ বাং ১২১৪ শালে কোন সমাচার দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে, যে তানজোর দেশে ১৭১৪৯ জন ব্রাহ্মণ, আর শূদ্র ও এতদ্দেশীয় খ্রীষ্টিয়ান ৪২৪৪২ জন এবং ১৪৫৭ জন জবন সর্ব্ব শুদ্ধা ৬১০৪৮ জন মনুষ্য আছে, এ স্থান হইতে বস্ত্র এবং নীল ও নারিকেল ও ধান্য প্রভৃতি শস্য স্থানান্তরে প্রেরিত হয়, আর এ দেশে কখন প্রকৃত রূপে জবনাধিকার হয় নাই, এবং হিন্দু দিগের প্রচরদ্রূপ ধৰ্ম্ম, ও অনেক দেবালয় আছে, তাহার দেবত্র ভূমির উপস্বত্ব দ্বারা অনেক ব্রাহ্মণ প্রতি পালিত হয়, এবং তথাকার ভূম্যধিকারিরা তাবৎ ব্রাহ্মণ জাতি, তাহারা কৃষি কৰ্ম্ম করে, কিন্তু আপনারা লাঙ্গল ধারণ করে না, আর তাবৎ লোকই কৃষি কৰ্ম্মে নিপুণ ও বহুশ্রমী হয়, এ প্রযুক্ত প্রায় পতিত ভূমি নাই, ইং ১৬৭৫ বাং ১০৮২ শালে শিবজীর ভ্রাতা ইকোজী যিনি সৈন্যাধিপতি ছিলেন তাঁহার কুলোদ্ভব এক ব্যক্তি এ রাজ্য অধিকার করে, ইহার পরে অর্থাৎ ইং ১৭৪৯ বাং ১১৫৬ শালে ইংলণ্ডী য়েরা এ দেশের প্রথম যুদ্ধে অক্ষম হইয়া প্রত্যাগমন করিয়াছিল, কিন্তু ইং ১৭৯৯ বাং ১২০৬ শালে অধিকার করিল, ইং ১৭৮৬ বাং ১১৯৩ শালে এ স্থানে ওলজাজির পোষ্য পুত্র সেরশাজির মৃত্যু হয়, সে অতি সভ্রান্ত ও স্বাধীন রাজা ছিল, তানজোর দেশ মান্দরাজ হইতে ২০৫ ক্রোশ, শ্রীরঙ্গপত্তন হইতে ২৩৭ ক্রোশ, এবং কলিকাতা হইতে ১২৩৫ ক্রোশ অন্তর হইবেক। ২২৬ ॥

তিব্বত ॥ সিন্ধু নদীর উৎপত্তি স্থানাবধি চীন দেশীয় সীমা পর্য্যন্ত, ও হিন্দুস্থানাবধি কোবি নামক স্থানের বৃহৎ বন

পর্য্যন্ত স্থানের মধ্যবর্ত্তি তাবৎ স্থান তিব্বত নামে প্রসিদ্ধ আছে, এ দেশ পূর্ব্ব পশ্চিমে দীর্ঘ ১৬০০ ক্রোশ, প্রস্থ তদপেক্ষা ন্যূন হইবেক, নেপাল দেশে নিম্ন তিব্বতের নাম কাছাড় কিন্তু হিন্দুস্থানের লোকেরা ইহাকে পতৈদ বলে, আর হিমালয় পর্ব্বত শ্রেণীর অংশ যে যমুনাং পর্ব্বত, তদ্দ্বারা ভুতানের ও এ দেশের সীমার চিহ্ন হইয়াছে, এই পর্ব্বতের নিকটস্থ স্থানে কার্ত্তিক মাস অবধি চৈত্র মাস পর্য্যন্ত শিশির পতিত হইয়া অতিশয় শীত হয়, এবং এই তিব্বত দেশের স্থান বিশেষে বঙ্গ দেশের ন্যায় চৈত্র মাস অবধি জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত বসন্ত ও উত্তাপ হয়, কিন্তু বৃষ্টি ও বজ্রপাত ইত্যাদিও হইয়া থাকে, ও হিন্দুস্থানের ন্যায় অতিশয় উত্তপ্ত বায়ু দ্বারা তাবৎ বৃক্ষাদি শুষ্ক হইয়া যায়, এবং তৎকালে লোকেরা পর্ব্বতের গুহাতে গিয়া বাস করে, এ দেশের প্রায় তাবৎ ভূমি বালুকাময়, তৎপ্রযুক্ত কৃষিকর্ম্ম চলে না, কিন্তু আকরীয় দ্রব্য ও সোরা যথেষ্ট জন্মে, আর এই তিব্বত দেশে প্রায় তাবৎ পশু অপেক্ষা অত্যাশ্চর্য্য সুরগাভী নামে ইউরোপীয় গাভীর ন্যায় এক প্রকার পশু আছে, তাহার দুগ্ধে অত্যুত্তম নবনীত ও পুচ্ছ কেশে চামর হয়, তদ্ভিন্ন আর এক প্রকার ছাগ আছে, সে ইউরোপীয় মেষের অপেক্ষা খর্ব্বাকৃতি বিশিষ্ট হয়, এই পশুর নানা প্রকার বর্ণ হইয়া থাকে, আর তাহার লোম দ্বারা শাল বস্ত্র জন্মে, বিশেষ পরীক্ষা ও চেষ্টা দ্বারা জানা গিয়াছে, যে এই পশু তিব্বত দেশ ভিন্ন কুত্রাপি জন্মে না, তিব্বত দেশের দক্ষিণ দিগে গম, যব, ও ধান্য প্রভৃতি শস্য সচরাচর জন্মে, ও এ দেশ হইতে স্বর্ণ, ও মৃগনাভি ও ছাগলোম এবং লবণ ইত্যাদি বাণিজ্য দ্রব্য স্থানান্তরে প্রেরিত হয়, তদ্ভিন্ন সীসার ও তাম্রের

আকরস্থান আছে, আর হিন্দুস্থানে মহামারীতে যেমন লোক নষ্ট হয়, তদ্রূপ এখানে বসন্ত রোগে অনেকের মৃত্যু হয়, এ স্থানের এক মন্দির মধ্যে বুদ্ধাবতারের মহামণি নামক যে এক মূর্ত্তি আছে, তাহার পুরোহিতের দিগের নাম লামা, ইহারা এ দেশে ও দক্ষিণ দেশে অনেক আছে, এ দেশের বর্দ্ধিষ্ণু লোকের পরলোক হইলে তাহারদিগের চিতা ভস্ম যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করে, তদ্ভিন্ন এই এক রীতি আছে, যে তথাকার লোকেরা যে স্ত্রীকে বিবাহ করে, তাহার পতি বিয়োগ হইলে স্বামীর অন্য সহোদরের যাহাকে ইচ্ছা হয় তাহাকেই পতিত্ব স্বীকার করিতে পারে, এ রীতি মালাবার ও উৎকল দেশে ও আছে, ইং ১৭২০ বাং ১১২৭ শালে এ স্থানের অন্তঃপাতি টেশুলুম্বু নামক রাজধানীতে দুই দল মনুষ্যের পরস্পর বিরোধ হইলে চীন দেশীয় টেশুলুম্বু বাদশাহ মধ্যবর্ত্তী হইয়া আপনি এ দেশ অধিকার করিয়াছিলেন, ইং ১৭৮০ বাং ১১৮৭ শালের ৫ শ্রাবণে বসন্তরোগে তাঁহার মৃত্যু হইল, পরে ইং ১৭৮৩ বাং ১১৯০ শালে তাঁহার উত্তরাধিকারী ১৮ মাস বয়স্ক এক বালক রাজ্যাভিষিক্ত হইলে ইং ১৭৯২ বাং ১১৯৯ শাল পর্য্যন্ত এ দেশের উন্নতি ছিল, পরে নেপালীয়েরা অনেক বৎসর পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া আক্রমণ করাতে ঐ টেশুলুম্বু বুহ্মপুত্র পারে পলায়ন করিল, পরে যখন বিপক্ষ গণেরা ঐ রাজধানীর তাবৎ লোকের ও লামার বহুকাল সঞ্চিত তাবৎ ধন গ্রহণ পূর্ব্বক স্বদেশে গমন করে, তৎকালে চীন দেশীয়েরা পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাহারদিগকে জয় করত টেশু লামাকে তাবৎ ধন পুনঃপ্রাপ্ত করাইয়া বরঞ্চ নেপালীয়দিগের নিকট বৎসর ২ কিছু টাকা পাইবেক, এমত নিশ্চয়

করিল, সেই অবধি বহুকাল পর্য্যন্ত নিরুদ্বেগে ইহারদিগের রাজ্য হইয়াছে। ২২৭।

তুম্বদ্র ॥ হলিওনোর স্থানের নিকটে তুঙ্গা ও ভদ্রা নদীর যে মিলন সে তুম্বদ্র নামে ব্যক্ত আছে, ঐ তুঙ্গা নদী বেদনোর স্থানের পশ্চিমে আরম্ভ হইয়া প্রথমতঃ উত্তর দিগে পরে পশ্চিম ও পূর্ব্ব দিগে অতি বক্র গমন পূর্ব্বক ইংলণ্ডীয়দিগের হিন্দুস্থানের রাজ্যের পশ্চিম সীমা চিহ্নিত করিয়া কৃষ্ণা নদীতে পতিতা হইয়াছে, আর এই ভদ্রা নদী মাঙ্গালোরের সম্মুখে ঘাট পর্ব্বতের পূর্ব্ব দিগের বাবাবদ্বিন নামক পর্ব্বত হইতে নির্গতা হইয়া হলিওনোরের নিকট কুরলি নামক এক তীর্থ স্থানে তুঙ্গা নদীতে যুক্তা হইয়াছে। ২২৮ ॥

তৃণকর্মলি ॥ সিংহল উপদ্বীপে জলেতে বেষ্টিত তৃণ কর্মলি নামক এক নগর আছে, সে কলম্ব দেশ অপেক্ষা বৃহৎ ও বলবৎ, এবং এ স্থানে এক প্রধান দুর্গ ও এক বন্দর আছে, কিন্তু লোকালয় অল্প, ও ইহার চতুর্দ্দিগস্থ প্রাচীরের মধ্যবর্ত্তি স্থানের আয়তন ৩ ক্রোশ হইবেক, এ নগর মধ্যে এক ক্ষুদ্র পর্ব্ব তোপরি নিবিড় বন আছে, সে স্থান হইতে সমুদ্রের নানা মহনা দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে যে মহনা দ্বারা এ স্থানে বহু দেশীয় জাহাজ আগমন করে, সে অত্যন্ত গভীর, পূর্ব্বকালে এ নগরে এক প্রসিদ্ধ দেবালয় ছিল, পোর্তুগীসেরা সে দেবালয় ভগ্ন করিয়া দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছে, ভারতবর্ষ মধ্যে ইংলণ্ডীয়দিগের এই এক প্রধান উপকার জনক স্থান, যেহেতুক ঝড় ও সমুদ্রের ঢেউ বৃদ্ধি কালে করমেণ্ডল ও বঙ্গ দেশের পূর্ব্ব দিগ হইতে যে সকল জাহাজ আগত হয়, সে তাবৎ এ স্থানে রক্ষিত হইয়া থাকে, তৃণ

কমলির চতুর্দ্দিগস্থ তাবৎ গ্রামের ভূমি উর্ব্বরা নহে, বিশেষতঃ জল ও বায়ু অত্যুষ্ণ এবং পীড়া দায়ক, তন্নিমিত্তে কেহ তথা বাস করিতে ইচ্ছা করে না, আর মরুভূমি প্রযুক্ত শস্যোৎপত্তি অল্প হয়, সুতরাং কোন দ্রব্য বাণিজ্যার্থে স্থানান্তরে প্রেরিত হয় না, এ নগরে ইংলণ্ডীয় লোক যে কএক জন বাস করে, তাহারা পূর্ব্বে সৈন্যাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত ছিল, ইং ১৭৯৫ বাং ১২০২ শালে জেনেরেল ইষ্টুয়ার্ট এক দল সৈন্য লইয়া জাহাজ আরোহণে এ নগরে আগমন করত, জলস্থ প্রস্তর স্পর্শ দ্বারা তাহার এক জাহাজ ভগ্ন হওয়াতে জল মগ্ন হইয়াছিল, তথাচ তিন সপ্তাহ যুদ্ধ করত দুর্গের এক দিগ ভগ্ন করিয়া ওলোন্দাজ জাতি হইতে এ দুর্গ প্রাপ্ত হইল, তৎপরে ইংলণ্ডীয়েরদিগের অধিকারে এ নগরের উন্নতি হইয়াছে। ২২৯॥

তৃণাবলি॥ ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিগে তৃণাবলি নামক এক দেশ আছে, ইহার দীর্ঘ পরিমাণ ১৫০ ক্রোশ ও প্রস্থ ৫০ ক্রোশ হইবেক, এ দেশের উত্তর দিগে মাদুরা ও মারাওয়াস দেশ, দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগে মানারের মহনা কর্ত্তৃক সিংহল দেশ পৃথক হইয়াছে, এবং ইহার পশ্চিম দিগে কোন বন ময় উচ্চ পর্ব্বত দ্বারা এ দেশ ত্রেবেঙ্কর হইতে স্বতন্ত্র হইয়াছে, এ পর্ব্বত অতিশয় দুর্গম ও ক্রমে নিম্ন হইয়া সমুদ্রের তীরের সহিত সমতা হইয়াছে, তৃণাবলি নগরের উত্তর দিগে ৩০ ক্রোশ পর্য্যন্ত ভূমিতে কৃষি কর্ম্ম উত্তম হইয়া থাকে, কিন্তু এ দেশে কোন বৃহৎ নদী না থাকাতে পশ্চিম দিগস্থ পর্ব্বতীয় ঝিলের জল ব্যবহার হয়, এবং কালানুসারে ধান্য ও উত্তম তুলা যথেষ্ট জন্মে, ও সেই ধান্যাদি জাহাজ দ্বারা স্থানান্তরে প্রেরিত হয়, আর যৎ

কালে এ দেশে শস্য অল্প হয়, সেই সময়ে ত্রেবেঙ্কর হইতে আনীত হইয়া থাকে, এ দেশে জবন জাতির বসতি অল্প ও হিন্দু দিগের ধর্ম্মনিষ্ঠা সুন্দর আছে, পূর্ব্ব কালে তানজোর দেশে যখন পাণ্ডবদিগের রাজধানী ছিল, তখন এ দেশ তাহার রাজ্য ভুক্ত ছিল, এবং ইং ১৭৪০ বাং ১১৪৭ শালাবধি ইং ১৭৬০ বাং ১১৬৭ শাল পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রীয়েরা এস্থানে বাস করত, চির দিন পরস্পর যুদ্ধ করিত, তৎকালে ইহার তৃতীয়াংশ স্থান বন ময় ছিল, এবং মাদুরার অনুমত্যানুসারে ১১০০০০০ লক্ষ টাকাতে কোন ব্যক্তিকে এ দেশ ইজারা দেওয়া গিয়াছিল, কিন্তু সে প্রজাদিগের নিকট হইতে কর সঞ্চয় করণে অক্ষম হইয়া দৈন্য দশা প্রাপ্ত হইল, ইং ১৭৯২ বাং ১১৯৯ শালের পর ইং লণ্ডীয়েরা তথাকার কর গ্রহণ করিতে লাগিল, ও ইং ১৭৯৯ বাং ১২০৬ শালে টীপুশাহের সহিত ইংলণ্ডীয়েরদিগেরে যুদ্ধারম্ভ হইলে মান্দরাজ দেশস্থ ইউরোপীয় সৈন্যেরা ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল, ইত্যবসরে ঐ মহারাষ্ট্রীয়েরা ইংলণ্ডীয়ের দিগের বিদ্রোহী হইয়া অশেষ প্রকারে অবজ্ঞা করাতে ইংলণ্ডী য়েরা তাহারদিগকে যুদ্ধে পরাভব করিয়া শাসন পূর্ব্বক অতিশয় বশীভূত করত, ইং ১৮০১ বাং ১২০৮ শালে এই তৃণাবলি দেশ সম্পূর্ণ রূপে অধিকার করিয়াছিল। ২৩০॥

তৃষ্ণা॥ হিমালয় পর্ব্বত শ্রেণীতে তৃষ্ণা নাম্নী এক নদী আরম্ভ হইয়া দক্ষিণ দিগে গমন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার নেপাল রাজ্য দিয়া বঙ্গ দেশীয় রঙ্গপুরে প্রবেশ করত, দক্ষিণ গামিনী হইয়া গঙ্গাতে যুক্তা হইয়াছে, নেপাল দেশে এ নদীর নাম ইওনাম্বু, এবং নানা দিগ্বিদিগে নানাবিধ নাম খ্যাত আছে। ২৩১॥

ত্রিচিহ্নপল্লী ॥ দক্ষিণ কর্ণাটে কাবেরী নদীর দক্ষিণ দিগে ও পণ্ডিচেরি হইতে ১০৭ ক্রোশ অন্তরে ত্রিচিহ্নপল্লী নামক এক নগর আছে, ইহার চতুর্দ্দিগে তানজোর দেশের ন্যায় কৃষি কর্ম্ম উত্তম হইয়া থাকে, আর কাবেরী নদীর নিকটে কোলরুণ নামক স্থানের উত্তম উর্ব্বরা ভূমিতে যথেষ্ট ধান্য জন্মে, ত্রিচিহ্ন পল্লীর নিকটস্থ সরিঙ্গাম উপদ্বীপে হিন্দুদিগের পুধান দুই দেবালয় আছে, এবং এ নগরে মহম্মদ আলির দ্বিতীয় পুত্র আমিরউল ওমরা বহুকাল পর্য্যন্ত বসতি করাতে দক্ষিণ কর্ণাটের জবন জাতিরা অতিশয় সুখে কাল যাপন করিয়াছিল, ইং ১৭৩৬ বাং ১১৪৩ শালের পূর্ব্বে এ স্থানে হিন্দুদিগের রাজ্য ছিল, তৎপরে চণ্ড সাহেব চাতুর্য্য ক্রমে অধিকার করিল, পুনর্ব্বার ইং ১৭৪১ বাং ১১৪৮ শালে মহারাষ্ট্রীয়েরা অধিকার করিয়া ছিল, এবং ইং ১৭৪৩ বাং ১১৫০ শালে নিজামউলমুলক তাহারদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া দক্ষিণ দেশে গমন কালে আনোয়ারদ্দিনকে কর্ণাট রাজ্যের ভারার্পণ করিয়াছিল, ইং ১৭৪৯ বাং ১১৫৬ শালে ঐ আনোয়ারদ্দিনের মৃত্যু হওয়াতে তাহার দ্বিতীয় পুত্র নবাব মহম্মদআলির অধিকার হইলে ফ্রান্স জাতিরা অন্য জাতীয় সৈন্য গণের সহিত ঐক্যতা পূর্ব্বক ইং ১৭৫১ বাং ১১৫৮ শালাবধি ইং ১৭৫৫ বাং ১১৬২ শাল পর্য্যন্ত তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু কেবল ইং লণ্ডীয়েরদিগের ক্ষমতা দ্বারা এ নগরাধিকার করণে অক্ষম হইয়াছিল, ত্রিচিহ্নপল্লী মান্দরাজ হইতে ২৬৮ ক্রোশ, শ্রীরঙ্গ পত্তন হইতে ২০৫ ক্রোশ এবং কলিকাতা হইতে ১১৩৮ ক্রোশ অন্তর হইবেক। ২৩২ ॥

ত্রিপুরা॥ বঙ্গ দেশের পূর্ব্ব সীমাতে ত্রিপুরা নামক এক বৃহদ্দেশ রওসনাবাদ নামেও ব্যক্ত আছে, ইহার উত্তর দিগে শ্রীহট্ট ও ঢাকা, পশ্চিম দিগে মেঘনা নামে বৃহন্নদী ও ঢাকা জালালপুর, দক্ষিণ দিগে চট্টগ্রাম ও সমুদ্র, এবং পূর্ব্ব দিগে পর্ব্বত ও নিবিড়বন আছে, তৎপ্রযুক্ত ইহার পূর্ব্ব সীমা প্রকৃত রূপে নিশ্চয় হয়ং নাই, তথাচ ইং ১৭৮৪ বাং ১১৯১ শালে অনুমান দ্বারা এই ত্রিপুরা দেশের স্বার্বভূমি ৬৬১৮ ক্রোশ সংখ্যা করা গিয়াছিল, তত্পরে আর অনেক ভূমি এ দেশ ভুক্ত হয়, ঐ মেঘনা নদীর তীরস্থ তাবদ্ভূমি উর্ব্বরা ও প্রধান বাণিজ্য স্থান এবং তথা ত্রিপুরা সম্পৃক্ত দাউদকাণ্ডি অবধি লক্ষ্মী পুর পর্য্যন্ত প্রসিদ্ধ গুবাক জন্মে, সেই গুবাক বর্ম্মাজাতির ও আরাকেন দেশীয় মনুষ্যদিগের অতিশয় গ্রাহ্য, যেহেতুক তাহারা প্রতি বৎসর এ স্থানে আগমন পূর্ব্বক প্রায় তাবৎ ক্রয় করিয়া লইয়া যায়, তদ্ভিন্ন এই ত্রিপুরাতে যে এক প্রকার সূত্র বস্ত্র প্রস্তুত হয়, তাহাকে ভিন্ন দেশে খাসা ও বাপ্তা বলে, এবং এ স্থানে প্রতি বৎসর অনেক হস্তী ধৃত হয়, সে সকল চট্টগ্রাম ও পেগুর হস্ত্য পেক্ষা অপকৃষ্ট, আর পূর্ব্ব দিগের পর্ব্বতে কুসিস নামে এক জাতি আছে, তাহারা অতিশয় অসভ্য, জবনেরা বঙ্গ দেশ তাবৎ জয় করিলেও অনেক শত বৎসর পর্য্যন্ত এ দেশে কোন হিন্দু রাজার রাজধানী ছিল, ইং ১২৭৯ বাং ৬৮৬ শালে তোগ রিল নামক বঙ্গ দেশীয় নবাব আক্রমণ করিয়া প্রজাদিগের ধন ও একশত হস্তী গ্রহণ পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন; এবং ইং ১৩৪৩ বাং ৭৫০ শালে বঙ্গ দেশীয় দ্বিতীয় বাদশাহ ইলাইএস খাঁ আক্রমণ করত বহু মূল্যের অনেক হস্তী লইয়া গমন

করিলেন, এই ত্রিপুরাতে প্রতি বৎসর এবম্প্রকার দৌরাত্ম্য হইতে লাগিল, পরে তথাকার রাজার ভ্রাতৃপুত্র ত্রিপুরার রাজ্য আপনি অধিকার করিবার মানসে ইং ১৭৩৩ বাং ১১৪০ শালে ঢাকা নগরে গমন করত, তথাকার মিরহবি উল্লার সহায়তা প্রাপ্ত হইয়া তৎ সমভিব্যাহারে ব্রহ্মপুত্র নদ পারে গমন পূর্ব্বক ত্রিপুরাতে হটাৎ উপস্থিত হইলে তথাকার রাজা বনে পলায়ন করিল, তাহাতে রাজার ভ্রাতৃপুত্র সহকারি ব্যক্তিকে যথেষ্ট কর স্বীকার করিয়া এ রাজ্যাধিকারি হইল, পরে যে অবধি এ দেশ মোগল রাজ্য ভুক্ত হয়, সেই পর্য্যন্ত রৌসনাবাদ নাম প্রাপ্ত হই য়াছে, তৎপরে ইংলণ্ডীয়েরা এ দেশ অধিকার করিলে ইং ১৮০১ বাং ১২০৮ শালে তথা ৭৫০০০০ লোক সংখ্যা হইয়াছিল, তন্মধ্যে দ্বিতীয়াংশ জবন ও একাংশ হিন্দুজাতি ছিল। ২৩৩ ॥

ত্রিবিকারী ॥ কর্ণাট রাজ্যে আরিয়া কূপ নদীর উত্তর দিগে ও পণ্ডিচেরি হইতে ১৫ ক্রোশ পশ্চিমে ত্রিবিকারী নামক এক গ্রাম আছে, ইদানীন্তন তাহার বসতির অল্পতা বোধ হয়, পূর্ব্বকালে তথাকার তাবৎ পথ বৃহৎ ছিল, ও প্রাচীরের উপর অদ্যাপি যে সংস্কৃতাক্ষরাঙ্কিত আছে, সে দুষ্পাঠ্য, তদ্ভিন্ন প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত এক বৃহৎ মন্দির আছে, সে তাহার দ্বারের উপর আট তবক ঊর্দ্ধ, এবং এই গ্রাম মধ্যে প্রস্তর গ্রথিত এক উত্তম পুষ্করিণী আছে, এতাবৎ দৃষ্ট মাত্রে অনুমান হয়, যে পূর্ব্বকালে এ অতি প্রধান গ্রাম ছিল, ইহার নিকটবর্ত্তি স্থানের বৃক্ষাদি সকল কালক্রমে প্রস্তর হইয়া স্থানে ২ আছে, তন্মধ্যে

এমত কোমল প্রস্তর বৃক্ষ ও আছে, যে অঙ্গুলী দ্বারা পেষণ করিলে অনায়াসে চূর্ণ হয়, কিন্তু আহার শিকড় এতাদৃশ কঠিন যে তাহাতে লৌহ ঘর্ষণ করিলে অগ্নির উৎপন্ন হইয়া থাকে, খ্যাত আছে, যে এতাবৎ অতিশয় প্রাচীন প্রস্তর বৃক্ষ থাকাতে এ গ্রাম প্রসিদ্ধ হইয়াছে, ইং ১৭৮১ বাং ১১৮৮ শালে হয় দরের সৈন্যেরা পোর্ট নোবো হইতে পলায়ন পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত মন্দির ভগ্ন করত, তন্মধ্যস্থ দেবমূর্ত্তির ও অঙ্গ ছেদন করিয়াছিল। ২৩৪ ॥

ত্রিহুত ॥ বাহার প্রদেশে ত্রিহুত নামে এক দেশ আছে, ইহার উত্তর দিগে নেপালের রাজ্যাধীন মকওয়ানপুর ও মকওয়ানি দেশ, দক্ষিণ দিগে হাজিপুর ও বযপুর, পূর্ব্ব দিগে বঙ্গ দেশীয় পূর্ণিয়া নগর, এবং পশ্চিম দিগে বেটীয়া ও হাজিপুর, ইং ১৭৮৪ বাং ১১৯১ শালে ত্রিহুতের তাবত্ সীমাবচ্ছিন্ন ৫০৩৩ ক্রোশ ভূমি পরিমিত হইয়াছিল, এ দেশে কোন পর্ব্বত নাই কিন্তু সম্মুখের ভূমি অতিশয় উচ্চ, এই ত্রিহুত দেশের দক্ষিণ দিগস্থ তাবৎ স্থান হইতে এ স্থানের জল ও বায়ু উত্তম, কিন্তু গ্রীষ্মকালে এ স্থান অতিশয় উষ্ণ হয়, ত্রিহুত দেশের তাবৎ স্থানের উর্ব্বরা ভূমিতে ইক্ষু, ধান্য, ও নীল প্রভৃতি যথেষ্ট জন্মে, এবং ইহার উত্তর দিগে বৃহৎ বন আছে, সেই বনের নিকট যে নদী আছে, তাহাতে নৌকা গমনাগমন করিতে পারে না, এ প্রযুক্ত তথাকার কাষ্ঠ স্থানান্তরে প্রেরিত হয় না, এখানকার প্রধান নদী ক্ষুদ্র গণ্ডকী, বাঘমতী, ও ঘগরী, পূর্ব্বকালে এ দেশের নাম তিরভুক্তি ছিল, ক্রমে ব্যত্যয় হইয়া ত্রিহুর্ত্ত হইয়াছে, হিন্দু শাস্ত্রে এই ত্রিহুতের নাম মিথিলা, জনক রাজার বসতি কালে এ স্থান

অতিশয় বর্দ্ধিষ্ণু ছিল, ইং ১২৩৭ বাং ৬৪৪ শাল পর্য্যন্ত জন্য গত হিন্দুজাতির রাজ্য হইয়া পরে বঙ্গ দেশের নবাব তোমহ্যান খাঁ কর্তৃক আক্রান্ত হইল, এই ব্যক্তি পুজাদিগের অনেক ধন গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু ইহার ক্রমাগত অধিকার ছিল না, ইং ১৩২৫ বাং ৭৩২, শালে আলাউদ্দিন কর্তৃক অধিকৃত হইয়া দিল্লীর রাজ্যাধীন হইল, পরে ইং ১৭৯৪ বাং ১২০১ শালে ইংলণ্ডীয় লোক কর্তৃক এ দেশের ও ইহার অন্তঃপাতি তাবৎ স্থানের কর নির্দ্ধারিত হয়, তদবধি এ দেশে শস্য ও বাণিজ্য বৃদ্ধি হইয়াছে, ইং ১৮০১ বাং ১২০৮ শালে এ দেশে ২০০০০০০ লক্ষ গনণা হইয়াছিল, তন্মধ্যে ১৬০০০০৮ হিন্দু ও ৪০০০০০ জবন জাতি ছিল। ২৩৫ ॥

ত্রেবেঙ্কর ॥ হিন্দুস্থানের দক্ষিণ পশ্চিম সীমাতে ত্রেবেঙ্কর নামে এক প্রদেশ আছে, ইহার উত্তর দিগে কোচিন রাজ্যের সীমা, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিগে সমুদ্র, পূর্ব্ব দিগে বন ময় এক পর্ব্বত দ্বারা এ দেশ তৃণাবলীর সহিত পৃথক্ হইয়াছে, ইহার দীর্ঘ পরিমাণ ১৪০ ক্রোশ প্রস্থ ৪০, ক্রোশ হইবেক, এ প্রদেশে নানা ক্ষুদ্র পর্ব্বত হইতে বক্র গামিনী নদী সকল অবিরত নিম্নে পতিতা হইতেছে, এবং পর্ব্বতোপরিস্থ বন মধ্যে মরিচ ও এলাইচ ও দারুচিনি ও লোবান অর্থাৎ কুন্দুরু ও নানা সুগন্ধি দ্রব্য জন্মে, ইহার নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে এ দেশের বন ও পর্ব্বতাদির অত্যাশ্চর্য্য শোভা দৃষ্ট হয়, আর পর্ব্বতের নিম্ন ভাগের বন মধ্যে হস্তী, মহিষ এবং, বৃহদ্ব্যাঘ্র ও বানর গণ যূথে ২ বাস করে, এবং এ দেশের ভূমি উর্ব্বরা প্রযুক্ত কর্ণাটের ভূমি ও উৎপন্ন দ্রব্যাপেক্ষা এ স্থানের ভূমি ও শস্য

অত্যুত্তম, এবং কৃষি কর্ম্ম নিমিত্তে পুষ্করিণীর জলের প্রয়োজন নাই, যেহেতুক কালানুসারে সর্ব্বত্র সহজেই চাস যোগ্য ভূমি হইয়া থাকে, আর এতদ্দেশে ব্যক্ত আছে, যে তথাকার উৎপন্ন শস্যদ্বারা রাজকীয় কর্ম্ম ও যুদ্ধ ব্যয় প্রভৃতি সম্পন্ন হয়, সুতরাং ভূমির রাজস্ব গ্রহণের অপেক্ষা করে না, এবং এখানে রাজ সম্পৃক্ত গুবাকের বাণিজ্য আছে, তাহাতে বিস্তর টাকা উপার্জ্জন হয়, তদ্ভিন্ন বিস্তর নারিকেল জন্মে, তাহার ও কর নির্দ্ধার্য্য আছে, এ দেশ মালাবার দেশের একাংশ প্রযুক্ত তথাকার লোকের অনেক ব্যবহার মালাবার দেশের ন্যায় হইয়াছে, ও এ স্থানে পূর্ব্ব কালে কখন যবনাধিকার হয় নাই, এ প্রযুক্ত হিন্দু দিগের অত্যন্ত শুদ্ধাচার ছিল, কিন্তু অল্প কালের মধ্যে খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম প্রকাশ হওয়াতে এ স্থানের প্রায় ৯০০০০ নব্বই সহস্র লোক তদ্ধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছিল, তৎকালে ত্রেবেঙ্কর দেশে খ্রীষ্টিয়ান দিগের গীর্জা হওয়াতে হিন্দু দেবালয়ের প্রত্যক্ষাভাবে অন্য দেশীয় লোক কর্তৃক এ স্থান হিন্দু দেশ বোধ্য হইত না, আর ইহার পূর্ব্ব কালীয় অধ্যক্ষের নাম কেরিতরাম রাজা তিনি মদুরা রাজাকে কর প্রদান করিতেন, তাহার রাজ্য কালে এ অতি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল, ইং ১৭৯০ বাং ১১৯৭ শালে এ দেশ টীপুসাহ আক্রমণ করত রাজারদিগকে বহিষ্করণ করিয়া বিরা পেলিস্থান পর্য্যন্ত গমনানন্তর লার্ড করণওয়ালিস কর্তৃক নিবারিত হইয়াছিল, নতুবা তাবৎ প্রদেশ জয় করিতে পারিত, ইং ১৭৯৫ বাং ১২০২ শালের ৭ নবেম্বর তারিখে ইংরাজ সহিত রাজার সন্ধি হওয়াতে স্থির হইল, যে টীপুসাহ কর্তৃক অধিকৃত দেশ সকল এই রাজাকে প্রত্যর্পিত হয়, এবং রাজা

ও ইংলণ্ডীয়েরদিগের তিন দল পদাতিক সৈন্যকে প্রতি পালন করিবেন, ও যুদ্ধকালে আপন সৈন্য দ্বারা সাহায্য করিবেন, কিন্তু ঐ কেরিত রাম রাজার দেওয়ানের নানাবিধ কুব্যবহার প্রকাশ হওয়াতে মান্দরাজ হইতে ইংরাজের সৈন্য গিয়া ঐ রাজার তাবদ্দেশ জয় করিল। ২৩৬ ॥

থিয়াগড়॥ কর্ণাট রাজ্যে পণ্ডিচেরির ৫৬ ক্রোশ পশ্চিম দিগে থিয়াগড় নামে এক নগর আছে, কর্ণাটের যুদ্ধ কালীন এ নগরের যথেষ্ট বৃদ্ধি ছিল, এবং নগরাধ্যক্ষেরা অনেক বার যুদ্ধ করে, তখন এক পর্ব্বতোপরি ইহার দুই দুর্গ পরস্পর সংযুক্ত ছিল, এবং এ নগরের পূর্ব্ব দিগের নিম্ন ভূমিতে মৃণ্ময় প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত যে এক পেটা আছে, তাহার চতুর্দ্দিগে অতিশয় দুর্গম বন, ইং ১৭৬১ বাং ১১৬৮ শালে মেজর প্রেষ্টন ক্রমাগত ৬৫ দিবস থিয়াগড়ের দুর্গ সৈন্য বেষ্টিত করিলে তথাকার অধ্যক্ষেরা সে দুর্গ ইংলণ্ডীয়দিগকে প্রদান করিয়াছে। ২৩৭ ॥

থিরাদ॥ গুজরাট প্রদেশের উত্তর পশ্চিম সীমাবচ্ছিন্ন থিরাদ নামে এক দেশ ও এক নগর আছে, ইহার উত্তর দিগে মারোয়ার, ও উত্তর পূর্ব্ব কোণে শাণজোর নগর, এ নগর থিরাদ হইতে ৩০ ক্রোশ অন্তর, এবং নিজ পূর্ব্ব দিগে ৩০ ক্রোশান্তরে দিশা নামক দেশ, পশ্চিম দিগে ঔ নামক স্থান, সেও থিরাদ হইতে ১২ ক্রোশ অন্তর হইবেক, দক্ষিণ দিগে ৩০ ক্রোশান্তর বর্ত্তী বারিয়ার নামক স্থান, এই সীমাবচ্ছিন্ন থিরাদ দেশে ৩৩ গ্রাম আছে, তাহাতে বিশ সহস্র টাকা রাজস্ব উৎপন্ন হইয়া হেরম্বজী নামক অধ্যক্ষের প্রাপ্তব্য হয়, এই ব্যক্তির

সাম্বৎসরিক ব্যয় ৬০০০০ হাজার টাকার ও অধিক হইয়া থাকে, এতাবতা ধনাগমের অপেক্ষা ব্যয়ের আধিক্যপ্রযুক্ত তিনি আপন প্রতিবাসিদিগের ধনাপহরণ করত, আত্ম কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন, এ দেশে কোন নদী নাই, এবং ইহার সকল গ্রামের পুষ্করিণীর জল ব্যবহার যোগ্য নহে, ও ১২০ হস্ত পরিমিত মৃত্তিকার নিম্নে যে জল আহৃত হয়, সে ও সচরাচর উত্তম হয় না, এবং তাবৎ গ্রামের কূপ সকল লবণাম্বু বিশিষ্ট, এদেশে জল কষ্টতা প্রযুক্ত কোন ক্রমে শাকাদি জন্মে না, আর এ স্থানে সচরাচর যে পলাণ্ডু প্রাপ্য হয়, তাহা রাধনপুর হইতে আনীত হইয়া থাকে, থিরাদের লোকেরা দৈন্যতা প্রযুক্ত গোধূম ক্রয় করণে অক্ষম হইয়া কেবল বাজিরি নামক শস্য এবং মেষ ও ছাগ মাংস ভক্ষণ করে, এবং গাভী ও উষ্ট্র দুগ্ধ পান করিয়া থাকে, এ দেশে উষ্ট্র ও ঘোটক উত্তম জন্মে, থিরাদ নগরে ২৭০০ ঘর গৃহস্থ বাস করে, তন্মধ্যে ৩০০ ঘর বণিক জাতি এবং ২৪০০ ঘর কুলি, রাজপুত ও সিন্ধিয়ান জাতি, এ নগর প্রাচীর ও বিশ হস্ত গভীর এক খাত দ্বারা বেষ্টিত আছে, এবং বহুকাল পর্য্যন্ত এ স্থান যোধপুরের রাজার অধীনেছিল, তিনি ইহার কর গ্রহণ জন্যে কখন ২ বহু সৈন্য প্রেরণ করিতেন। ২৩৮॥

দক্ষিণ॥ পূর্ব্ব কালীন হিন্দু ভূগোল বেত্তারা নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণ দিগস্থ দেশ সমূহকে দক্ষিণ দেশ বলিয়া ব্যক্ত করেন কিন্তু হিন্দুস্থানের লোকেরা নর্ম্মদা ও কৃষ্ণা নদীর মধ্যবর্ত্তী তাবৎ স্থানকে দক্ষিণ দেশ কহে, ফলতঃ এই কথা অদ্যাপি সর্ব্বত্র প্রকটিত আছে, এ দেশে জবনদিগের চিরকাল রাজত্ব হইলেও কৃষ্ণানদীকে অতিক্রম করিয়া অধিকার হয় নাই, আর এ নদীর

দক্ষিণ দিয়াছ স্থান সকল ভারত বর্ষের দক্ষিণ সীমা বলিয়া খ্যাত আছে, ইং ১৬৯০ বাং ১০৯৭ শালে আওরঙ্গজেব দক্ষিণ দেশ জয় করিলে ছয় খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছিল, সেখণ্ডের নাম এই ২ খান্দেশ, আওরঙ্গাবাদ, বিদর, হয়দরাবাদ বিজয়পুর ও বেরার, এতাবৎ বৃহদ্দেশে অধিকাংশ হিন্দু, বিশেষতঃ মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধীন স্থান সমূহেতে অনেক হিন্দুজাতির বসতিছিল, এবং আরঙ্গাবাদে নিজামের রাজ্যে জবন জাতি অনেক ছিল, কিন্তু তাহারা হিন্দু জাতির ন্যায় ব্যবহার ও কৃষি কর্ম্ম করিত, ইং ১৭৩৭ বাং ১১৪৪ শালে দক্ষিণ দেশে শুলতান আলাঅদ্দিন হোসন কাঙ্গা ভামিনি স্বাধীন বাদশাহ হইয়া কালবর্গা অর্থাৎ বিদর নামক খণ্ডে রাজধানী করিয়াছিল, ও ইং ১৩৫৭ বাং ৭৬৪ শালে ইহার মৃত্যু হওয়াতে মহমুদশাহ ভামিনি উত্তরাধিকারী হইয়া ইং ১৩৭৪ বাং ৭৮১ শালে পরলোক গমন করিলেন, পুস্তকে লিখে যে এ বাদশাহ দক্ষিণ দেশের যুদ্ধ কালে যে অশ্বারূঢ় সৈন্য দিগের দল বদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহারা ইংলণ্ডীয় ও তুরকীয় লোক কর্ত্তৃক যুদ্ধের ক্রম শিক্ষিত হইয়াছিল, তৎপরে মজাহেদ শাহ ভামিনি বাদশাহ হইয়া যদ্যপি সিংহল দেশের রামেশ্বরবন্দ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন, তথাচ নিশ্চিত রূপে সে স্থান অধিকার করিতে পারেন নাই, ইং ১৩৭৭ বাং ৭৮৪ শালে কোন ব্যক্তি অকস্মাৎ তাহার প্রাণ দণ্ড করিল, এবং দাউদ শাহ ভামিনি বাদশাহ হইয়া ইং ১৩৭৮ বাং ৭৮৫ শালে ঐ রূপে ইহারও কাল প্রাপ্ত হইল, পরে মহমুদ শাহ ভামিনি এ দেশে অধিকার করিয়া বাং ৮০৩ শালে পরলোক গমন করিলেন, এবং এই বৎসর গয়াসদ্দিন ভামিনী ও সমস

অদ্দিন ভামিনি সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া কোন বিপক্ষ কর্তৃক অঙ্গীকৃত ও রাজ্যচ্যুত হইল, বাং ৮২৯ শালে ফিরোজ রোজ আফজুন ভামিনিকে তাহার ভ্রাতা রাজ্যচ্যুত করিয়া আপনি অধিকার করিয়াছিল, পরে আহম্মদশাহ্ ওয়ালি ভামিনি কএক বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া বাং ৮৪১ শালে ইহার মৃত্যু হইল, তৎপরে দ্বিতীয় আলাঅদ্দিন এই বঙ্গ দেশের অধিকারী হইয়া বাং ৮৬৪ শালে এবং হোমাইউন শাহ্ বাং ৮৬৭ শালে ও নিজাম শাহ্ ভামিনি বাং ৮৬৯ শালে লোকান্তর গমন করিলেন, পরে মহমুদ শাহ্ ভামিনি বাদশাহ্ হইয়া বাং ৮৮৯ শালে ইহার পর লোক হইল, ও মাহমুদ শাহ্ ভামিনি রাজ্যা ভিষিক্ত হইয়া বাং ৯২৫ শালে কারাগারে বদ্ধ থাকিয়া প্রাণ বিয়োগ হওয়াতে ভামিনি বংশ লোপ হইল, পরে তাহার পরিবারস্থ অপর লোকেরা দেশাধিকারী হইয়া এই কএক খণ্ডে বিখ্যাত করিয়াছিল, তাহার বিশেষ এই, বিজয়পুর অর্থাৎ আদেলশাহি হয়দরাবাদ সম্পৃক্ত গুলকন্দা, অর্থাৎ কুতব শাহি, বেরার অর্থাৎ উমেদ শাহি, আওরঙ্গাবাদ অর্থাৎ নিজাম শাহি, বিদর, অর্থাৎ বেরিদ শাহি, অপর আওরঙ্গজেব আপন পিতা শাহজাহানের অধীন নবাব হইয়া দক্ষিণ দেশস্থ পাঠানদিগের তাবৎ রাজ্য সীমা খর্ব্ব করেন, পশ্চাৎ আপনি বাদশাহ্ হইলে তাহারদিগের তাবৎ দেশ অধিকার করিয়াছিলেন, পরে মহা রাষ্ট্রীয়ের সহিত যাবজ্জীবন পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া তাবৎ রাজ্য অধি কার করিলেন, পরেতাহারা কোনউপায়ান্তর না পাইয়া অনেকে একত্র হইয়া বল দ্বারা প্রজা গণের ধনাপহরণ করিতে লাগিল, ও ইহারদিগের এমত দৌর্জ্জন্য বৃদ্ধি হইল, যে ঐ বাদশাহের

সৈন্যাগারের সৈন্যদিগের নিমিত্তে যে খাদ্য প্রেরিত হইত, সে সকল বন্ধ করিল, তাহাতে অনাহারে অনেকের প্রাণ বিয়োগ হইল, দক্ষিণ দেশে যদ্যপি আওরঙ্গজেব বাদশাহের অত্যন্ত কর্ত্তৃত্ব ছিল, তথাচ মহারাষ্ট্রীয়দিগের দৌরাত্ম্য দ্বারা মোগল দিগের দর্প ও বিদ্যাদি সমুদয় হ্রাস হইতে লাগিল, পরে ইং ১৭১৭ বাং ১১২৪ শালে নিজামউলমুল্‌ক এ দেশের তাবৎ স্থান অধিকার করিয়াছিল। ২৩৯॥

দক্ষিণশাহাবাজপুর॥ বঙ্গদেশে মেঘনা নদীর সমুদ্রের মিলন স্থানে দক্ষিণ শাহাবাজপুর নামক এক উপদ্বীপ আছে, সে দীর্ঘে ৩০ ক্রোশ ও প্রস্থে ১৩ ক্রোশ হইবেক, ঐ উপদ্বীপের নিম্ন ভূমি প্রযুক্ত বর্ষাকালে যোয়ার সময়ে প্রায় তাবৎ জলমগ্ন হয়, আর এই উপদ্বীপ ও ইহার নিকটে যে উপদ্বীপ আছে, এই দুই উপদ্বীপের মধ্যবর্ত্তী যেখাড়ি তাহার জলের এতাদৃশ বেগ গতি যে তন্মধ্যে নৌকার গমনাগমন দুর্ঘট হইয়া থাকে, ও এ স্থানে ইউরোপীয়দিগের লবণের বাণিজ্যা গার আছে। ২৪০॥

দাউদকাণ্ডী॥ বঙ্গদেশে ঢাকা হইতে ২৫ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগে ত্রিপুরা সম্পৃক্ত দাউদকাণ্ডী নামক এক ক্ষুদ্র নগর আছে, বর্ষাকালে গোমতী নদী দ্বারা এস্থান দিয়া ঢাকা অবধি কমিল্লা পর্য্যন্ত সুন্দর জল পথ হয়। ২৪১॥

দানাপুর॥ বাহার প্রদেশে গঙ্গার দক্ষিণ তটে ও পাট না হইতে ২ ক্রোশ পশ্চিম দিগে দানাপুর নামক এক নগর আছে, অযোধ্যার নবাব সাদত আলি খাঁ রাজ্য ভ্রষ্ট হইয়া ইং

লণ্ডীয়দিগের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক এই নগরের বহির্দ্দেশে সামান্য লোকের ন্যায় বাস করত এক গৃহ নির্ম্মাণ করাইতে ছিল, এবং আপনার উন্নতি নিমিত্তে সর্ব্বদা সচেষ্টিত ছিল, কিয়ৎদিবস পরে ইংলণ্ডীয় লোকের আনুকূল্য দ্বারা পুনর্ব্বার অযোধ্যার সিংহাসনাভিষিক্ত হইল, সুতরাং ঐ গৃহ সম্পূর্ণ রূপে নির্ম্মিত হইল না। ২৪২॥

দামোদর॥ বাহার প্রদেশে রামগড় নগরে দামোদর নামক এক নদ আরম্ভ হইয়া পেচিটী নগর দিয়া পলতা গ্রামের কএক ক্রোশ দক্ষিণ দিগে গঙ্গাতে যুক্ত হইয়াছে, ইহার বক্র গমন সর্ব্ব শুদ্ধা তিন শত ক্রোশ হইবেক। ২৪৩॥

দারওয়ার॥ বিজয়পুর প্রদেশে পুনা দেশস্থ মহা রাষ্ট্রীয়দিগের প্রাচীর বেষ্টিত দারওয়ার নামক এক নগর আছে, তাহার যাবনিক নাম নসিরাবাদ, ইং ১৭৮৪ বাং ১১৯১ শালে টীপুশাহ মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিকট এই নগর যাচ্ঞা করিলে তাহারা দিতে সম্মত হইল না, তথাচ বল দ্বারা এ নগর ও ইহার দুর্গ গ্রহণ করিয়া কিঞ্চিৎ২ কর দিতে স্বীকার করিয়া ছিল, কিন্তু ইং ১৭৯০ বাং ১১৯৭ শালে মহারাষ্ট্রীয় পরশু রাম ভৌ বোম্বের তিন দল সৈন্যের সাহায্য দ্বারা ২৯ সপ্তাহ যুদ্ধ করত পুনর্ব্বার অধিকার করিল, এ নগর উত্তম রূপে বদ্ধ নহে, কিন্তু ইহার দুর্গ অতি সুকঠিন, ও পরিখা উত্তম, আর ইহার নিকটস্থ গ্রাম সকল অতিশয় শস্য জনক স্থান ছিল, ঐ যুদ্ধ কালীন মহারাষ্ট্রীয় কর্তৃক সে তাবৎ গ্রাম নষ্ট হইয়াছে। ২৪৪॥

ধারাপুরম ॥ কৈম্বিটুর প্রদেশে অমরাবতী নদী তীরে ও শ্রীরঙ্গপাটম হইতে ১৩২ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগে ধারাপুরম নামক এক নগর আছে, এ স্থানে মৃন্ময় এক বৃহৎ দুর্গ ও উত্তম দুই নালা আছে, তথাকার লোকেরা ঐ নালার জল ক্ষেত্রে সিঞ্চন করে, তাহাতে তথাকার ভূমি এমত উর্ব্বরা হইয়াছে, যে এক বৎসরের মধ্যে যে ক্ষেত্রে তামাক জন্মে, তাহাতে পুনর্ব্বার অন্যোন্য শস্যাদি উৎপন্ন হয়, ইং ১৭৮৩ বাং ১১৯০ শালের আষাঢ় মাসে ইংলণ্ডীয়েরা টীপুশাহের নিকট হইতে এ নগর অধিকার করিয়া ইং ১৭৮৪ বাং ১১৯১ শালে সন্ধি দ্বারা ঐ টীপুশাহকে পুনর্ব্বার অর্পণ করিয়াছিল। ২৪৫ ॥

দালামৌ ॥ অযোধ্যা প্রদেশে গঙ্গার উত্তর পূর্ব্ব দিগে ও লক্ষ্ণৌ হইতে ৪৭ ক্রোশ অন্তরে দালামৌ নামক এক নগর আছে, এ নগরে রাজা তিক্ত রায়ের জন্ম হয়, এই ব্যক্তি ইহার শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিল, এ নগরের গঙ্গা তীরে নানা উত্তম দেবালয় ও ঘাট এবং এক দুর্গ আছে। ২৪৬ ॥

দিগ ॥ আগরা নগর হইতে ৪৪ ক্রোশ উত্তর পশ্চিম দিগে দিগ নামক এক নগর আছে, ইং ১৭৬০ বাং ১১৬৭ শালে জাট জাতীয় সুরজমল রাজা এ নগর অধিকার করত প্রাচীর দ্বারা কঠিন রূপে বদ্ধ করিয়াছিল, পরে ইং ১৭৭৬ বাং ১১৮৩ শালে নজফ খাঁ এক বৎসর পর্য্যন্ত যুদ্ধ করণ পূর্ব্বক সে স্থান নিজায়ত্ত করিয়াছিল, ও পুনর্ব্বার ভরতপুরের জাট জাতির অধিকার হইলে ইং ১৮০৫ বাং ১২১২ শালে লার্ড লেক এ নগরের প্রাচীরের নিম্ন ভাগে হলকরের সৈন্যেরদিগকে পরাভব করিলে হলকর আপনি কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত যুদ্ধ করত

পরে ভীত হইয়া ইংলণ্ডীয়দিগকে এ নগর অর্পণ করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা পুনর্ব্বার হলকরদিগকে দান করিল। ২৪৭ ॥

দিনাজপুর॥ বঙ্গদেশে দিনাজপুর নামক এক দেশ আছে, ইহার উত্তর দিগে রঙ্গপুর ও পূর্ণিয়া, দক্ষিণ দিগে রাজশাহি, পূর্ব্ব দিগে রঙ্গপুর ও ময়মন সিংহ, এবং পশ্চিম দিগে পূর্ণিয়া ও রাজমহল দেশ, পূর্ব্বকালে এ স্থান পিঞ্জারা সরকার নামে ব্যক্ত ছিল, এবং কোচবেহার রাজ্যের সম্মুখ স্থান ছিল, কিন্তু মোগল জাতির রাজ্য কালে এ দেশ ও ইদরাকপুর আওরঙ্গাবাদ ভুক্ত হইয়াছে, ইং ১৭৮৪ বাং ১১৯১ শালে মেজর রেনেলসাহেব কর্তৃক দিনাজপুরের চতুর্দ্দিগস্থ ভূমি ৩৫১৯ ক্রোশ পরিমিত হইয়াছিল, এবং ইং ১৮০১ বাং ১২০৮ শালে মারকুইস ওএলিসলির আজ্ঞানুসারে রাজস্ব সংগ্রহকারিরা ৬০০০০০ লোক সংখ্যা করিয়াছিল, তন্মধ্যে চারি অংশ হিন্দু ও একাংশ জবন জাতি ছিল, এ দেশে দুই তিন ক্রোশ পরিসর এমত পর্ব্বত অনেক আছে, ও অত্যন্ত তৃণোদ্ভব হয়, তাহাতে গো, মহিষ প্রভৃতি পশু সকল অনায়াসে প্রতি পালন হয়, আর এ দেশের দক্ষিণ দিগ অপেক্ষা উত্তরদিগের সমান ভূমি, তাহাতে কৃষি কর্ম্ম উত্তম হইয়া থাকে, ও দক্ষিণ দিগে জবনেরা আর উত্তর দিগে হিন্দুরা বাস করে, এই উভয় জাতি প্রায় তাবতেই দুঃখী, অথচ এ দেশে ধান্য, রাইসর্ষপ, ও এক প্রকার গম এবং মটর প্রভৃতি বহুবিধ শস্যোৎপন্ন হয়, তদ্ভিন্ন নীল, শোণ, ইক্ষু, পাট, তুলা ও অধিক তামাকু জন্মে, কিন্তু মহিষ ও শূকর এবং বন্যা দ্বারা অনেক শস্যাদির হানি করে, এই দিনাজপুরের রাজার পূর্ব্ব পুরুষ হিন্দুস্থানের বৈশ্য জাতীয় রামনাথ নামক

এক ব্যক্তি এ দেশে ইং ১৭২৮ বাং ১১৩৫ শালাবধি ইং ১৮০১ বাং ১২০৮ শাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ২৪৮॥

দিল্লী॥ হিন্দুস্থান মধ্যে দিল্লী নামক এক বৃহৎ দেশ আছে, ইহার উত্তর দিগে লাহোর ও উত্তরহিন্দুস্থানের বেসির, দেওরকোট, ও শ্রীনগর প্রভৃতি দেশ, পূর্ব্ব দিগে অযোধ্যা এবং নানা উচ্চ পর্ব্বত যদ্দ্বারা এ দেশ উত্তর হিন্দুস্থানের সহিত পৃথক্ হইয়াছে, দক্ষিণ দিগে আগরা ও আজমের দেশ এবং পশ্চিম দিগে আজমের ও লাহোর রাজ্য আছে, ইহার দীর্ঘ পরিমাণ ২৪০ ক্রোশ ও প্রস্থ ১৮০ ক্রোশ; এ দেশের পূর্ব্ব কালীন পাঠান ও মোগল জাতীয় বাদশাহদিগের প্রধান রাজধানী নগরের নাম ও দিল্লি, ইং ১০০৮ বাং ৪১৫ শালে ও ইং ১০১১ বাং ৪১৮ শালে গীজনির সোলতান মহম্মদ শাহ এ দেশ হিন্দু রাজা হইতে অধিকার করত তাহাকে পুনর্ব্বার অর্পণ করিয়া আপনি কর গ্রহণ করিতেন, ইং ১১৯৩ বাং ৬০০ শালে কতবদ্দিন নামে মহম্মদ গোরির ভৃত্য, ঐ হিন্দু রাজা হইতে অধিকার করণে তৈমুরের প্রপৌত্র, বাবর সাহের রাজত্বের পূর্ব্ব কালাবধি আফগান বংশীয়দিগের রাজ্য হইয়াছিল, এবং ঐ কতবদ্দিন উত্তর পশ্চিম ভারতবর্ষের গোরি বাদশাহের বংশ লোপ পর্য্যন্ত তাহার অধীন ছিলেন, পরে জঙ্গিশ খাঁ কর্তৃক এই বংশ নষ্ট হইল, দিল্লির সিংহাসনে যে কএক ব্যক্তি বাদশাহ হইয়াছেন, এবং যে ২ শালে যে ২ বাদশাহ পরলোক গমন করেন, তাহার বিশেষ, ইং ১২১০ বাং ৬১৭ শালে তাজদ্দিন আরামশাহ, ওসমসদ্দিন আলতামস, ইং ১২৩৫ বাং ৬৪২ শালে ফিরোজ শাহ, মলিক দোরান

ও রেজার কন্যা, ইং ১২৩৯ বাং ৬৪৬ শালে বহরামশাহ, ইং ১২৪২ বাং ৬৪৯ শালে আলাঅদ্দিন, ও মাসুদশাহ, ইং ১২৪৪ বাং ৬৫১ শালে নাজেরদ্দিন, ইং ১২৬৫ বাং ৬৭২ শালে ইয়াজদ্দিন বালিন, ইং ১২৮৬ বাং ৬৯৩ শালে কেকোবাদ, ইং ১২৮৯ বাং ৬৯৬ শালে ফিরোজশাহ খিলজী, ইং ১২৯৫ বাং ৭০২ শালে সেকন্দর শালি, ইং ১৩১৬ বাং ৭২৩ শালে সাহেব অদ্দিনওমর, ইং ১৩১৭ বাং ৭২৪ শালে মোবারক শাহ, ইং ১৩২১ বাং ৭২৮ শালে তগলিক শাহ, ইং ১৩২৪ বাং ৭৩১ শালে সোলতান মহম্মদ, ইং ১৩৫১ বাং ৭৫৮ শালে দ্বিতীয় ফিরোজ শাহ, ইং ১৩৮৯ বাং ৭৯৬ শালে আবুবকরশাহ, ইং ১৩৯৩ বাং ৮০০ শালে নাজের অদ্দিন মহম্মদ শাহ, ইং ১৩৯৮ বাং ৮০৫ শালে এই বাদশাহের রাজ্য কালীন তৈমুর শাহ সিন্ধু নদী পার হইয়া দিল্লিতে আগমন পূর্ব্বক তদ্দেশাধিকার করত বিস্তর ধনাপহরণ করিয়া ইং ১৪০৫ বাং ৮১২ শালে ৭১ বৎসর বয়স্ক হইয়া লোকান্তর প্রাপ্ত হইল, ইং ১৪১৩ বাং ৮২০ শালে ঐ নাজের অদ্দিন মহমুদ শাহের মৃত্যু হওয়াতে খিলজী জাতীয় আফগান দিগের বংশ লোপ হইল, এবং এই বৎসরে দৌলত খাঁ লোদি বাদশাহ হয়, ইং ১৪১৪ বাং ৮২১ শালে খিজর খাঁ, ইং ১৪২১ বাং ৮২৮ শালে মোবারক শাহ, ইং ১৪৩৩ বাং ৮৪০ শালে দ্বিতীয় মহমুদ শাহ, ইং ১৪৪৬ বাং ৮৫৩ শালে দ্বিতীয় আলাঅদ্দিন, ইং ১৪৫০ বাং ৮৫৭ শালে বিলোলী লোদি, ইং ১৪৮৮ বাং ৮৯৫ শালে সেকন্দর বেন লোদি, ইং ১৫১৬ বাং ৯২৩

শালে এব্রেহেম লোদি, বাদশাহ হইয়া ইং ১৫২৫ বাং ৯৩২ শালে শোলতান বাবর কর্ত্তৃক পরাভব হইলে তিনি সেই বৎসরে দিল্লী অধিকার করিলেন, ও তদবধি এ স্থানে মোগলের রাজ্য আরম্ভ হইল, এবং ঐ শালে শোলতান বাবর বাদশাহ হইয়া ছিলেন, পশ্চাৎ ইং ১৫৩০ বাং ৯৩৭ শালে হোমাইউম, ইং ১৫৫৬ বাং ৯৬৩ শালে জালালদ্দিন মহম্মদ আকবর বাদশাহ হইয়াছিলেন, এ ব্যক্তি ইং ১৫৪২ বাং ৯৪৯ শালে অমর কোট দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া ইং ১৬০৫ বাং ১০১২ শালে আগরা দেশে পরলোক প্রাপ্ত হইলেন, এই বাদশাহ মোগল জাতির শ্রেষ্ঠ বাদশাহ ছিলেন, ও ইহার মন্ত্রী আবুল ফজল ৪৭ বৎসর বয়সে দস্যু হস্তে প্রাণ ত্যাগ করিলেন, এবং ঐ শালে জাহাঙ্গির শাহ বাদশাহ হইলেন; ইং ১৬২৮ বাং ১০৩৫ শালে শাহ জাহন বাদশাহ হইয়া ইং ১৬৩১ বাং ১০ ৩৮ শালে যমুনা নদীর পশ্চিম তীরে ৭ ক্রোশ পরিসর সাহ জাহানাবাদ নামে আর এক নূতন দিল্লী নগর স্থাপিত করেন. ইং ১৬৫৮ বাং ১০৬৫ শালে আওরঙ্গজেব সাহের রাজ্য হইয়া ইং ১৭০৭ বাং ১১১৪ শালে দেহত্যাগ করিলেন, ও ইহার প্রধান পুত্র শাহ আলম ইং ১৭১২ বাং ১১১৯ শালে হলা হল ভক্ষণ করত প্রাণ ত্যাগ করিলেন, এবং ঐ শালে জাঁহাদার শাহ রাজ্যচ্যুত হইলে কোন ব্যক্তি তাঁহাকে নষ্ট করিল, ইং ১৭১৯ বাং ১১২৬ শালে ফিরোখশেরশাহের মস্তক ছেদন হইল, তৎকালে রফিউলদরজাত নামে এক বালক চারি মাস রাজ্য করিয়া পর লোক প্রাপ্ত হইল, পরে রফিউদ্দৌলা নামে এক বালক তিন মাস রাজত্ব করিয়া ইং ১৭২০ বাং ১১২৭

শালে লোকান্তর গমন করিল, ইং ১৭৩৫ বাং ১১৪২ শালে মহারাষ্ট্রীয়দিগের এতাদৃশ দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি হইল, যে তাহারা দিল্লীর অন্তঃপাতি স্থানে আগমন করত স্থানে২ অগ্নি পুদান করিতে লাগিল, ইং ১৭৩৯ বাং ১১৪৬ শালে নাদেরশাহ দিল্লীতে প্রবেশ পুর্ব্বক রওসনউদ্দৌলার মৃতাগারের নিকট উপ বেশন করত, স্বেচ্ছাক্রমে তথাকার দুর্ভাগ্য প্রজাদিগের মস্তক ছেদন করাতে বসতির অল্পতা হইয়াছে, এবং ঐ নাদেরশাহ অল্প দিবস সেখানে থাকিয়া বিস্তর ধনাপহরণ করত, প্রত্যাগমন করিল, ইং ১৭৪৭ বাং ১১৫৪ শালে মহম্মদ শাহের মৃত্যু হইল, ইং ১৭৫৩ বাং ১১৬০ শালে তাহার উত্তরাধিকারি আহম্মদশাহ পদচ্যুত ও অন্ধীকৃত হইলেন, ইং ১৭৫৬ বাং ১১ ৬৩ শালে দ্বিতীয় আলমগির বাদশাহের অস্ত্রাঘাতে মৃত্যু হইল, এবং এই বৎসরে আহম্মদশাহ আবদালী দিল্লীতে প্রথম পুবেশ করিলেন, ইং ১৭৬০ বাং ১১৬৭ শালে দ্বিতীয় শাহজাহন রাজ্যচ্যুত হইলেন, ইং ১৭৬১ বাং ১১৬৮ শালে দ্বিতীয় শাহ আলম আলাহাবাদে ইংলণ্ডীয়ের আশ্রয় পরিত্যাগ পুর্ব্বক দিল্লীতে প্রথম পুবেশ করিলেন, ইং ১৭৮৮ বাং ১১৯৫ শালে গোলাম কাদের কর্তৃক এ বাদশাহ অন্ধীকৃত ও তাঁহার পরি বারস্থ অনেকে অনাহারে ক্লেশিত এবং ছিন্নশিরঃ হইয়াছিল, কএক মাস পরে মাধজী সিন্ধিয়া ঐ গোলামকাদেরকে নানা ক্লেশ দিয়া নষ্ট করিলেন, এই সিন্ধিয়াদিগের ইং ১৭৭০ বাং ১১ ৭৭ শালাবধি ইং ১৮০৩ বাং ১২১০ শাল পর্য্যন্ত রাজ্য হইয়া ছিল, পরে জেনেরেল লেক দিল্লীর ছয় ক্রোশ মধ্যে দৌলতারাও সিন্ধিয়ার সৈন্যদিগকে পরাভব পূর্ব্বক পর দিবস নগর মধ্যে

প্রবেশ করিলেন, সেই অবধি সম্পূর্ণরূপে ইংলণ্ডীয়দিগের অধিকার হয়, কিন্তু এ নগরের চতুর্দ্দিগস্থ মোগলাধীন গ্রামে তাহারদিগের নাম মাত্র অধিকার ছিল, দিল্লীর অন্ধবাদশাহ শাহআলম ৪৪ বৎসর রাজ্য করিয়া ইং ১৮০৬ বাং ১২১৩ শালে পরলোক প্রাপ্ত হইলেন, ইহার পুত্র আকবরশাহ সেই দিবসে সিংহাসনো পবেশন করিলে নগরস্থ লোকেরা এতাদৃশ আহ্লাদিত হইল, যে পূর্ব্ব কালীন কোন বাদশাহের রাজ্যকালে তদ্রূপ হয় নাই, কারণ রাজ্যাধিকার নিমিত্তে অন্য২ বাদশাহ দিগের প্রচণ্ড যুদ্ধ হওয়াতে অনেকে আঘাতী হইয়া নিরানন্দ হইত, ইং ১৮০৭ বাং ১২১৪ শালে আকবর শাহ আপন তৃতীয় পুত্রকে উত্তরাধিকারী করণাভিপ্রায়ে ইংরাজেরদিগের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলে জ্যেষ্ঠ পুত্র সত্ত্বে অপরকে রাজ্য ভারার্পণ অনুচিত এ প্রযুক্ত তাঁহারা আজ্ঞা করিলেন না, পরন্তু শাহজাহান বাদশাহের স্থাপিত নূতন দিল্লী নগরের তিন দিগে ইষ্টক ও প্রস্তর ময় প্রাচীর আছে, ও ইহাতে সুন্দর প্রস্তর নির্ম্মিত লাহোরদ্বার, আজমিয়ার দ্বার, তোরকমানদ্বার, দিল্লীদ্বার, মোহরদ্বার, কাবেল দ্বার, কাশ্মীয়ার দ্বার, প্রভৃতি সপ্তদ্বার আছে, এবং আজমিয়ার দ্বারের নিকট নিজাম উলমুল্কের ভ্রাতৃপুত্র গাজিঅদ্দিনকর্তৃক এক যাবনিক পাঠশালা স্থাপিতা ছিল, সে এইক্ষণে ছাত্র শূন্যা হইয়াছে, শাহজাহানাবাদে অর্থাৎ নূতন দিল্লী নগর মধ্যে ভাগ্যবানদিগের উত্তম২ অনেক পুরী আছে, তন্মধ্যে কমরু দ্দিনের ও আলিমরদান খাঁর ও গাজিঅদ্দীন খাঁর এবং সেফদার জঙ্গের পুরী অতি বৃহৎ, এবং মহমুদ শাহের মাতা কুদসিয়া বেগমের, ওলাদতখাঁর, ও সোলতান দারাসেকোর,

প্রাচীর বেষ্টিত ভিন্ন গৃহ ও তদন্তবর্ত্তী উদ্যান, স্নানাগার, নানা পশ্বালয় ও স্ত্রী লোকদিগের বৃহৎ২ অন্তঃপুরী আছে, আর যমুনা নদীর পশ্চিম তীরে প্রস্তরের উপরে শাহজাহান বাদশাহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত এক ক্রোশ ব্যাপিয়া রক্তবর্ণ প্রস্তরের প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট তাঁহার এক আলয় আছে, ও ইহার ৪ বৎসর রাজ্যকালে এই নব্য নগরে এক যাবনিক দেবালয় আরম্ভ হইয়া ৬ বৎসরে সমাপ্ত হয়, তাহাতে ১০০০০০০ দশলক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল, এবং ঐ বাদশাহের গৃহের সান্নিধ্য রওসনউদ্দৌলার এক মৃতাগার নির্ম্মিত হয়, তদ্ভিন্ন এ স্থানে উত্তম২ ইষ্টকালয় ও অনেক আছে, আর ঐ শাহজাহন বাদশাহ কর্ত্তৃক সালীমার স্থানে এক উদ্যান কৃত হয়, তাহাতে ও ১০০০০০ এক লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে, এবং জাহাগির শাহের রাজ্যকালে আলিমরদান খাঁ যমুনা নদী হইতে কর্ণাল দেশ পর্য্যন্ত একখাল খাদ করান, সে খাল দিল্লী হইতে ১০০ ক্রোশ অন্তর, আফগান জাতির যুদ্ধ কালের পুর্ব্বাবধি সে খাল বন্ধ হইয়াছে, কিন্তু মোগল পাড়াতে এই খালের দীর্ঘ পরিমাণ ৩ ক্রোশ, তাহাতে স্থানে২ সেতু আছে, ও ইং ১৮১০ বাং ১২১৭ শালে পরিষ্কৃত হইয়াছে, এই দিল্লী নগরের তাবৎ পথ অপ্রশস্ত কেবলপ্রথমতঃ বাদশাহের বাটী অবধি দিল্লী দ্বার পর্য্যন্ত ও দ্বিতীয়তঃ দিল্লি দ্বার অবধি লাহোর দ্বার পর্য্যন্ত যে পথ সে অতিশয় প্রশস্ত, এবং চন্দ্রিচক নামক এক হট্ট ও অন্য২ হট্ট আছে, কিন্তু সে সকল স্থানে সামান্য রূপ বাণিজ্য হইয়া থাকে, আর উত্তর দিগ ও কাশ্মীয়ার ও কাবেল হইতে নানা প্রকার ফল, শালবস্ত্র ও ঘোটক, ও উত্তম২ দ্রব্য বাণিজ্যার্থে এ

নগরে প্রেরিত হয়, তদ্ভিন্ন ফিরোজা প্রভৃতি নানাবিধ বহুমূল্য মণি দিল্লীতে প্রাপ্য হয়, এবং বিদ্‌রিহকা ও এখানে প্রস্তুত হইয়া থাকে, আর ইহার যমুনাতীরে ধান্য নীল ইত্যাদি জন্মে. এ নগর কলিকাতা হইতে বীরভূমী দিয়া ৯৭৩ ক্রোশ হইবেক। ২৪৯।

দেওঘর॥ বাহার দেশে মুরশিদাবাদ হইতে ২৫০ ক্রোশ পশ্চিম উত্তর দিগে দেওঘর নামক এক নগর আছে, লোকেরা এখান হইতে গঙ্গাজল লইয়া হিন্দুস্থানের পশ্চিম দিগে গমন করে ২৫০॥

দেষখণ্ড॥ হয়দরাবাদ প্রদেশে গোদাবরী নদীর দক্ষিণ দিগে দেবখণ্ড নামক এক বৃহৎ দেশ আছে, ইহার উত্তর দিগের সম্মুখে ঐ নদী তীরস্থ তাবৎ গ্রামে বসতির অল্পতা ও নানা দুর্গের পতিতাবস্থা হইয়াছে, বোধ হয়, কোন কালে এই স্থান সমূহে উত্তম রূপে বসতি ছিল। ২৫১॥

দেবপ্রয়াগ॥ উত্তরহিন্দুস্থানের শ্রীনগর প্রদেশে ভাগীরথীর ও অলকনন্দার মিলন স্থানের নিকটে কোন পর্ব্বতের এক দেশে দেবপ্রয়াগ নামক এক নগর আছে, এ নগর জল হইতে ৯৯ হস্ত উর্দ্ধ, এবং নগরহইতে পর্ব্বতের অপরাংশ ৫৩৩ হস্তের কিঞ্চিৎ অধিক উর্দ্ধ হইবেক, হিন্দু শাস্ত্রোক্ত পঞ্চ প্রয়াগ মধ্যে এ এক প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান এমত ব্যক্ত আছে, ঐ উভয় নদীর সংযোগ স্থানেরপশ্চাৎ ভাগে অলকনন্দার পরিসর ৯৬ হস্ত, ও জল অতিশয় গভীর, বর্ষাকালে সেই জল ৩৯ হস্ত উর্দ্ধে উত্থিত হয়, এবং ভাগীরথীর জল ও ৭৫ হস্ত প্রশস্ত ও বর্ষাকালে স্বাভাবিক জল হইতে ২৬ হস্ত উর্দ্ধে গমন করে, এবং ঐ মিলন স্থানাবধি উভয়ে যে এক ধারা হইয়া গঙ্গা নামে বিখ্যাতা হইয়া

ছেন, সেই গঙ্গার আদি স্থানের বিস্তার ৫৪ হস্ত হইবেক, এই দেবপ্রয়াগ নগরে প্রস্তর নির্ম্মিত অনেক গৃহ আছে, তদ্ভিন্ন ৪০ হস্ত উচ্চ এক মন্দিরে ৪ হস্ত পরিমিত শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি মূর্ত্তি আছে, ইং ১৮০৩ বাং ১২১০ শালে ভূমি কম্প দ্বারা এ মন্দির ভগ্ন হইয়াছিল, কিন্তু দৌলতারাও সিন্ধিয়া কর্ত্তৃক পুনর্ব্বার নির্ম্মিত হইয়াছে, এতদ্দেশীয় লোকেরা ইহার স্থাপিত কাল নিশ্চয় জ্ঞাত নহে, কিন্তু ব্যক্ত করে যে এ মন্দির ১০০০০ বৎসর হইল নির্ম্মিত হইয়াছে, এই নগরে যে সকল ব্রাহ্মণ আছেন, তাহারা পুণ্য গ্রাম ও দক্ষিণ দেশ হইতে আগমন পূর্ব্বক এস্থানে বাস করিয়াছেন। ২৫২ ॥

দেবীকোটা ॥ তানজোর দেশে ও কোলরন নদীর সম্মুখে দেবীকোটা নামে এক নগর আছে, ইং ১৭৪৯ বাং ১১৫৬ শালে তানজোরের রাজার নিকট হইতে মেজরলারেন্স এ নগর অধিকার করিয়াছিলেন, তৎপরে ইং ১৭৫৮ বাং ১১৬৫ শালে এম লালি অধিকার করিয়াছিল, এ স্থান মান্দরাজ হইতে দক্ষিণ পশ্চিম দিগে ১২৭ ক্রোশ, ও পণ্ডিচেরি হইতে দক্ষিণ দিগে ৪২ ক্রোশ অন্তর হইবেক। ২৫৩ ॥

দোয়াব ॥ গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী তাবৎ দেশ দোয়াব নামে ব্যক্ত আছে, তন্মধ্যে ইহার দক্ষিণ দিগস্থ তাবৎ স্থান ও আগরা নগর সচরাচর দোয়াব নামে প্রসিদ্ধ, কিন্তু মোগল জাতির রাজ্য কালে এই দোয়াব দেশ ফরক্কাবাদ, এটোয়া, কান্যকুব্জ, কড়া ও কোড়া এবং আলাহাবাদ এই কএক স্থানে বিভক্ত হইয়াছে, এ দেশ অতিশয় উর্ব্বরা, তৎপ্রযুক্ত অল্প যত্ন দ্বারা উত্তম শস্য জন্মে, আর তিন্তিড়ী ও আম্র বৃক্ষের বাহুল্যেতে বনময় দৃষ্ট

হয়, এবং এই দেশে বাজারা ও ইক্ষু ও যব ইত্যাদি জন্মে, আর বন মধ্যে যেমন বৃক্ষ সকল স্বয়ং উদ্ভব হয়, তদ্রূপ এ স্থানে লোকের যত্নাভাবে ও অনেক নীল জন্মিয়া থাকে, তদ্ভিন্ন গাজি ও এক প্রকার রক্ত বস্ত্র প্রস্তুত হয়, এবং এ স্থানে যে বলদ জন্মে, তাহারা খর্ব্বাকার ও বিস্তর ভার বহন করিতে পারেনা, কাম্য কুঞ্জ দেশের নিকটে যে তামাক জন্মে, সে ইংলণ্ডীয় লোক কর্তৃক প্রথম উৎপন্ন হইয়াছিল, অযোধ্যার নবাবের রাজত্বের শেষা বস্থায় এই দোয়াব দেশে কিছু কালের নিমিত্তে আলমাস আলি খাঁ নামক এক নপুংসকের কর্তৃত্ব ছিল, তৎকালে শস্যাদি যথা কথঞ্চিৎ রূপে উৎপন্ন হইত, পরে মারকুইস ওএলিসলি যৎকালে রাজকীয় কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন, তৎকালে অর্থাৎ ইং ১৮০১ বাং ১২০৮ শালে তিনি অযোধ্যার নবাব সাদতআলি খাঁ কর্তৃক দোয়াবের দক্ষিণাংশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং ইং ১৮০৩ বাং ১২১০ শালে দৌলতরাও সিন্ধিয়ার সহিত ইংলণ্ডীয় দিগের সন্ধি হওয়াতে যমুনার ও গঙ্গার মধ্যবর্ত্তী তাবদ্দেশ এবং যোধপুরের ও জয় নগরের ও গোহদের রানার উত্তর দিগস্থ সমুদয় স্থান ইংলণ্ডীয়দিগকে অর্পিত হইয়াছিল, পূর্ব্বকালে দোয়াবের সম্মুখস্থ ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা ছিল, ও তাহাতে অনেক লোক বাস করিত, কিয়দ্দিবস হইল সে সকল বনময় হইয়াছিল, কিন্তু ইংলণ্ডীয়দিগের অধিকার হওয়াতে ক্রমে পরিষ্কৃত হইতেছে, আর নিম্ন দোয়াবের তাবৎ স্থান দৃষ্ট মাত্রে বোধ হয়, যে এতাবৎ স্থানে কোন দুর্ভগা রাজার অধিকার ছিল। ২৫৪ ॥

দৌলতাবাদ॥ আওরঙ্গাবাদ প্রদেশে পর্ব্বতোপরি দৌলতাবাদ নামক এক নগর আছে, এই নগরের যে বৃহৎ দুর্গ

যে পর্ব্বত শৃঙ্গে স্থাপিত প্রযুক্ত অতিশয় দুর্গম, এবং তন্নিম্নভাগে যে দুর্গ আছে, তথাকার সৈন্যেরা প্রধান দুর্গস্থসৈন্যদিগের আজ্ঞানুসারে আগত শত্রুর সহিত যুদ্ধে নিযোজিত হয়, ইং ১২৯৩ বাং ৭০০ শালে আলাঅদ্দিনের অধীন জবন সৈন্যেরা যখন এ নগরে যুদ্ধ করিয়াছিল, তৎকালে এ স্থানে ও তাগরায় কোন হিন্দু রাজার বসতি ছিল, ঐ জবনেরা তাহাকে পরাভব করিয়া রাজধানী গ্রহণ পূর্ব্বক অনেক ধনাপহরণ করিল, এবং ইং ১৩০৬ বাং ৭১৩ শালে এই দুর্গ ও তন্নিকটস্থ তাবৎ দেশ দিল্লীর বাদশাহের সেনাপতি মালিক নাএবের অধীন হইয়াছিল। ইং ১৪০০ বাং ৮০৭ শালে মহম্মদশাহ দেবঘরে আপনার রাজধানী করণোদ্যোগে দেবঘর নাম পরিবর্ত্তে দৌলতাবাদ নাম সংস্থাপন করিয়াছিল, এবং তৎকার্য্য সফল করণাভিপ্রায়ে দিল্লী নগরস্থ লোকেরদিগকে এ স্থানে আনিবার নিমিত্তে দিল্লী নগর ভগ্ন করিল, তথাচ তদুদ্যোগের কোনসাফল্য হইল না, যেহেতুক সে নগর এ স্থান হইতে ৭৫০ ক্রোশ অন্তর, ইং ১৫৯৫ বাং ১০০২ শালে আহম্মদ নগরের আহমদ নিজাম শাহ এ নগর প্রাপ্ত হইল, ইহার বংশ লোপ হইলে মালিক আম্বর নামে এবিসিনিয় দেশীয় এক জন ক্রীত দাস অধিকার করিল, এবং ইং ১৬৩৪ বাং ১০৪১ শাল পর্য্যন্ত ইহার উত্তরাধিকারিদিগের অধীন ছিল, পরে শাহ জাঁহানের রাজ্যকালীন মোগল জাতিরা অধিকার করিয়া এই দৌলতাবাদের রাজধানী গুরখা নগরের নিকটস্থ কড়খী নগরে স্থাপিত করিল, এবং ঐ কড়খীর রাজধানী দৌলতাবাদে হইল, তদবধি কড়খীর নাম আওরঙ্গাবাদ হইয়াছে, ও এইক্ষণে ঐ কড়খী নিজামের রাজ্যভুক্ত হইয়াছে। ২৫৫ ॥

দ্রাবিড়॥ ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিগের প্রাচীন নাম দ্রাবিড় এমত ব্যক্ত আছে, ইহার পূর্ব্ব দিগে সমুদ্র ও পশ্চিম দিগে ঘাট নামক পর্ব্বত শ্রেণী, এই দ্রাবিড়ের তাবত্ স্থানে তৈলঙ্গ ভাষা প্রচলিত আছে, আর এ দেশে যে নানা প্রকার ব্রাহ্মণ বাস করেন, তাঁহারা সকলেই দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণ নামে প্রসিদ্ধ আছেন, এই দ্রাবিড় দেশ পরস্পর বিদ্বেষী তিন রাজার তিন খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে, সে খণ্ডত্রয়ের নাম চোলম, চিরাম, ও পান্দিয়াম। ২৫৬॥

দ্বারকা॥ গুজরাট প্রদেশে প্রায়দ্বীপের দক্ষিণ পশ্চিম দিগে দ্বারকা নামক এক নগর ও এক দেবালয় আছে, সে হিন্দু দিগের প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান, এ স্থানে অন্যোন্য অনেক দেবালয় ও আছে, তন্মধ্যে এক প্রধান দেবমন্দিরে কৃষ্ণাবতারের রণছোড় নামে এক দেবমূর্ত্তি ছিল, প্রায় ৬০০ বৎসর হইল, ব্রাহ্মণেরা চৌর্য্য দ্বারা তাঁহাকে গুজরাট দেশের ডাকর নামক স্থানে লইয়া গমন করিয়াছিল, তথা ঐ মূর্ত্তি অদ্যাপি আছে, তৎপরে দ্বারকার ব্রাহ্মণেরা বহু পরিশ্রম দ্বারা তাঁহার প্রতি মূর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক স্থাপিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারদিগের দুর্ভাগ্যক্রমে সে বিগ্রহ ও প্রায় ১৩০ বৎসর হইল সমুদ্র পারে বেট উপদ্বীপে অর্থাৎ শঙ্খদ্বার স্থানে পলায়ন করিল, পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণেরা তদ্বম্মূর্ত্তি সেই মন্দিরে স্থাপিত করিয়াছেন, তীর্থ যাত্রিরা এই মহাতীর্থে গমন পূর্ব্বক আত্মশরীরে তথাকার ব্রাহ্মণ কর্তৃক উষ্ণ লৌহ দ্বারা শঙ্খ চক্রাদির চিহ্ন গ্রহণ করে, সে লৌহ ঈষদুষ্ণ প্রযুক্ত শরীরে কোন যাতনা হয় না। ২৫৭॥

দ্বিতীয়া॥ বন্দেলখণ্ড প্রদেশে নারওয়ার হইতে ২০ ক্রোশ পূর্ব্ব দিগে দ্বিতীয়া নামে এক নগর আছে, ইহার দীর্ঘ

পরিমাণ দেড় ক্রোশ, ও প্রস্থ কিঞ্চিৎ ন্যূন হইবেক, এ নগরের চতুর্দ্দিগস্থ প্রস্তর ময় প্রাচীরে বৃহৎ ২ দ্বার আছে, তদ্ভিন্ন এ নগর মধ্যে প্রস্তর ও ইষ্টক নির্ম্মিত উত্তম ২ অনেক গৃহ আছে, তথা অনেক লোক বসতি করে, তাহারা বলবান ও রূপবান্ এবং যুদ্ধ কুশলী, আওরঙ্গজেবের রাজ্য কালীন এ নগরে বন্দালা দেশীয় বিখ্যাত রাজা খুলপত রায়ের রাজধানী ছিল, এবং ইং ১৮০৪ বাং ১২১১ শালে পেশওয়া কর্তৃক ইংলণ্ডীয় দিগকে বন্দেল খণ্ড অর্পিত হইলে এ স্থানের রাজা পরীক্ষিত তাহারদিগের সহিত সন্ধি করত অধিকারি ছিলেন, এ নগরের বহির্দ্দেশে এক অত্যুচ্চ ভূমির দক্ষিণ ভাগে যে এক রাজ গৃহ আছে, তথা হইতে পাঁচুর, নারওয়ার, ঝানসী, ও এ নগর দৃষ্ট হয়, এবং সেই স্থানের নিকট এক বৃহৎ জলাশয় আছে ইং ১৭৯০ বাং ১১৯৭ শালে মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধীনে এ নগরে এবং ইহার চতুর্দ্দিগস্থ গ্রামে নয় দশ লক্ষ টাকা রাজকর উৎপন্ন হইত। ২৫৮॥

ধর্শা॥ গুজরাটের প্রায়দ্বীপ মধ্যে মুরবিদেশ সম্যুক্ত রণ নামক স্থানের সন্নিকটে ধর্শা নামক এক ক্ষুদ্র গ্রাম আছে, তথাকার লোকেরা মৃত মনুষ্যদিগের স্মরণার্থে মন্দির বৎ এক২ ইষ্টকালয় স্থাপিত করে, এ গ্রামে কোন স্ত্রী আপন পুত্র বিয়োগ জন্য শোকে ব্যাকুলা হইয়া পুত্রের জ্বলচ্চিতাতে আত্ম হত্যা হইয়াছিল, এ প্রযুক্ত অদ্যাবধি তাহার স্মৃতি কারণে এক মন্দির আছে এবং এ স্থানের স্ত্রী গণেরা স্বেচ্ছাক্রমে সহমৃতা হইতে পারে অর্থাৎ তদ্বিষয়ে কাহার ও নিষেধ নাই, এ গ্রাম দিয়া ফুলিয়ার নামে এক নদী গমন করিয়াছে, তাহার শাখার জল অতিশয় পরিষ্কার এবং তীরস্থ ভূমি অত্যন্ত উচ্চ। ২৫৯॥

ধূলপুর ॥ আগরা প্রদেশে আগরা নগর হইতে ৮২ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিম দিগে ও চম্বল নদী হইতে এক ক্রোশ মধ্যে ধূলপুর নামে এক বৃহৎ নগর আছে, এ নগরস্থ দুর্গ ও ঐ নামে খ্যাত হইয়াছে, ফাল্গুন মাসে ঐ চম্বল নদী স্বল্প জলা হইয়া এক ক্রোশের চতুর্থাংশের একাংশ ন্যূন প্রশস্তা হয়, এবং দুর্গের নিম্ন ভাগে এই নদীর জল অত্যন্ত গভীর কিন্তু ধূল পুরের ৪ ক্রোশ উত্তরে কাইত্রী নামক স্থানের চম্বল নদীতে অল্প জল থাকে, অতএব তথাকার লোকেরা পদব্রজে পারাবার হইতে পারে। ২৬০॥

ধেনজী ॥ গুজরাটের প্রায়দ্বীপের প্রান্ত ভাগে দ্বারকা সমূক্ত ধেনজী নামক এক নগর আছে, এ নগর নিবিড় বন ও পর্ব্বত এবং ভূমির নিম্নোন্নতা প্রযুক্ত অতিশয় দুর্গম হইয়াছে, অতএব মাণিক নামক এক ব্যক্তি এ নগরের অধ্যক্ষ হইয়া ও ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়াছিল, নগরস্থ লোকেরা চৌর্য্য বৃত্তি করিয়া কাল যাপন করে, ইং ১৮০৭ বাং ১২১৪ শালে কলনেল ওয়াকর সাহেব এ নগরাধ্যক্ষ ওয়াঘা মাণিকের সহিত সন্ধি করত ইহারদিগের দস্যু বৃত্তি পরিত্যাগ করাইয়া বরঞ্চ বিপদ্‌গ্রস্ত লোকের সাহায্য করে, এমত স্বীকার করাইয়াছিল। ২৬১॥

ধ্রোল ॥ গুজরাটের প্রায়দ্বীপ মধ্যে ও কচ দেশীয় মহ নার নিকটে প্রাচীর বেষ্টিত ধ্রোল নামক এক বৃহৎ নগর আছে, ইহার অন্তঃপাতি স্থান নানাবিধ বৃক্ষ দ্বারা এবং তাহার চতু র্দ্দিগস্থ স্থান উদ্যান দ্বারা যদ্যপি পরিব্যাপ্ত তথাচ অনেক লোকের বসতি আছে, নগর মধ্য দিয়া যে এক নদীর জল

নির্গত হইতেছে, সে জল অতিশয় নির্ম্মল, এ স্থান নওয়া নগরের স্বামের অধিকার ভুক্ত আছে। ২৬২ ॥

নওয়ানগর ॥ গুজরাট প্রদেশে হালিয়ার স্থান সঙ্কৃক্ত ও কচ দেশীয় মহনার দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগে বাং ৩ ক্রোশ পরিসর নওয়ানগর নামক এক নগর আছে, এ স্থান যে প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত হইয়াছে সে অত্যন্ত কঠিন নহে, লোকেরা ব্যক্ত করে, যে ৩০ বৎসর হইল, এই নগর নির্ম্মিত হইয়াছে, এ স্থানে অনেক তন্তুবায় জাতির বসতি তাহারা নানাবিধ বস্ত্র প্রস্তুত করে, তন্মধ্যে যে এক প্রকার অত্যুত্তম বস্ত্র হয়, সে এ স্থান হইতে কাটিওয়ারে এবং তথা হইতে গুজরাটের নানা স্থানে প্রেরিত হয়, এই নওয়ানগরে উত্তম রূপে বস্ত্র রঙ্গান হইয়া থাকে, এ জন্যে এ দেশ খ্যাত হইয়াছে, এবং নগরস্থ কৃষকেরা স্বীয়২ ভূমির উৎপন্ন দ্রব্যের তৃতীয়াংশের একাংশ রাজকর প্রদান করে, অতএব রাজ সম্পর্কীয় এক ব্যক্তি শস্যের মূল্য নির্দ্ধার্য্য করণার্থে তত্তৎ কর্ম্মে নিযুক্ত আছে, তদ্ভিন্ন মনুষ্য ও পশ্বাদির কর ও আছে, এবং রাওর ও এই নগরাধ্যক্ষ জামের আজ্ঞানুসারে কচ দেশে দেবনাগরাক্ষরে অঙ্কিত কোরেকস নামক এক প্রকার ক্ষুদ্র অথচ সুন্দর রৌপ্য মুদ্রা প্রস্তুত হয়, সে বঙ্গ দেশীয় মুদ্রার তৃতীয়াংশের একাংশ পরিমিত, অর্থাৎ তাহার তিন মুদ্রাতে ইহার এক মুদ্রার মূল্যের সমান হয়, নওয়ানগরের অধ্যক্ষের যে জাম উপাধি সে পুরুষাণুক্রমে আছে, এ দেশে বাণিজ্যার্থে যে২ জাহাজ আগত হইত, এই অধ্যক্ষেরা তাহার ধনাদি অপহরণ করত অনিষ্ট করিত, কিন্তু ইং ১৮০৮ বাং ১২১৫ শালে জেসাজির সহিত ইংলণ্ডীয়দিগের বোম্বের

সৈন্যের সন্ধি হওয়াতে তাহা নিবারিত হইয়া যদ্যপি কোন [illegible] বিপদগ্রস্ত হইলে তাহার রক্ষার্থে সাহায্য করিবেন, এমত স্থির হইয়াছে, পরন্তু এই নগরের প্রাচীরের নিম্ন ক্ষিপ্রা নাম্নী নামে এক নদী গমন করিয়াছে। ২৬৩॥

নজিবাবাদ॥ দিল্লীরাজ্যে ও দিল্লী নগর হইতে ৭৫ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্ব দিগে এবং হরিদ্বার হইতে ২৫ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগে নজিরাবাদ নামক এক নগর আছে, ইহার দৈর্ঘ্য প্রস্থ ১৮ ক্রোশ হইবেক, এ স্থানের পথ সকল প্রশস্ত, এবং তাহাতে যথানুক্রমে স্থানে ২ স্তম্ভ আছে, ও তৎপার্শ্বে স্বতন্ত্র২ হট্টেতে পর্ব্বতীয় কাষ্ঠের ও বংশের ও লৌহের এবং অভ্রের বাণিজ্য হয়, অপর এ স্থান লাহোর, কাবুল, ও কাশ্মীর অবধি হিন্দুস্থানের দক্ষিণ পূর্ব্বকোণ ও পূর্ব্ব দিগ পর্য্যন্ত তাবদ্বাণিজ্য স্থানের মধ্যবর্ত্তীত্ব প্রযুক্ত নজিবউদ্দৌলা কাশ্মীরের ও হিন্দুস্থানের বাণিজ্য এক স্থানে করণাভিপ্রায়ে এ নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এই দেশের নিম্ন ভূমি, তৎপ্রযুক্ত তাহার চতুর্দ্দিগে বন্যা জল উত্থিত হয়, এবং ইহার নিকটস্থ স্থানে বৃহদ্বৃহৎ গৃহের চিহ্ন ও নগর মধ্যে নজিবউদ্দৌলার মৃতাগার আছে। ২৬৪॥

নন্দপ্রয়াগ॥ উত্তর হিন্দুস্থানের শ্রী নগর প্রদেশে অলকনন্দার সহিত নন্দাকিনী নাম্নী এক ক্ষুদ্র নদীর যুক্ত স্থানে নন্দপ্রয়াগ নামক এক তীর্থ স্থান আছে, সে তীর্থ সর্ব্বপ্রয়াগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, পূর্ব্বকালে এ স্থানে এক ক্ষুদ্র গ্রাম ও এক দেবালয় ছিল, এইক্ষণে সে গ্রামের চিহ্ন মাত্র ও নাই, কেবল সেই দেবালয়ের প্রস্তর সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া স্থানে ২ পতিত হইয়াছে, তথাপি যোগিরা তাহাতে এক দেবমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া পূজা করে, এবং

কোন ২ শস্য বিক্রেতারা তথা গমন পূর্ব্বক শস্য বিক্রয় করত সেই মূর্ত্তির ব্যয়োপযুক্ত দ্রব্যাদি প্রদান করে। ২৬৫॥

নবদ্বীপ॥ বঙ্গদেশে কলিকাতা হইতে ৩০ ক্রোশ অন্তরে নবদ্বীপ নামে এক বৃহদ্দেশ আছে, ইহার উত্তর দিগে রাজশাহি, দক্ষিণ দিগে হুগলি ও সুন্দরবন, পূর্ব্বসীমা যশোহর, এবং পশ্চিম দিগে গঙ্গা, যদ্দ্বারা বর্দ্ধমানের সহিত এ দেশ পৃথক্ হইয়াছে, বঙ্গদেশীয় প্রাচীন বৃত্তান্তে এই নবদ্বীপের নাম ঔকার ব্যক্ত আছে, এ দেশের তাবদ্ভূমি উর্ব্বরা, এবং প্রধান ২ নগরের নাম নদীয়া, শান্তিপুর, ও কৃষ্ণনগর, ইং ১৭৮৪ বাং ১১৯১ শালে মেজর রেনেল নবদ্বীপের তাবদ্ভূমি পরিমাণ করত ৩১৫ ক্রোশ স্থির করিয়াছিলেন, এবং ইং ১৮০১ বাং ১২০৮ শালে মারঙ্গইস ওএলিসলি কর্ত্তৃক এ দেশে ৭৬৪০০০ সাত লক্ষ চৌষট্টিহাজার লোক গণিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে সাত অংশ হিন্দু ও দুই অংশ মুসলমান, মোগল কর্ত্তৃক হিন্দুস্থান জিত হওনের পূর্ব্ব সময়ে নবদ্বীপে হিন্দুদিগের রাজধানী ছিল, ইং ১২০৪ বাং ৬১১, শালে মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজী এ দেশ অধিকার করত সমুদয় নষ্ট করিয়াছিল, এই অবধি বঙ্গদেশে প্রথম জবনাধিকার হইল, কিন্তু ইং ১৮০০ বাং ১২০৭ শালে রঘুরাম নামক এক ব্রাহ্মণ ঐ দেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ২৬৬॥

নর্ম্মদা॥ গণ্ডওয়ানা প্রদেশে শোণ নদের নিকটে অমর কণ্টক দেবালয়ের মধ্যবর্ত্তী এক কূপ হইতে নর্ম্মদা নামে এক নদী উন্নামন পূর্ব্বক উচ্চ ভূমি দিয়া সূক্ষ্ম ধারে গমন করত মন্দালা দেশে পতিতা হইয়া গণ্ডওয়ানা, খান্দেশ ও মালোয়া এবং গুজরাট দিয়া গমন পূর্ব্বক ব্রোচ দেশের উত্তর সমুদ্রে মিশ্রিতা

হইয়াছে, ইহার আদি স্থানাবধি অন্তসীমা পর্য্যন্ত তাবৎ বক্রগমন ৭৫০ ক্রোশ হইবেক, ঐ মান্দালা দেশস্থ লোকেরা ব্যক্ত করে, যে এস্থানে এই নদীর ধারা বিস্তৃত রূপে পতিতা হইতেছে, বিশেষতঃ অন্য ঝিলের সহিত সম্মীলন হওয়াতে অত্যন্ত প্রশস্তা হইয়াছে, অপর মন্দালা নামক স্থানে এ নদীতে শালগ্রাম জন্মে, পূর্ব্ব কালীন ভূগোল বেত্তারা নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণ দিগস্থ তাবৎ দেশকে ভারতবর্ষের দক্ষিণ দেশ ব্যক্ত করিয়াছেন, কিন্তু হিন্দুস্থানের লোকেরা ইহার ও কৃষ্ণা নদীর মধ্যবর্ত্তী তাবৎ দেশকে দক্ষিণ দেশ কহে। ২৬৭॥

নাগপুর॥ বাহার প্রদেশের দক্ষিণ দিগে নাগপুর অর্থাৎ ছোট নাগপুর নামে এক দেশ আছে, ইহার উত্তর দিগে রামগড়, ও পালামৌ, দক্ষিণ দিগে গাংপুর, পূর্ব্ব দিগে রামগড় ও সিংহ ভূমি, এবং পশ্চিম দিগে পালামৌ ও যশপুর, এই নাগপুর বহুকাল পর্য্যন্ত মোগল জাতির রাজ্যভুক্ত ছিল, কিন্তু তথাকার ভূম্যধিকারিরা তাহারদিগকে কর প্রদান করণ ক্ষান্ত বিষয়ে আপনারা কর্ত্তৃত্ব করিত, এ দেশের সম্মুখে অনেক ক্ষুদ্র২ বনময় পর্ব্বত আছে, তথা হইতে যে সকল নদী নির্গতা হয়, তাহারা এ দেশের সীমা অতিক্রম করিয়া ক্রমে প্রশস্তা হইয়াছে. এইক্ষণে ইংলণ্ডীয়লোক কর্ত্তৃক এ দেশ অধিকৃত হইয়া ও বনময় আছে, সুতরাং কৃষি কর্ম্ম অত্যল্প, আর এ স্থানে বিস্তর লৌহ জন্মে এবং ইউরোপ হইতে অনেক লৌহ আনীত হয়, তন্নিমিত্তে সে দেশে তদ্দ্রব্যের এতাদৃশ অল্প মূল্য, যে তত্রস্থ লোকদিগের লৌহ প্রস্তুত করণে পরিশ্রমের সাফল্য হয় না। ২৬৮॥

নাগপুর॥ গণ্ডওয়ান প্রদেশে নাগপুরস্থ মহারাষ্ট্রীয়দিগের রাজ্য মধ্যে নাগপুর নামে এক বৃহৎ রাজধানী নগর

আছে, ইহার দক্ষিণ দিক দিয়া নাগ নামে এক নদ গমন করি য়াছে, তাহার নামানুসারে এই নগর নাগপুর নামে খ্যাত হই য়াছে, অন্য দেশের লোকেরা এই নগরকে সচরাচর বেরার দেশের রাজধানী বলিয়া থাকে, কিন্তু নাগপুরের লোকেরা বেরারদেশকে অনগরীয় প্রদেশ জ্ঞান করে, বিশেষতঃ বেরারের রাজধানীর নাম এলিচপুর এমত কথিত আছে, এই নাগপুর রাজধানী বৃহৎ ও নব্য কিন্তু অনুত্তম রূপে স্থাপিত, এবং ইহার তাবৎ পথ অপ্রশস্ত ও অপরিষ্কৃত, কিন্তু এখানে ইষ্টক নির্ম্মিত অনেক গৃহ আছে, এবং যে উচ্চ ভূমির উপরে নাগপুর স্থাপিত হই য়াছে, সে ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা, তৎপ্রযুক্ত উত্তম শস্য জন্মে, এই নাগপুরের উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণ দিগে ক্ষুদ্র ২ অনেক পর্ব্বত এবং উত্তর দিগে ক্ষুদ্র ২ অনেক গ্রাম আছে, এবং এ নগরে ও ইহার পার্শ্ববর্ত্তী তাবৎ গ্রামে ৮০০০০ লোক সংখ্যা করা গিয়াছে, এ স্থানের মহারাষ্ট্রীয় রাজারা সূর্য্যবংশোদ্ভব, কিন্তু ছলক্রমে পুণাগ্রামের মহারাষ্ট্রীয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জাতি ব্যক্ত করে, ইং ১৭৪০ বাং ১১৪৭ শালে পেশওয়ারদিগের রাঘজী ভোঁসলা নামক এক জন সেনাপতি এ নগর অধিকার করিতে পেশোয়া কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া আপন পুত্র জানোজী দ্বারা অধিকৃত হইলে তথা রাজধানী করিয়াছিল, তৎকালেএ অতি সামান্য নগর ছিল, এবং উক্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক এ স্থান যে প্রাচীর দ্বারা বদ্ধ হইয়াছিল, তাহাও কোন শত্রু সহিত এক দিবস যুদ্ধ করণের যোগ্য নহে, ইং ১৭৭২ বাং ১১৭৯ শালে ঐ রাঘজী ভোঁসলার পুত্র জানোজীর পরলোক হইলে তাহার পরিবার মধ্যে পরস্পর কলহ হইয়া ঐ মৃত ব্যক্তির ভ্রাতৃপুত্র রাঘজী

ভোঁসলা আপন পিতা মাধজীর অনুমত্যনুসারে রাজা হইয়া পিতার পরলোক গমনের পর অনেক কাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিল, ইং ১৮০৩ বাং ১২১০ শালে এই নাগপুরের রাজা ইংলণ্ডীয়দিগের বিপক্ষে দৌলতারাও সিন্ধিয়ার সহিত একত্র হইয়াছিল, কিন্তু আশাই ও আরগাম নামক স্থানে জেনেরেল ওএলিস্‌লির যুদ্ধে পরাভব হইবার আশঙ্কায় সন্ধি প্রার্থনা করিলে কটক ও বালেশ্বর নগর ইংলণ্ডীয়দিগকে প্রদান করিতে হইল, নাগপুর নগর হয়দরাবাদ হইতে ৩২১ ক্রোশ, উজ্জয়িনী হইতে ৩৫০ ক্রোশ পুণ্যগ্রাম হইতে ৪৮৬ ক্রোশ, দিল্লী হইতে ৬৩১ ক্রোশ, মান্দরাজ হইতে ৬৭৩ ক্রোশ, কলিকাতা হইতে ৭৩৩ ক্রোশ, এবং বোম্বে হইতে ৫৭৭ ক্রোশ অন্তর। ২৬৯॥

নাগর॥ তানজোর দেশে ত্রাণকুইবর স্থানের ১৪ ক্রোশ দক্ষিণে নাগর নামক এক নগর আছে, এ স্থান হইতে ফ্রান্স ও আমেরিকা দেশে যথেষ্ট বস্ত্র প্রেরিত হইত, এবং ইহার পূর্ব্ব দিগ হইতে মরিচ, গুবাক, কুন্দুরু, চিনি, শুণ্ঠী ও বঙ্গ দেশীয় শোহাগা, এবং সিংহল দেশ হইতে গুবাক, কাওয়া, আর পিনাং হইতে মরিচ, গুবাক, কর্পূর, ও লৌহ ইত্যাদি নানা বিধ দ্রব্য আনীত হইয়া এ স্থানে বাণিজ্য হইত। ২৭০॥

নাগর॥ আজমিয়ার প্রদেশের পূর্ব্ব দিগে রাজপুত জাতির নাগর নামক এক নগর আছে, সে নগর অনেক প্রধান লোকের অধিকার হওয়াতে বহু অংশে বিভক্ত হইয়াছে, তৎ প্রযুক্ত ইহার কোন বিশেষ বৃত্তান্ত ব্যক্ত নাই, এই নাগর নগরের অধিকারিরা সময়ানুসারে জয়নগরের রাজার প্রভুত্ব স্বীকার

করে, এবং ঐ সকল লোকের পরস্পর অনৈক্যতা প্রযুক্ত মহা রাষ্ট্রীয়েরা এ নগরে আগমন পূর্ব্বক বল দ্বারা পুজাদিগের ধনাদি অপহরণ করিত, অপর হোমাইউন বাদশাহের শত্রু সেরখাঁ, যদ্দ্বারা তিনি হিন্দুস্থান হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন, সেই সেরখাঁ কর্ত্তৃক এ নগরের কোন রাজা ইং ১৫৪২ বাং ৯৪৯ শালে পরাভব হইয়াছিল। ২৭১॥

নাগর॥ বঙ্গদেশে বীর ভূমি সম্পৃক্ত মোরশোদাবাদের ৬৩ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিম দিগে নাগর নামক এক নগর আছে, ইং ১২৪৪ বাং ৬৫১ শালে এ নগরে বীরভূমি রাজ্যের রাজ ধানী ও জবনদিগের এক দুর্গ ছিল, এই নাগর নগরের দক্ষিণে অল্প দূরে বিকাসর নামক স্থানে এক কূপ আছে, তাহার জল উষ্ণ। ২৭২॥

নাগিনী॥ নারিয়ার হইতে ১৪ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগে ও গুজরাটের প্রায়দ্বীপস্থ পর্ব্বত শ্রেণীতে নাগিনী নাম্নী এক ক্ষুদ্রা নদী আরম্ভ হইয়া নওয়া নগর দিয়া গমন পূর্ব্বক কচ দেশীয় মহনার রণ নামক মরুভূমিতে পতিতা হইতেছে, সচরাচর ব্যক্ত আছে, যে এ নদীর জল দ্বারা বস্ত্র উত্তম রঙ্গান হয়, কোন অমূলক পুস্তকে প্রকাশ করে, যে ঐ পর্ব্বতের পুষ্করিণীতে এক অজাগর নাগ ছিল, সে শত্রু ভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করাতে তাহার তীর ভগ্ন হইয়া সেই জলের বেগবতি দ্বারা নাগিনী নদী হইয়াছে। ২৭৩॥

নাটুর॥ বঙ্গদেশেও মোরশোদাবাদ হইতে ৪৩ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্ব দিগে রাজশাহি সম্পৃক্ত নাটুর নামক এক নগর আছে, এ নগর ও জাফেরগঞ্জ এই উভয় স্থানের মধ্যে যে খাল

সে কোন কালে গঙ্গার সহিত যুক্ত ছিল, এবং জল বৃদ্ধি কালীন অর্থাৎ বর্ষাকালে ঢাকা অবধি ১০০ ক্রোশ পর্য্যন্ত এই খাল দিয়া যে জল পথ হয়, তদ্দ্বারা নাটুরে গমন করা যায়, কিন্তু জলের এতাদৃশ স্থিরতা যে নৌকা সকল এক ঘণ্টায় কদাচিৎ এক ক্রোশের অধিক গমন করিতে পারে। ২৭৪ ॥

নারওয়ার ॥ আগরা প্রদেশে সিন্ধু নদীর দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগে নারওয়ার নামক এক প্রাচীন রাজধানী নগর আছে, ইং ১২৫১ বাং ৬৫৮ শালে এ নগর জবনাধিকৃত হইয়া পুনর্ব্বার ইং ১৫০৯ বাং ৯১৬ শালে এক হিন্দুরাজার অধীন হইয়াছিল, পশ্চাৎ ঐ রাজার নিকট হইতে সোলতান সেকন্দর লোদি অধিকার করিয়াছিল, তাহার পর ইংলণ্ডীয়েরা প্রতিভূ হইয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিকট হইতে এ নগর ও ইহার দুর্গ রাজা অম্বাজিরাওকে প্রাপ্ত করাইয়াছিলেন, তৎকালে তাবৎ গ্রাম শুদ্ধা এ নগরের সাম্বৎসরিক উপস্বত্ব ১০০০০০০ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, কিয়দ্দিবস পরে ইংলণ্ডীয়েরা প্রাতিভাব্য অস্বীকার করিলে ইং ১৮১০ বাং ১২১৭ শালে দৌলৎরাও সিন্ধিয়া এ নগর প্রাপ্ত হইল, তখন ইহার দুর্গ ভগ্নাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ২৭৫ ॥

নারপুর ॥ লাহোর রাজ্যে ও লাহোর নগর হইতে ৭৫ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্ব দিগে পর্ব্বতোপরি নারপুর নামক এক নগর আছে, তাহার উত্তর দিগে রেবী নদী, পূর্ব্ব দিগে চাম্বা নগর, পশ্চিম দিগে পঞ্জাবের বেয়া নদীর সম্মুখে হিন্দুজাতির কএক ক্ষুদ্র রাজ্য, এবং দক্ষিণ দিগে হরিপুর, এই নারপুরের

দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগে যে এক বক্র ঝিল আছে, তাহার জল উত্তম, এবং উত্তর পশ্চিম দিগস্থ পর্ব্বতে স্থানে২ শিশির স্তূপমান থাকাতে তত্রস্থ শীতল বায়ু দ্বারা এ নগরের গ্রীষ্মের অতিশয় অল্পতা হয়, ইং ১৭৮৩ বাং ১১৯০ শালে এই নারপুর নগরে চারি লক্ষ টাকা উপস্বত্ব ছিল। ২৭৬॥

নারায়ণগঞ্জ॥ বঙ্গদেশে ব্রহ্মপুত্র নদের শীতল লক্ষ্মী নামে এক শাখার পশ্চিম দিগে ঢাকা জালালপুর সম্যুক্ত নারায়ণ গঞ্জ নামক এক নগর আছে, তথা লবণ, তাম্রকূট ও চূণ প্রভৃতি দ্রব্যের যথেষ্ট বাণিজ্য হইয়া থাকে, জল বৃদ্ধিকালে ইহাঁর নিকট বর্ত্তী দেশ জলে মগ্ন হয়, এই নগরের চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রামে যে সকল দুর্গের চিহ্ন আছে, সে তাবৎ মগ জাতির সহিত যুদ্ধকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল, নারায়ণগঞ্জের ও তাহার তাবৎ গ্রামে ১৫০০০ সহস্র লোকের বসতি আছে, এবং এ নগরের অল্প দূরে ব্রহ্মপুত্র পারে এক যাবনিক তীর্থ আছে, তাহার নাম কদমরসূল, সে তদ্ধর্ম্মাক্রান্ত লোকের অতিশয় পূজনীয়, কারণ সে স্থানে কোন যাবনিক দেবতার চরণ চিহ্ন আছে, যবনেরা ঢাকা হইতে এ নগরে গমন করত কিয়ৎকাল বাস করে। ২৭৭॥

নাহরিশঙ্কর॥ তিব্বত রাজ্যে নাহরিশঙ্কর নামে এক দেশ আছে, তাহার দক্ষিণ দিগে হিমালয় পর্ব্বত শ্রেণী, ও উত্তর দিগে লাদক দেশ, ব্যক্ত আছে যে এ দেশীয় পর্ব্বতে গন্ধক ও পারা জন্মে, এবং ইহার নিম্ন স্থানের খাড়িতে সোহাগা জন্মে, পূর্ব্বকালে লোকেরা বিবেচনা করিয়াছিল, যে এ দেশে হিন্দু স্থানের তাবৎ নদীর উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্তু তাহার পর হিমা লয় পর্ব্বত শ্রেণীতে গঙ্গার আরম্ভ ব্যক্ত হওয়াতে সে ভ্রম দূরে গিয়াছে। ২৭৮॥

নিজাপাটাম॥ উত্তর সরকারে কৃষ্ণা নদীর পশ্চিম দিগে ও মসলিপাটমের ৪০ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিম দিগে নিজা পাটাম নামে এক নগর আছে, এ স্থানে নৌকা দ্বারা বহুবিধ দ্রব্যের বাণিজ্য হইয়া থাকে। ২৭৯॥

নিয়ার॥ হিন্দুস্থান মধ্যে নিয়ার নামক এক ক্ষুদ্র দেশ আছে, ইহার পূর্ব্ব দিগে গুজরাট, দক্ষিণ দিগে কচ দেশ, এবং উত্তর ও পশ্চিম দিগের সীমা কিছু ব্যক্ত নাই, এ স্থানের তাব ভূমি বালুকাময় এবং তথা কোন নদ্যাদি না থাকাতে কূপ জল ব্যবহার্য্য হইয়াছে, কিন্তু সে তাবৎ কূপেতে ও সকল সময়ে অধিক জল থাকে না, এ দেশে অধিকাংশ কুলি জাতি, তদ্ভিন্ন রাজপুত ও জবন জাতি ও আছে, কিন্তু তাবতেই দস্যু ব্যবসায় করে, এবং এ দেশে যে ঘোটক জন্মে, সে গুজরাটের তাবৎ স্থানের ঘোটক অপেক্ষা উত্তম হয়, ঐ রাজপুত জাতিরা সেই অশ্বেতে আরোহণ করিয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত গমন পূর্ব্বক দস্যু বৃত্তি করে, ইহারা ধনুর্ব্বাণধারী ও ইহারদিগের আর এক প্রকার অস্ত্র আছে, সে অস্ত্র ২৪০ হস্তান্তর পর্য্যন্ত নিঃক্ষেপ করত মনু ষ্যাদি প্রাণিদিগকে আঘাত করিতে পারে, নিয়ার দেশের প্রধান নগরের নাম ঔ, তাহার পশ্চিম দিগে বকাসর, ও গড়া ও হুদা নগর আছে, এই হুদা নগর ঔ হইতে প্রায় ৪০ ক্রোশ অন্তর হইবেক। ২৮০॥

নীলকণ্ঠ॥ উত্তর হিন্দুস্থানে ও তিব্বতের সম্মুখে হিমা লয় পর্ব্বত শ্রেণীতে নীলকণ্ঠ নামক এক মহাতীর্থ স্থান গোশাল উথান নামে ও ব্যক্ত আছে, এ স্থানে এতাদৃশ শীত যে তীর্থ যাত্রিরা এক দিবসের অধিক বাস করিতে পারে না, এই তীর্থের

স্থানে ২ শিশির রাশির ঔজ্জ্বল্য দৃষ্ট হয়, এমত্তে অত্যন্ত শিশির দ্বারা তথাকার পথ সকল অতিশয় দুর্গম হওয়াতে শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে অনেক লোকের সমাগম হইয়া থাকে, এই তীর্থের চারি ক্রোশ অন্তরে গণেশের পাষাণ ময় এক প্রতি মূর্ত্তি আছে। ২৮১॥

নীলগড়॥ উড়িস্যা প্রদেশে বালেশ্বর হইতে ৭ ক্রোশ পশ্চিমে কটক দেশ সংযুক্ত নীলগড় নামক এক নগর আছে, পূর্ব্বকালে এ নগরাধীন অনেক গ্রাম ছিল, মহারাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃক সে তাবৎ ময়ূরভঞ্জের রাজার রাজ্য সীমা হইতে পৃথক্ হই য়াছে, তন্নিমিত্তে মেদিনীপুরের পশ্চিম দিগ বর্ত্তী পর্ব্বত পর্য্যন্ত নীলগড়াধীন ব্যক্ত আছে। ২৮২॥

নুরাবাদ॥ আগরা প্রদেশে শঙ্খ নদীর দক্ষিণ তীরে নুরাবাদ নামে এক বৃহৎ গ্রাম আছে, ইহার সম্মুখস্থ যে মরু ভূমি, তাহাতে কোন বৃক্ষাদি নাই, ও তথা কৃষি কর্ম্ম হয় না, এবং তাহার দক্ষিণ দিগে মৃন্ময় ও প্রস্তর নির্ম্মিত অনেক ক্ষুদ্র ২ দুর্গ সামান্য লোকের অধীনে আছে, ইহারা বল দ্বারা ভূমির কর গ্রহণ করে, এবং নুরাবাদের সান্নিধ্য আওরঙ্গজেবের কৃত এক বৃহৎ উদ্যানে মৃতগুনাবেগমের স্মরণার্থে এক প্রসিদ্ধ সমাজ নির্ম্মিত হয়, তাহাতে পারস্য অক্ষরাঙ্কিত ঐ বেগমের নাম ও তন্নিমিত্তে বিলাপ উক্তি আছে, আর ঐ শঙ্খ নদীর দক্ষিণ দিগে উত্তম রূপে নির্ম্মিত প্রস্তরের এক সেতু আছে, সে গোহদ হইতে ১৭ ক্রোশ উত্তর পশ্চিম। ২৮৩॥

নুরি॥ সিন্ধু রাজ্যে ফলালী নদী তীরে ও হয়দরাবাদের ১৫ ক্রোশ দক্ষিণ দিগে নুরি নামক এক গ্রাম আছে, ইহার

দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগের গুনি নামক স্থানে গমন করিতে হইলে পথিক লোকেরা এই নুরি গ্রাম দিয়া লকপথবন্দরে ও কচ দেশীয় মহ নাতে উপস্থিত হইয়া ফলালী নদী অতিক্রমন পূর্ব্বক গমন করে, অপর নুরি গ্রামের এক ক্রোশ দক্ষিণ দিগে সৈদপুরে ঐ ফলালী নদী ভাদ্র মাসে ৩০০ হস্ত প্রশস্তা হয়, ও তাহাতে দুই বাহু গভীর জল থাকে, ইহার তীরস্থ ভূমিতে কেবল বন ও অত্যল্প কৃষি কর্ম্ম হইয়া থাকে। ২৮৪ ॥

নেত্রবতী ॥ দক্ষিণ কর্ণাট রাজ্যে পশ্চিম ঘাট নামক পর্ব্বত হইতে নেত্রবতী নাম্নী এক ক্ষুদ্র নদী নির্গতা হইয়া পশ্চিম দিগে আড়কোলা ও বণ্টওয়ালা নগর দিয়া গমন করিয়াছে, জোয়ার সময়ে ইহার জল আড়কোলা নগর অপেক্ষা আর উত্তর দিগে গমন করে না। ২৮৫ ॥

নেপাল ॥ ভারতবর্ষের নানা বৃহৎ দেশের ন্যায় নেপাল নামে এক বৃহৎ দেশ আছে, উত্তর হিন্দুস্থানের তাবৎ স্থান ও আর ২ অনেক দেশ নেপাল দেশ ভুক্ত আছে, ইহার পূর্ব্ব দিগে তদ্দেশীয় গুড়খালি রাজার অধিকার, উত্তর পূর্ব্ব দিগে ধোয়ালকা ও লাস্তি দেশীয় নগর, দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগে বঙ্গ দেশীয় দিনাজপুর, কোচবেহার, রঙ্গপুর, ও বিলাসপুর, ইং ১৮০৩ বাং ১২১০ শালে নেপালীয়েরা শ্রীনগর অধিকার করিলে শতদ্রু নদী নেপাল রাজ্যের পশ্চিম সীমা হইয়া লাহোর দেশকে পৃথক্ করিয়াছে, নেপাল রাজ্যের প্রধান নগরের নাম গুড়খা, কৈরান্ত, মোরঙ্গ, মকওয়ানি, মকোয়ানপুর, নামজঙ্গ, তাহনন, চব্বিশরাজা, কাশী, পালপা ইস্মা, রোলপা, পিটেহু, দুকর, যেওলা, কেয়াইউক, আলমোরা ও শ্রীনগর, এবং এ

দেশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রীয়, নিয়ার, খিনওয়ার ও মহাজী ইত্যাদি যে সকল জাতি আছে, তাহার অধিকাংশ লোক পর্ব্বতে বাস করে, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রীয় জাতীয়েরা রাজ্য শাসনাদি করে, ও সৈন্য কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে, অপর জাতিরা কৃষি কর্ম্ম ইত্যাদি করে, কিন্তু নিয়ার জাতিরাই এ রাজ্যের প্রায় তাবৎ স্থানে কৃষি কর্ম্ম করিয়া থাকে, ইহারা লাঙ্গল ব্যবহার না করিয়া কোন অস্ত্র বিশেষ দ্বারা ক্ষেত্র প্রস্তুত করে, সে সকল ক্ষেত্রে ধান্য, গোধূম, কলয় ও উত্তম ফলকন্দাদি জন্মে, এবং কোন ২ ভূমিতে বৎসরমধ্যে দুই বার ধান্যোৎপন্ন হয়, এই নিয়ার জাতীয় স্ত্রী লোকেরা ভূমিতে শস্যাদির বীজ বপন করে, এবং তাহারা স্বেচ্ছানুসারে জারাসক্তা হইতে পারে, ও অল্পাপরাধে সেই উপপতিরদিগকে ত্যাগ করিয়া থাকে, এই নিয়ারদিগের রীতি আছে, যে তাহারা আপন ২ দেবতা সমীপে মহিষ বলিদান করিয়া তন্মাংস আপনারাই ভক্ষণ করে, নেপাল দেশে তাম্র ও উত্তম লৌহ জন্মে, আর এ স্থান হইতে যে স্বর্ণ বঙ্গদেশে প্রেরিত হয়, সে এখানকার উৎপন্ন নহে, কিন্তু এ রাজ্য দিয়া যে খাল গমন করিয়াছে, তাহার কোন স্থানে অতি সূক্ষ্ম স্বর্ণ কণা সঞ্চিত হয়, নেপালীয়েরা তিব্বত দেশস্থ লোকের নিকট হইতে সেই স্বর্ণ আনয়ন করে, পরন্তু যে পর্ব্বতের নামানুসারে এ দেশের নাম নেপাল হইয়াছে, সে পর্ব্বত অণ্ডাকার, এই নেপাল পর্ব্বত উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘে প্রায় ১২ ক্রোশ ও প্রস্থে ৯ ক্রোশ এবং তাহার পরিসর ৫০ ক্রোশ হইবেক, এ পর্ব্বতে লবণ ও যবক্ষার জন্মে, নেপাল দেশের দক্ষিণ দিগে অত্যুচ্চ এক পর্ব্বত ও পূর্ব্ব পশ্চিম দিগে অনেক পর্ব্বত আছে, এবং উত্তর

দিগে শিবপুরী নামে যে এক বৃহৎ পর্ব্বত আছে, তথা হইতে বাঘমতী ও বিষ্ণুমতী নদী আরম্ভ হইয়া এ দেশের মধ্যে দিয়া গমন করিয়াছে, এই শিবপুরী ও জীবজীবিয়া নামে এক পর্ব্বত হিমালয়ের সহিত সংযুক্ত আছে, ঐ দুই পর্ব্বতে অহরহঃ শিশির পতিত হয়, এবং চন্দ্রগিরি পর্ব্বত হইতে নেপাল দেশের ভূমি ও গৃহাদি সকল নিবিড় রূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে ইং ১৩২৩ বাং ৭৩০ শালে অযোধ্যার সূর্য্যবংশীয় রাম দেবের কুলোদ্ভব সমরগড়ীয় রাজা হর সিংহ নামক এক ব্যক্তি নেপাল দেশের সমুদয় স্থান অধিকার করিলে ইং ১৭৬৮ বাং ১১৭৫ শালের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত তৎপরিবারস্থ লোকেরা রাজত্ব করিয়াছিল, পরে গুড়খা দেশের পৃথ্বীনারায়ণ রাজা কর্ত্তৃক ঐ সূর্য্য বংশের শেষ রাজা রণজিৎমল পরাভব হইয়া বারাণসে পলায়ন করত তথা পরলোক প্রাপ্ত হইলেন, এবং ঐ পৃথ্বী নারায়ণ রাজা লোকান্তর গমন করিলে প্রতাপ সিংহ ও বাহাদুরশাহা নামে তাহার দুই পুত্রের জ্যেষ্ঠ ঐ প্রতাপ সিংহ উত্তরাধিকারী হইয়া নেপালের দক্ষিণ পশ্চিম দেশ জয় করত রাজ্য বৃদ্ধি করিয়া ইং ১৭৭৫ বাং ১১৮২ শালে পরলোক প্রাপ্ত হইল, তৎকালীন এ রাজ্যের অধীন ৪৬ ক্ষুদ্র রাজা ছিল, এই নেপাল রাজ্যে ঐ মৃত প্রতাপ সিংহের বিবাহিতা স্ত্রী গর্ভজাত রণ বাহাদুর নামক পুত্র মাতৃ কর্ত্রীত্বানুসারে উত্তরাধিকারী হইল, কিন্তু ইহার পিতৃব্য বাহাদুর শাহ সে তাবৎ অধিকার করিয়াছিল, ইং ১৭৬৯ বাং ১১৭৬ শালে বঙ্গদেশ হইতে কাপ্তেন লেক এক দল সৈন্য সমভিব্যাহারে গুড়খালি রাজার বিপক্ষে গমন করত নেপালের পর্ব্বতে উপস্থিত হইলে

তথা পীড়িত হইয়া অধিক দূর গমনে অসমর্থ প্রযুক্ত যুদ্ধ স্থগিত ছিল। ২৮৬॥

নেরিঞ্জাপেটা॥ কৈম্বিটুর প্রদেশের উত্তর দিগে কাবেরী নদীর পশ্চিম তীরে নেরিঞ্জাপেটা নামক এক ক্ষুদ্র নগর আছে, ইহার নিকটস্থ পর্ব্বত মধ্যে অনেক কৃষ্ণবর্ণ ভল্লুক আছে তাহারা প্রায় কাহার অনিষ্ট করে না, কেবল বল্মীক কীট ও বনফল ভক্ষণ করিয়া থাকে, এ নগরে ঐ কাবেরী নদী জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষাবধি বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইয়া ১৩ আষাঢ় পর্য্যন্ত বাড়িয়া ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত সমভাবে থাকে, এবং তাহার পর অবধি হ্রাস হইতে আরম্ভ হইয়া যদ্যপি মাঘ মাসে অত্যন্ত স্বল্পজলা হয়, তথাচ লোকেরা পদব্রজে পারাবার হইতে পারে না। ২৮৭॥

নেলোর॥ কর্ণাট রাজ্যে পানার নদীর দক্ষিণ দিগে ১০০০ সহস্র হস্তান্তর নেলোর অর্থাৎ নীলবর নামে এক নগর আছে, এ নগর ও অঙ্গল নগর হইতে যথেষ্ট লবণ স্থানান্তরে প্রেরিত হয়, এই উভয় স্থান ও পালান দেশের পশ্চিমাংশ কর্ণাট হইতে বিভক্ত হইয়া মান্দরাজের অধীন হইয়াছে, ইং ১৭৫৭ বাং ১১৬৪ শালে কলনেল ফোর্ড সাহেবের অধিকার হইলে নেলোর নগর দীর্ঘে ২৪০০ হস্ত প্রস্থে ১২০০ হস্ত পরিমিত ছিল, এবং তাহার চতুর্দ্দিগস্থ মৃন্ময় প্রাচীরে প্রস্তরের এক বৃহৎ দ্বার ছিল, কিয়দ্দিবস পরে ঐ কলনেল ফোর্ড প্রধান যোদ্ধা হইয়াও এ স্থানের যুদ্ধে ক্ষান্ত হওয়াতে কর্ণাটের নবাবেরা অধিকারী হইয়া পুনর্ব্বার ইং ১৮০১ বাং ১২০৮ শালের সন্ধি দ্বারা ইংলণ্ডীয়দিগকে প্রত্যর্পণ করিল, ইং ১৭৮৭ বাং

১১৭৪ শালে এই নগরের নিকটবর্ত্তী স্থানে এক কৃষক আপন হলাগ্র ইষ্টকে বদ্ধ হওয়াতে সেই স্থান খনন করত এক দেবালয়ের প্রকাশ পাইল, এবং তন্মধ্যে রোমেন অক্ষরাঙ্কিত ইং ২০০ শালীয় মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়া সেই মুদ্রার অল্লাংশ বিক্রয় করিয়াছিল, এবং তাহার ৩০ মুদ্রা ইংলণ্ডীয়েরা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সে মুদ্রা অতি সুদৃশ্য ও উত্তম স্বর্ণে নির্ম্মিত। ২৮৮॥

নেহান॥ দিল্লী রাজ্যের উত্তর পূর্ব্ব দিগের ও শ্রীনগরের কিয়দংশে নেহান নামক এক দেশ আছে, ইহার পূর্ব্ব দিগে যমুনা, এই নদী এখানে চৈত্র মাসে গঙ্গার ন্যায় প্রশস্তা হইয়া থাকে, এ দেশের তাবৎ স্থানে বন ও পর্ব্বত, তৎপ্রযুক্ত বোধ হয়, যে এ স্থানে কদাচ কৃষি কর্ম্ম হয় না, এবং এ স্থানাবধি বিলাল পুর পর্য্যন্ত যে উচ্চ পর্ব্বত আছে, তাহার ভগ্ন স্থান দিয়া পর্ব্বতীয় জল নিম্নে পতিত হইতেছে, অপর নেহান দেশে তদ্দেশীয় কোন প্রধান লোকের অধিকার ছিল, কিন্তু সিকজাতিরা ও নেপালের গুড়খালীয়েরা বল দ্বারা অধিকার করিয়াছিল। ২৮৯॥

নৈঋত্তম॥ তিব্বত দেশে নৈঋত্তম নামে এক বৃহৎ রাজ্য আছে, ইহার দক্ষিণ দিগস্থ হিমালয় পর্ব্বত শ্রেণী দ্বারা হিন্দুস্থানের ও ব্রহ্মপুত্র নদের সহিত এ রাজ্য পৃথক হইয়াছে, এ স্থানে ঐ নদের নাম শাণপু, তথা অনেক তীর্থ পর্য্যটনকারী যোগিগণের প্রায় সমাগম হইয়া থাকে, আর নেপালীয় গুড়খালী রাজ্যের দক্ষিণ দিগ হইতে এ রাজ্যের যে স্থানে বাণিজ্য হয়, সেই স্থান পর্য্যন্ত ইংলণ্ডীয়রা কখন গমন করেন নাই, অপর চিন দেশীয় বাদশাহের রাজ্যাধীন তিব্বত দেশের

তারলোকের ন্যায় নৈঋত্তদ্মের লোকেরা ও বৌদ্ধ মতাবলম্বী ও লামাদিগের অধীন। ২৯০॥

পথলি॥ লাহোর রাজ্যের উত্তর দিগে এবং সিন্ধু নদীর পশ্চিম তীরে পথলি নামক এক দেশ আছে, ইহার দীর্ঘতা ৭০ ক্রোশ ও পুস্থতা ৫০ ক্রোশ হইবেক, এ দেশের উত্তর দিগে ক্লিনোর নামক স্থান, দক্ষিণ দিগে জেহকর জাতির দেশ, পশ্চিম দিগে বারাণসী ও অটক দেশ, তৈমুরশাহ পথলি দেশে আপনার পুভুত্ব রক্ষার্থে এক দল সৈন্য রক্ষা করিয়াছিলেন, এবং তথা ঐ তৈমুর শাহের বংশীয়েরা অদ্যাপি বাস করিতেছে, কোন ২ সময়ে এ দেশে ও ইহার পর্ব্বতে অতিশয় হিম পতিত হয়, তন্নিমিত্তে এ স্থানে এতাদৃশ শীত যে নিদাঘকালে ও তাদৃশ গ্রীষ্ম বোধ হয় না, পথলি দেশে কৃষ্ণগঙ্গা, বেহদ অর্থাৎ ইন্দ্রাণী ও সিন্ধু, এই তিন নদী আছে, এবং তথা যব ও নানাবিধ স্বাদুফল যথেষ্ট জন্মে, এ দেশের ভাষা অবিকল কাশ্মীরের ভাষার ন্যায়, আবুল ফজল আপন পুস্তকে লিখেন যে এ স্থানের রাজারা কাশ্মীরের রাজাকে কর পুদান করিতেন, পরন্তু কাশ্মীর দেশ হইতে পথলি দেশ দিয়া সিন্ধু দেশ পর্য্যন্ত যে এক পুসিদ্ধ পথ আছে পথলি দেশস্থ লোকের দস্যুবৃত্তি দ্বারা সে পথ অতিশয় ভয়াবহ হইয়াছে। ২৯১॥

পটনসোমনাথ॥ গুজরাটের দক্ষিণ পশ্চিম দিগে সমুদ্র তীরে পটন দেশ সম্পৃক্ত পটনসোমনাথ নামক এক নগর আছে, ইং ১০২৪ বাং ৪৩১ শালে গিজনির মহমুদ বাদশাহ এ নগর লুট করত ইহার এক পুধান দেবালয় ভগ্ন করিয়াছিল, ইদানীং উক্ত স্থান নাগর দেশস্থ রাজপুত জাতীয় রাজারা

আপনারদিগের রাহতোর দেশ সম্বৃক্ত রাজপুত জাতীয় সৈন্য গণের দ্বারা অধিকার করত সুরাষ্ট্র দেশে ইহার রাজধানী করিয়াছিল। ২৯২ ॥

পটিালয় ॥ দিল্লী রাজ্যে ও দিল্লী নগর হইতে ১৩৫ ক্রোশ উত্তর পশ্চিম দিগে পটিালয় নামক এক নগর আছে, পূর্ব্বকালে এ অতি বৃহন্নগর ছিল, ইদানীং তাহার অন্তঃপাতি কেবল সরহিন্দ প্রদেশের কিঞ্চিৎ উন্নতি আছে, এ নগরের যে দুর্গ সে মৃন্ময় প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ও চতুষ্কোণ, তথা এক নৃপা লয় আছে। ২৯৩ ॥

পড়া ॥ বঙ্গদেশে মালদহের ১০ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্ব দিগে রাজমহল সম্বৃক্ত পড়া নামক এক নগর আছে, ইং ১৩৫৩ বাং ৭৬০ শালে এ নগরে বঙ্গদেশের দ্বিতীয় বাদশাহ এলাইস খাঁর বসতি ও রাজধানী ছিল, কিছু দিবস পরে ফিরোজ বাদ শাহ অধিকার করিল, যৎকালীন বঙ্গদেশীয় কংশ রাজা এই স্থানে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তখন এ নগর অতিশয় বৃহৎ ছিল, ও তন্মধ্যে অনেক শাস্ত্রানুশীলন হইত, ইং ১৩৯২ বাং ৭৯৯ শালে ঐ রাজা পরলোক গমন করিলে তাহার পুত্র যবনধর্ম্মা বলম্বন করত এ নগরের রাজধানী গৌড় রাজ্যে সংস্থাপন করিয়া ছিল, ঐ রাজপুত্র কর্ত্তৃক গৌড় রাজ্যে যে২ কীর্ত্তি প্রকাশিত হইয়া ছিল, তন্মধ্যে আদিনামস্ক নামক এক গৃহ ও প্রস্তর গ্রথিত এক পথ অদ্যাপি আছে। ২৯৪ ॥

পাণ্ডিচেরি ॥ কর্ণাটের সমুদ্র তীরে পণ্ডিচেরি নামক এক নগর আছে, পূর্ব্বকালে এ স্থান মান্দরাজ অপেক্ষা উত্তম ছিল, এবং তথা অনেক ইউরোপীয় লোক বাস করিত, এ নগ

য়ের উৎপন্ন দ্রব্যাদির স্বল্পতা প্রযুক্ত কোন দ্রব্য বাণিজ্যার্থে স্থানান্তরে প্রেরিত হয় না, কিন্তু অন্যান্য স্থানের যথেষ্ট দ্রব্যাদি এ স্থানে আনীত হইয়া ক্রয় বিক্রয় হয়, এ স্থানে কেবল তাল ও চিন বৃক্ষ এবং ফলকন্দাদি যথেষ্ট জন্মে, ইং ১৬০১ বাং ১০০৮ শালে ফ্রান্স জাতিরা ভারতবর্ষে আগমন নিমিত্তে প্রথম যাত্রা করত সেইণ্ট মালুস নামক স্থান হইতে সিঙোর বারদালুর অধীনের দুই জাহাজ মালদিব উপদ্বীপে উপস্থিত হইবার প্রাক্কালে জলমগ্ন হইল, পশ্চাৎ ইং ১৬০৪ বাং ১০১১ শালে উক্ত জাতিরা চতুর্থ হেনেরি বাদশাহের নিকটে পঞ্চদশ বৎসরের জন্যে ভারত বর্ষে রাজ্য করণের সনন্দ প্রাপ্ত হইল, এবং ইং ১৬৭২ বাং ১০৭৯ শালে বিজয়পুরের বাদশাহের নিকটে উক্ত জাতীয় এম মারটীন কতিপয় খণ্ড ভূমি সুদ্ধা পণ্ডিচেরি গ্রাম ক্রয় করিল, ও এই স্থানে বাস করত ইহারদিগের ক্রমশঃ উন্নতি হইতে লাগিল যদ্যপি ইং ১৬৯৩ বাং ১১০০ শালে ওলন্দাজেরা অধিকার করিয়াছিল, তথাচ চারি বৎসর মধ্যে এ নগর ও ইহার দুর্গ ঐ ফ্রান্স জাতীয়দিগকে প্রত্যর্পণ করিতে হইল, তৎকালে এ স্থানের অতিশয় উন্নতি ছিল, ইং ১৭৪৮ বাং ১১৫৫ শালে এডমিরেল বস্কোএন ৩৭২০ ইংলণ্ডীয় সৈন্য ও ৩০০ টোপস এবং ২০০০ হিন্দু সৈন্য সমভিব্যাহারে আগমন করিয়া পণ্ডিচেরি নগর আক্রমণ করিল, সেই যুদ্ধে ১০৬৫ জন ইংরাজ সৈন্যের প্রাণ নষ্ট হইয়াছিল, তৎকালে নগরস্থ দুর্গ মধ্যে ফ্রান্সদিগের ১৮০০ ইংরাজ সৈন্য ও ৩০০০ হিন্দু সৈন্য ছিল, ইং ১৭৫৮ বাং ১১৬৫ শালে এম লালির অধীনে যথেষ্ট সৈন্য ফ্রান্স দেশ হইতে প্রেরিত হইয়া পণ্ডিচেরিতে আগমন পূর্ব্বক ইংলণ্ডীয়

লোকের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করণ পূর্ব্বক নগর বদ্ধ প্রাচীর ভগ্ন করত দুর্গ অধিকার করিল, কিন্তু ইং ১৭৬১ বাং ১১৬৮ শালে পুনর্ব্বার কলোনেল কুট এ নগর অধিকার করিয়া উত্তম রূপে বদ্ধ করিয়াছিলেন, ইং ১৭৬৩ বাং ১১৭০ শালে ইংলণ্ডীয়েরা উক্ত নগর ফ্রান্সদিগকে প্রত্যর্পণ করিল, কিন্তু ইং ১৭৭৮ বাং ১১৮৫ শালে পুনর্ব্বার সর হেকটর মনরোর অধীন সৈন্যেরা অনেক যুদ্ধ করিয়া এ স্থান প্রাপ্ত হইল, সেই যুদ্ধে ফ্রান্স জাতীয় এমং ডিং বেলিকুম্ব নামক এক ব্যক্তি যথেষ্ট সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিল, ইং ১৭৮৩ বাং ১১৯০ শালে পুনর্ব্বার ফ্রান্স জাতীয়েরা অধিকার করিল, পরে ইং ১৭৯৩ বাং ১২০০ শালে ইংলণ্ডীয়েরা অধিকার করিয়া সন্ধি দ্বারা ফ্রান্সদিগকে প্রদান করিল, তৎকালেএ নগরে ২৫০০০ প্রজা ছিল ও ৪০০০০ টাকা রাজকর উৎপন্ন হইত, ইং ১৮০৩ বাং ১২১০ শালে পুনর্ব্বার ইংলণ্ডীয়েরা অধিকার করিল, এবম্প্রকারে ফ্রান্স জাতিরা বারম্বার যুদ্ধ করত দৈন্যদশা প্রাপ্ত হইয়া এ স্থান হইতে পলায়ন করিল তদবধি নগরের ও হ্রাস হইতে লাগিল, এই ফ্রান্স জাতির রাজ্যকালে ইহারদিগের শাসনানুসারে পণ্ডিচেরি নগরস্থ প্রজাদিগের অনেক ব্যবহারের বিনিময় হইয়াছিল, যেহেতুক উক্ত জাতিরা যাহাতে প্রজা সকল জাতি ভ্রষ্ট হয়, এমত কর্ম্মে অবিরত নিযুক্ত থাকিত। ২৯৫॥

পদ্মপুর॥ উত্তর সরকার মধ্যে রাজামন্দ্রি নামক স্থনের উত্তর পূর্ব্ব দিগে ২৫ ক্রোশান্তরে ঐ রাজামন্দ্রি সম্পৃক্ত পদ্মপুর নামক এক নগর আছে, ইহার নিকটস্থ নদী তীরে অপর্য্যাপ্ত ইক্ষু উৎপন্ন হওয়াতে যথেষ্ট শর্করা প্রস্তুত হয়, ইং

১৭৫৮ বাং ১১৬৫ শালে এই স্থানে ফ্রান্সজাতীয় ও ইংলণ্ডী য়েরা পরস্পর যুদ্ধ করত কলোনেল ফোর্ড কর্ত্তৃক ফ্রান্স জাতিরা পরাভূত হইয়াছিল। ২৯৬॥

পান্নগা ॥ উত্তর হিন্দুস্থানের ভূতান রাজ্যে পান্নগা নামক এক ক্ষুদ্র গ্রাম আছে, ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানের তাবৎ পর্ব্বত ভূতান দেশীয় পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ, উক্ত গ্রামস্থ লোকেরা বৃক্ষের পত্রাদি এক স্থানে রাশীকৃত করে, পরে কালক্রমে সে তাবৎ পল্লবাদি দুরিত হইয়া ক্ষেত্রে দিবার উপযুক্ত সার প্রস্তুত হয়। ২৯৭॥

পবনগড় ॥ গুজরাট দেশের মহারাষ্ট্রীয়দিগের রাজ্য মধ্যে চম্পানিয়ার হইতে কএক ক্রোশ অন্তরস্থ পর্ব্বত শ্রেণীতে পবনগড় নামক এক দুর্গ আছে, ঐ পর্ব্বত শ্রেণীর উচ্চতা প্রায় ১২০০ হস্ত হইবেক, এবং তাহার কোন দিগে গম্য পথ নাই, কেবল উত্তর দিগে পঞ্চ প্রাচীর দ্বারা বদ্ধ এক পথ আছে, এমতে উক্ত দুর্গ যদ্যপি অতিশয় দুর্গম তথাচ ইং ১৮০৩ বাং ১২১০ শালে ইংলণ্ডীয়েরা যুদ্ধ করণ পূর্ব্বক অল্পায়াসে অধিকার করিয়াছে। ২৯৮॥

পলওয়াল ॥ আগরা প্রদেশে দিল্লীর ৩৬ ক্রোশ দক্ষিণ দিগে পলওয়াল নামক এক নগর আছে, আবুলফজল কর্ত্তৃক ব্যক্ত হইয়াছে, যে এ নগর আগরা প্রদেশের উত্তর সীমা, ও ইহার নিজ উত্তর দিগে দিল্লী রাজ্যের সীমা আরম্ভ হইয়াছে। ২৯৯॥

পলাসি ॥ দক্ষিণ কৈম্বিটুর দেশে পলাসি নামক এক নগর আছে, এ স্থানে এক ক্ষুদ্র দেবালয় ও প্রায় তিন শত গৃহ আছে, এবং ইহার নিকটস্থ যে এক ক্ষুদ্র দুর্গ সে শ্রীরঙ্গপাটম

হইতে দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগে ১২১ ক্রোশ অন্তর, এই পলাল্মি নগরের নিম্ন ভাগে যে ঝিল আছে, তাহার স্রোত মালাবার দেশের ও করোমেণ্ডলের পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিগ দিয়া গমন করিতেছে, ইং ১৮০০ বাং ১২০৭ শালে ইহার নিকটস্থ স্থানের মৃত্তিকাতে রোম দেশীয় অক্ষরে আগষ্টস ও টীবিরিয়স বাদশাহের নামাঙ্কিত যে কতিপয় দুই প্রকার স্বর্ণ মুদ্রা পাওয়া যায়, তদুভয়ের সমান মূল্য ও প্রত্যেক মুদ্রা ১৪ রত্তি পরিমিত। ৩০০॥

পাঘহাম॥ ব্রহ্মরাজ্যে ইরাবতী নদীর পূর্ব্ব দিগে পাঘহাম নামে এক নগর আছে, এই স্থানের বাদশাহেরা পূর্ব্ব কালাবধি রাজত্ব করিতেছে ও তথা বহু সংখ্যক প্রাচীন দেব মন্দির ও তাহার এক মন্দিরে গৌতম ঋষির প্রতিমূর্ত্তি আছে, এবং ইহার প্রাচীন পাঘহাম স্থানে অতি পূর্ব্বকালীয় এক দুর্গের ভগ্ন চিহ্ন ও অনেক দেবালয় আছে, এবম্বিধ বহুল কীর্ত্তি দ্বারা সে নগর প্রখ্যাত হইয়াছে, বোধ হয়, যে আধুনিক ভাবাপেক্ষা পূর্ব্বকালে এ নগর অত্যন্ত বর্দ্ধিষ্ণু ছিল, এ স্থানের হট্টে তণ্ডুল, ও কলয় ও মৎস্য ও গৃহগোধিকা এবং শাক ও পলাণ্ডু প্রভৃতি যথেষ্ট দ্রব্য বিক্রয়ার্থে স্থানান্তর হইতে আনীত হয়, ব্রহ্ম জাতিরা টীকটীকি জন্তুকে অতিশয় উপাদেয় খাদ্য জ্ঞান করে। ৩০১॥

পাচিটী॥ বঙ্গদেশে পাচিটী নামক এক স্থান আছে, ইদানীং সে স্থান রামগড় বীরভূমি ও বর্দ্ধমান ভুক্ত হইয়াছে, ইহার প্রধান নগর পাচিটী, রঘুনাথগঞ্জ ও জালদা, পূর্ব্বকালে এতাবন্নগরে রাজপুত জাতীয় নারায়ণ নামক এক ব্যক্তির অধিকার ছিল, ইং ১৭৮৪ বাং ১১৯১ শালে মেজর রেনেল

পাচিটী, ছোট নাগপুর, পালামৌ, ও রামগড় প্রভৃতি স্থান পরিমাণ করিয়া ২১৭৩২ ক্রোশ স্থির করিয়াছিলেন, ঐ তাবৎ স্থানের সাম্বৎসরিক রাজস্ব ১৬১২১৬ টাকা উৎপন্ন হইত, পাচিটীর জল ও বায়ু অতি মন্দ, কোন কালে এ স্থান বঙ্গদেশের পশ্চিম সীমা ছিল। ৩০২ ॥

পাটনা ॥ বাহার প্রদেশে গঙ্গার দক্ষিণ দিগে পাটনা নামক এক বৃহৎ রাজধানী নগর আছে, বর্ষাকালে এ স্থানের গঙ্গার ৫ ক্রোশ প্রাশস্ত্য হওয়াতে পরপার দৃষ্ট হয় না, এতন্নগরস্থ তাবৎ লোকের প্রায় অপক্ব গৃহ এবং যে অল্প সংখ্যক ইষ্টকালয় আছে, সে তাবৎ অপরিষ্কৃত থাকাতে শোভাহীন হইয়াছে, আর হিন্দুস্থানের রীত্যনুসারে নির্ম্মিত যে প্রাচীর ও দুর্গ দ্বারা এ নগর বদ্ধ ছিল, সে ও বহুকাল হইল ভগ্ন হইয়াছে, কিন্তু এ অতি ধনাঢ্য নগর ও তথা অনেক লোকের বসতি আছে, এবং এ নগরের লোক সংখ্যা প্রকৃত রূপে নিশ্চয় হয় নাই, অনুমান হয়, যে ১৫০০০০ সংখ্যকের ন্যূন হইবেক না, উক্ত নগরে নানা প্রকার সূক্ষ্ম বস্ত্র ও লোমজ বস্ত্র ও চিত্রিত বস্ত্রও কেনবিশ প্রভৃতি প্রস্তুত হয়, এবং এ স্থান হইতে যথেষ্ট শোরা কলিকাতায় ও অন্য২ স্থানে প্রেরিত হইয়া থাকে, আর পাটনার যে স্থানে ইংলণ্ডীয়দিগের বাণিজ্যাগার ছিল, তথা দুই শত বন্দি লোক অবস্থান করিত, ইং ১৭৬৩ বাং ১১৭০ শালে মিরকাসিমের অধীন জেরমেন জাতীয় এক ব্যক্তি তাহারদিগকে নষ্ট করিলে মেজর আদমের অধীন ইংলণ্ডীয় সৈন্যেরা অব্যাজে গমন করিয়া এ নগর অধিকার করিল, তৎকালাবধি ইংলণ্ডীয়দিগের অধীনে আছে, এ নগর কলিকাতা হইতে মোরসোদা

বাদ দিয়া গমনে ৪০০ ক্রোশ, বীরভূমি দিয়া গমনে ৩৪০ ক্রোশ, বারাণসী হইতে বক্সার দিয়া গমনে ১৫৫ ক্রোশ, এবং দিল্লি হইতে ৬৬১ ক্রোশ, আগরা হইতে ৫৪৪ ক্রোশ, লক্ষ্ণৌহইতে ৩১৬ ক্রোশ। ৩০৩॥

পাটান॥ গুজরাট দেশে রণ নামক স্থানের পূর্ব্ব দিগে পাটান নামক এক স্থান আছে, তথা বসতি অল্প, গুজরাট দেশীয় দস্যুরা এ স্থানে আগমন করিয়া প্রজাদিগের ধনাদি অপ হরণ করে, আর এ স্থানের গুজরাট দেশীয় নেহারওয়ালা নামক প্রাচীন রাজধানী জবন জাতীয় বাদশাহ্ কর্তৃক আহম্মদাবাদ নামে ব্যক্ত ছিল, কিন্তু তদ্দেশীয় আধুনিক লোকেরা পাটান নামে খ্যাত করিয়াছে, প্রায় ত্রিশবৎসর হইল, এ স্থানে রাহধনপুরের নবাবের পিতা কমালদ্দিনের অধিকার ছিল, তিনি দামনাজী গুই কুঙার নামক এক ব্যক্তির যুদ্ধে পরাজিত হইয়া এই স্থান ও ইহার অন্তঃপাতি তাবৎ গ্রামের অনধিকারী হইয়াছিল। ৩০৪॥

পাট্ন॥ গুজরাট প্রদেশে পাট্ন নামক এক বৃহৎ রাজ ধানী নগর আছে, এ নগর যে তিন প্রাচীর দ্বারা বদ্ধ ছিল, এইক্ষণে সে ভগ্ন হইয়া স্থানে ২ পতিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার মধ্যবর্ত্তী প্রাচীর বেষ্টিত যে খাত সে অদ্যাপি আছে, শুষ্ককালে ও তাহাতে জল অধিক থাকে, পূর্ব্বকালে এ স্থান বলবন্ত ও প্রসিদ্ধ ছিল, এবং গুজরাটের বৃত্তান্তে ইহার অনেক প্রশংসা আছে, এই পাট্ন নগরের উত্তর দিগে যে এক পুষ্করিণী আছে, তদ্দ্বারা সে দিগ দিয়া বিপক্ষ লোকের নগর প্রবেশ করণে প্রতি বন্ধক হই য়াছে, এবং তদ্দিগস্থ তাবৎ গ্রামে কৃষি কর্ম্ম উত্তম রূপ হয়,

এই নগরে প্রথমতঃ কাটীওয়ার দেশীয় দুঙ্গদু নামক স্থানের কোন স্বাধীন রাজার অধিকার হইয়াছিল, তৎপরে পেসওয়ার জাতীয়দিগের সহায়তা দ্বারা বর্ত্তমান অধিকারিরা এই নগর প্রাপ্ত হইয়া অদ্যাবধি রাজ্য করিতেছে, ইহারা কুলবি জাতি এবং নগরস্থ প্রজা সকলে ও প্রায় রাজপুত ও কুলবি জাতি এই জাতিরা ধনুর্ব্বাণ ধারী ও ক্ষেত্র কর্ম্ম করে। ৩০৫ ॥

পাদং ॥ সুমাত্রা উপদ্বীপের পশ্চিম দিগে সমুদ্র তীরে ওলন্দাজদিগের বাস স্থান পাদং নামক এক নগর আছে, ইহার উত্তর দিগে যে সমুদ্র আছে, তাহার তীর হইতে এ নগর অতিশয় উচ্চ, পূর্ব্বকালে এই নগরে মরিচ, কর্পূর ও কুন্দুরু ইত্যাদি যথেষ্ট জন্মিত, কিন্তু বেঙ্কুলন স্থানে ইংলণ্ডীয়দিগের বসতি কালাবধি উল্লেখিত দ্রব্যাদি অল্প জন্মিতেছে, এ নগরের যথেষ্ট স্বর্ণ বাতাবিতে প্রেরিত হয়, এবং পূর্ব্বকালে এ নগরের নিকট যে এক কনকাকর ছিল, তাহার স্বর্ণ সঞ্চয় নিমিত্তে যে ব্যয় হইত সেই স্বর্ণ বিক্রয় করিয়া তাহার তুল্য ধন প্রাপ্য হও য়াতে ওলন্দাজেরা তাহাতে ক্ষেত্র ভূমি করিল, ইং ১৬৪৯ বাং ১০৫৬ শালে ইংলণ্ডীয়েরা জাহাজ দ্বারা প্রথমত এ নগরে আগমন করেন, তৎকালে এ নগরে ওলন্দাজ জাতির বসতি ছিল না। ৩০৬ ॥

পানবেল ॥ বোম্বাই হইতে ২৭ ক্রোশ পূর্ব্ব দিগে আওরঙ্গাবাদ সম্পৃক্ত পানবেল নামক এক নগর আছে, আওরঙ্গ জেব বাদশাহের সিদ্দিস নামক সৈন্যেরা এ নগরের অন্তঃপাতি গ্রামে আগমন পূর্ব্বক ধান্য ক্ষেত্রে অগ্নি প্রদান করিত, এবং কখন২ তাবৎ ধান্যাদি লইয়া প্রস্থান করিত, এই সকল

দৌরাত্ম্য নিবারণার্থে ইং ১৭৮২ বাং ১০৮৯ শালে মহারাষ্ট্রীয় শম্ভুজী এ নগরের সম্মুখে এক দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এইক্ষণে তাহার চিহ্ন মাত্র আছে। ৩০৭॥

পানহা ॥ শ্রীনগর প্রদেশে নেপাল রাজ্যাধীন পানহা নামে এক নগর আছে, এই নগর এক পর্ব্বতের নিম্ন স্থান হইতে ৬৬ হস্ত উচ্চ ভূমির উপর স্থাপিত, ও ইহার ৬ ক্রোশ দক্ষিণ দিগে ধলপুরে শিশার ও তাম্রের খনি আছে, তাহার সাম্বৎসরিক কর ৪০০০ টাকা উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং তথাকার সমল ধাতুকে পরিষ্কার করণে ন্যূনাধিক দুই তিন সহস্র লোক তৎকর্ম্মে নিযুক্ত আছে, তদ্ভিন্ন উক্ত নগরের ৮ ক্রোশ উত্তর দিগে ঐ পর্ব্বতের নিকটস্থ নাগপুরে যে সকল তাম্রের আকর আছে, সে তাবৎ শ্রীনগর প্রদেশস্থ সকল আকর স্থান হইতে উত্তম, কিন্তু সে স্থান রাজধানী প্রযুক্ত এবং নেপালীয় গুড়খালি রাজার অনবধারণ নিমিত্তে ঐ আকর স্থানের যথাযোগ্য কর্ম্ম হয় না। ৩০৮॥

পানা ॥ আলাহাবাদ প্রদেশে চাতরপুরের ৩০ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগে ঘাট নামক পর্বত শ্রেণীতে রহতাস অবধি আজমেরের সীমাতীত স্থান পর্য্যন্ত পানা নামক এক নগর আছে, ঐ পর্ব্বত শ্রেণীস্থ কালিঞ্জর নামক স্থান হইতে পানা নগর ২০ ক্রোশ অন্তর, ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রসিদ্ধ হীরকের এক আকর স্থান আছে, আকবর সাহের রাজ্য কালীন তাহাতে আট নয় লক্ষ টাকা উৎপন্ন হইত, এবং বন্দেল খণ্ডের ভূম্যধিকারিরা ঐ খনির রাজকর প্রদান করত হীরার বাণিজ্য করিত, ইং ১৭৫০ বাং ১১৫৭ শালে চতুর্শাল রাজা ঐ হীরক

খানিতে ৪০০০০০ চারি লক্ষ টাকা বৎসরিক কর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, উক্ত নগরে আলি বাহাদুর নামক মহারাষ্ট্রীয় এক ব্যক্তি শেষ রাজত্ব করিয়াছিল। ৩০৯।।

পানিপত ।। দিল্লি প্রদেশে ও দিল্লি নগরের ৫০ ক্রোশ উত্তর পশ্চিম দিগে প্রায় ৪ ক্রোশ ব্যাপিয়া পানিপত নামে এক নগর আছে, পূর্ব্বকালে ইহার চতুর্দ্দিগে যে প্রাচীর বেষ্টিত ছিল এইক্ষণে স্থানে২ তাহার চিহ্ন মাত্র আছে, ও নগরাভ্যন্তরে কোন ফকিরের সাহসরিফউদ্দিন আবুআলি কলিন্দর নামক এক জাবনিক দেবালয় আছে, অন্য ২ স্থান হইতে লবণ, সূত্রবস্ত্র, ও নানাবিধ শস্যাদি এ নগরে অনীত হইয়া থাকে, ও ইহার পার্শ্ববর্ত্তী তাবৎ গ্রামে চিনি প্রস্তুত হইয়া স্থানান্তরে প্রেরিত হয় উক্ত নগরে দুইবার যাদৃশ ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল, হিন্দুস্থানের কোন স্থানে তদ্রূপ কদাচিৎ হইয়া থাকিবেক, ইং ১৫২৫ বাং ৯৩২ শালে এ নগরের প্রাথমিক যুদ্ধে সোলতান বাবরের সৈন্য গণের দ্বারা পাচান জাতি এব্রেহেমলোদি বাদশাহ হত হইলেন, ও তাহার সৈন্যরা পলায়ন করিল, এই কালে লোদির বংশ ধ্বংস হইয়া মোগল জাতীয় তৈমুরের বংশোদ্ভবদিগের রাজ্যারম্ভ হইল, ইং ১৭৬১ বাং ১১৬৮ শালে দ্বিতীয় যুদ্ধে যবন জাতীয় সৈন্যের সহিত কাবোলের আহম্মদ শাহ আব দালি বাদশাহের অধীন মহারাষ্ট্রীয় সদাশিব ভৌয়ের যুদ্ধারম্ভ হইয়া সেই বৎসরের সংগ্রাম স্থগিত হইলে জবনদিগের পক্ষে কিঞ্চিৎ শুভিতা বিবেচিত হইয়াছিল, পশ্চাৎ জবনেরা তাম্বুস্থ মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যদিগের খাদ্য দ্রব্যাদির বিষয়ে প্রতিবন্ধকাচরণ করিলে তাহারা পুনর্ব্বার সংগ্রামে প্রবর্ত্ত হইয়া প্রাতঃকালা

হধি সায়ংকাল পর্য্যন্ত যুদ্ধ করত পেসওয়ার জাতীয় ১৭ বৎসর বয়স্ক বিশ্বাস রাও নামক এক যুবারাজ তীরাঘাত দ্বারা মুমূর্ষু প্রায় হওয়াতে মহারাষ্ট্রীয়রা দিগ্বিদিগে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল, তৎকালীন তাহারা পুরুষ, স্ত্রী, শিশু প্রভৃতি সমুদয়েতে প্রায় ৫০০০০০ লক্ষ লোক ছিল, ঐ জয় বিশিষ্ট জবন সকল রণ পরাঙমুখ ব্যক্তিদিগের পশ্চাদ্ধাবমান হইয়া সেই নগরে অধিকাংশ লোকের প্রাণ নষ্ট করিল, এবং প্রায় ৪০০০০ হাজার লোককে স্বদেশে লইয়া গিয়া নষ্ট করিল, ও যাহারা রণস্থল হইতে শত্রু হস্তোত্তীর্ণ হইয়া পলায়ন করিয়াছিল, তাহারা ও অন্যান্য ভূম্যধিকারি কর্ত্তৃক হত হইল। ৩১০॥

পারকর ॥ হিন্দুস্থান মধ্যে পারকর নামে এক ক্ষুদ্র দেশ আছে, ইহার উত্তর দিগে বালুকাভূমি, দক্ষিণ দিগে কচ দেশ, পূর্ব্ব দিগে গুজরাট দেশ, এবং পশ্চিম দিগে সিন্ধিয়ার, প্রদেশ এই দেশে ইউরোপীয়দিগের কদাচিৎ গমন হয়, তদ্দেশীয় লোকেরা ব্যক্ত করে, যে তথা প্রায় বালুকাময় ও পর্ব্বতীয় ভূমি এবং অতিশয় জল কষ্টতা আছে, এইস্থান অশেষ প্রকারে গুজরাটের হালিয়র স্থানের ন্যায় বোধ হয়, এই পারকর দেশে কৃষি কর্ম্ম নিমিত্তে পুষ্করিণী ও কূপ জল ব্যবহার হইয়া থাকে, এ দেশের অধীন অনেক গ্রাম আছে, তাহার রাজধানীর নাম পারিনা নগর কিন্তু সচরাচর নগর বলিয়া ব্যক্ত আছে, তথা যে ত্রিশ ঘর সোদা রাজপুত জাতীয় লোকেরা বাস করে, তাহারদিগের মহোপদ্রবে ত্রাসিত হইয়া প্রাচীন বাসেন্দারা অন্যান্য স্থানে গমন করত নিরুদ্বেগে বসতি করিয়াছে, এ নগর বদ্ধ নহে, অতএব কোন শত্রু দল উপস্থিত হইলে লোকেরা ইহার নিকট